ভ্রমর—পর্যায়ক্রমে করণীয় নূপুরপাদ, আক্ষিপ্তক, কটিচ্ছিন্ন, সূচীবিদ্ধ, নিতম্ব, করিহস্ত, উরোমণ্ডল ও কটিচ্ছিন্ন।

২০৫ (খ)-২০৭ (ক)। মতল্লিকরণং কৃত্বা করমাবৃত্য দক্ষিণম্॥
কপোলস্য প্রদেশে তু কর্তব্যং তু নিকুঞ্চিতম্।
অপবিদ্ধং তথা চৈব তলসংস্ফোটিতং তথা॥
করিহস্তং কটিচ্ছেদং মত্তস্খলিতকে ভবেৎ।

মত্তস্খলিতক—মতল্লিকরণের পরে দক্ষিণ হস্ত ঘূর্ণিত করে একে কুঞ্চিত অবস্থায় (দক্ষিণ) গণ্ডস্থলের নিকট স্থাপন, তারপর পর্যায়ক্রমে অপবিদ্ধ, তল-সংস্ফোটিত, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করণ অনুষ্ঠেয়।

২০৮ (খ)-২০৯ (ক)। দোলৈঃ করৈঃ প্রচলিতৈঃ স্বস্তিকাপসৃতৈঃ পদৈঃ॥
অঞ্চিতৈর্বলিতৈর্হস্তৈস্তলসংঘট্টিতৈস্তথা।
নিকুট্টিতং চ কর্তব্যমূরূদ্বৃত্তং তথৈব চ॥
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং মদাদ্বিলসিতে ভবেৎ।

মদবিলসিত—দোলাহস্ত ও স্বস্তিকাপসৃত পদে চলা, হস্তদ্বয় অঞ্চিত ও বলিত করা, পরে ক্রমে তলসংঘট্টিত, নিকুট্টক, উরূদ্বৃত্ত, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করণ।

২০৯ (খ)-২১১ (ক)। মণ্ডলস্থানকং কৃত্বা তথা হস্তৌ চ রেচিতৌ॥
উদ্‌ঘট্টিতেন পাদেন মতল্লিকরণং ভবেৎ।
আক্ষিপ্তং করণং চৈব উরোমণ্ডলকং তথা॥
কটিচ্ছেদং তথা চৈব ভবেত্তু গতিমণ্ডলে।

গতিমণ্ডল—মণ্ডল স্থানক অবলম্বনের পরে হস্তদ্বয় রেচিত ও পদদ্বয় উদ্‌ঘট্টিত করে ক্রমশঃ মতল্লি, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল ও কটিচ্ছিন্ন করণ অনুষ্ঠেয়।

২১১ (খ)-২১৩ (ক)। সমপাদং প্রযুজ্যাথ পরিচ্ছিন্নস্তনন্তরম্॥
আবিদ্ধেন তু পাদেন বাহ্যভ্রমরকং তথা।
বামং সূচ্যা স্বতিক্রান্তং ভুজঙ্গত্রাসিতং তথা॥
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং পরিচ্ছিন্নে বিধীয়তে।

পরিচ্ছিন্ন—সমপাদ স্থানের পরে পরিচ্ছিন্ন করণ, পরে আবিদ্ধপদে বাহুভ্রমরক[১] এবং বামপদে সূচীকরণ, পরে ক্রমে অতিক্রান্ত, ভুজঙ্গত্রাসিত, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করণ অনুষ্ঠেয়।

২১৩ (খ)-২১৭ (ক)। শিরসস্তূপরি স্থাপ্যৌ স্বস্তিকৌ বিচ্যুতৌ করৌ ॥
ততঃ সব্যং করং চাপি গাত্রমানম্য রেচয়েৎ।
পুনরুত্থাপয়েত্তত্র গাত্রমুন্নম্য রেচিতম্ ॥
লতাখ্যৌ চ করৌ কৃত্বা বৃশ্চিকং সংপ্রযোজয়েৎ।
রেচিতং করিহস্তং চ ভুজঙ্গত্রাসিতং তথা ॥
আক্ষিপ্তকং প্রযুঞ্জীত স্বস্তিকং পাদমেব চ।
পরাঙ্মুখৌ বিধির্ভূয় এবমেব ভবেদিহ ॥
করিহস্তং কটিচ্ছেদং পরিবৃত্তকরেচিতে।

পরিবৃত্তকরেচিত—মস্তকোপরি স্বস্তিকাকারে শিথিল হস্ত স্থাপন, পরে দেহ কুঞ্চিত করে বামহস্তে রেচিত; দেহ উন্নত করে একই হস্ত পুনরায় রেচিত, পরে হস্ত লতাকার; ক্রমে বৃশ্চিক, রেচিত, করিহস্ত, ভুজঙ্গত্রাসিত, আক্ষিপ্তক করণ, পরে স্বস্তিকাকার পদ। পশ্চাৎমুখ হয়ে এইগুলির পুনরাবৃত্তি, পরে করিহস্ত।

২১৭ (খ)-২২০ (ক)। রেচিতৌ সহ গাত্রেণ হ্যপবিদ্ধৌ করৌ তথা ॥
পুনস্তেনৈব দেশেন গাত্রমুন্নম্য রেচয়েৎ।
কার্যং নূপুরপাদং চ ভুজঙ্গত্রাসিতং তথা ॥
রেচিতং মণ্ডলং চৈব বাহুশীর্ষং নিকুঞ্চয়েৎ।
উরূদ্বৃত্তং তথাক্ষিপ্তমুরোমণ্ডলমেব চ ॥
করিহস্তং কটিচ্ছেদং কুর্যাদ্বৈশাখরেচিতে।

বৈশাখরেচিত—দেহের সাঙ্গ হস্তদ্বয় রেচিত; কুঞ্চিত দেহে এর পুনরাবৃত্তি, পরে নূপুরপাদচারী এবং ভুজঙ্গত্রাসিত, রেচিত, মণ্ডলস্বস্তিক, তারপর কুঞ্চিত স্কন্ধে উরূদ্বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করণ অনুষ্ঠেয়।

১. মনে হয়, অভিনবগুপ্তের মতে এই নামের চারী। কারও কারও মতে, ভ্রমরী। দ্রঃ M. Ghosh, Abhinayadarpana, ২৮৯ থেকে এবং A-K. Coomaraswamy, Mirror of Gesture, পৃঃ ৭৪।

২২০ (খ)-২২২ (ক)। আক্ষিপ্তং জনিতং কৃত্বা পাদমেকং প্রসারয়েৎ ॥
তথৈবালাতকং কুর্যাৎ ত্রিকং তু পরিবর্তয়েৎ।
অঞ্চিতং বামহস্তং চ গণ্ডদেশে নিকুট্টয়েৎ ॥
কটিচ্ছিন্নং তথা চৈব পরাবৃত্তে প্রযোজয়েৎ।

পরাবৃত্ত—জনিতকরণ, একপদের প্রসারণ, পরে অলাতককরণ এবং মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘূর্ণিত করে বামহস্ত কুঞ্চিত ও গণ্ডোপরি স্থাপিত, তারপর কটিচ্ছিন্ন করণ অনুষ্ঠেয়।

২২২ (খ)-২২৪ (ক)। স্বস্তিকং করণং কৃত্বা ব্যংসিতৌ চ করৌ ততঃ ॥
অলাতকং প্রযুঞ্জীত ঊর্ধ্বজানু নিকুঞ্চিতম্।
অর্ধসূচীব বিক্ষিপ্তমুদ্বৃত্তাক্ষিপ্তকে তথা ॥
করিহস্তং কটিচ্ছেদমঙ্গহারে হ্যলাতকে।

অলাতক—ক্রমশঃ স্বস্তিক, ব্যংসিত, অলাতক, ঊর্ধ্বজানু, নিকুঞ্চিত, অর্ধসূচী, বিক্ষিপ্ত, উদ্বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করণ অনুষ্ঠেয়।

২২৪ (খ)-২২৬। নিকুট্য বক্ষসি করাবূর্ধ্বজানু প্রযোজয়েৎ ॥
আক্ষিপ্তং স্বস্তিকং কৃত্বা ত্রিকং তু পরিবর্তয়েৎ ॥
উরোমণ্ডলকৌ হস্তৌ নিতম্বং করিহস্তকম্ ॥
কটিচ্ছেদস্তথা চৈব পার্শ্বচ্ছেদে বিধীয়তে।
সূচীং বামপদং দদ্যাৎ বিদ্যুদ্ভ্রান্তং চ দক্ষিণম্ ॥

পার্শ্বচ্ছেদ—বক্ষে নিকুট্টিত হস্ত স্থাপন করে ঊর্ধ্বজানু, আক্ষিপ্ত ও স্বস্তিক করণ, মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘূর্ণিত, পরে উরোমণ্ডল, নিতম্ব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করণ নিষ্পাদ্য।

২২৭-২২৮ (ক)। দক্ষিণেন পুনঃ সূচী বিদ্যুদ্ভ্রান্তশ্চ বামতঃ।
পরিচ্ছিন্নং তথা চৈবং ত্রিকং তু পরিবর্তয়েৎ ॥
লতাখ্যং সকটিচ্ছেদং বিদ্যুদ্ভ্রান্তশ্চ স স্মৃতঃ।

বিদ্যুদ্ভ্রান্ত—বাম পদ প্রথম প্রয়োগ করে সূচীকরণ, দক্ষিণপদ প্রথম প্রয়োগ করে বিদ্যুদ্ভ্রান্ত করণ, দক্ষিণপাদ প্রথম চালিত করে সূচীকরণ, বামপদ প্রথম চালিত করে বিদ্যুদ্ভ্রান্ত, পরে ছিন্নকরণ; মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘূর্ণিত করে লতা ও কটিচ্ছিন্ন করণ।

২২৮ (খ)-২৩০ (ক)। কৃত্বা নূপুরপাদং তু সব্যবামৌ প্রলম্বিতৌ ॥
করৌ পার্শ্বে ততস্তাভ্যাং বিক্ষিপ্তং সংপ্রয়োজয়েৎ।
তাভ্যাং সূচী তথা চৈব ত্রিকং তু পরিবর্তয়েৎ ॥
লতাখ্যং সকটিচ্ছেদং কুর্যাদুদ্‌বৃত্তকে সদা।

উদ্‌বৃত্তক—দক্ষিণ ও বাম হস্ত পার্শ্বে প্রলম্বিত করে নূপুরপাদ চারী, ঐ হস্তদ্বয়ে বিক্ষিপ্তকরণ; উক্ত হস্তদ্বয়ে সূচীকরণ এবং মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘুরিয়ে লতা ও কটিচ্ছিন্ন করণ।

২৩০ (খ)-২৩২ (ক)। আলীঢ়ব্যংসিতৌ হস্তৌ বাহুশীর্ষে নিকুট্টয়েৎ ॥
নূপুরশ্চরণো বামঃ তথালাতশ্চ দক্ষিণঃ।
তেনৈবাক্ষিপ্তকং কুর্যাদ্ উরোমণ্ডলকৌ করৌ ॥
করিহস্তং কটিচ্ছেদং ত্বালীঢ়ে সংপ্রযোজয়েৎ।

আলীঢ়—ব্যংসিতকরণ, হস্তদ্বয়ে স্কন্ধে আঘাত, পরে বামপদ প্রথমে চালিত করে নূপুরকরণ, তারপর দক্ষিণপদ প্রথমে চালিত করে অলাত ও আক্ষিপ্তক করণ, হস্তদ্বয়ে উরোমণ্ডলভঙ্গী করে করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন করণ।

২৩২ (খ)-২৩৪। হস্তং তু রেচিতং কৃত্বা পার্শ্বমানম্য রেচয়েৎ ॥
পুনস্তেনৈব যোগেন গাত্রমুন্নম্য রেচয়েৎ।
কার্যং নূপুরপাদং চ ভুজঙ্গত্রাসিতং তথা ॥
রেচিতং করণং কুর্যাদুরোমণ্ডলমেব চ।
কটিচ্ছেদস্তু কর্তব্যং হ্যঙ্গহারে তু রেচিতে ॥

রেচিত—রেচিত হস্ত, একে একপার্শ্বে কুঞ্চিত করে ঐ একই রেচিত এবং সম্পূর্ণ দেহ কুঞ্চিত করে ওর পুনরাবৃত্তি, পরে ক্রমে নূপুরপাদ, ভুজঙ্গত্রাসিত, রেচিত, উরোমণ্ডল ও কটিচ্ছিন্ন করণ।

২৩৫-২৩৬। নূপুরং করণং কৃত্বা ত্রিকং তু পরিবর্তয়েৎ।
ব্যংসিতেন তু হস্তেন ত্রিকং চৈব বিবর্তয়েৎ ॥
পাদং চালাতকং কৃত্বা সূচীং তত্রৈব যোজয়েৎ।
করিহস্তং কটিচ্ছেদং কুর্যাদাচ্ছুরিতে সদা ॥

আচ্ছুরিত—নূপুরচারী, মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘূর্ণিত, ব্যংসিতকরণ, পুনরায়

মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘূর্ণিত, পরে ক্রমে বাম থেকে অলাতক করণ এবং সূচী করিহস্ত, কাটিচ্ছিন্ন করণ।

২৩৭-২৩৯। রেচিতৌ স্বস্তিকৌ পাদৌ রেচিতৌ স্বস্তিকৌ করৌ।
কৃত্বা বিশ্লেষমেবং তু তেনৈব বিধিনা পুনঃ ॥
পুনরুৎক্ষেপণং চৈব রেচিতৈরেব কারয়েৎ।
উদ্বৃত্তাক্ষিপ্তকং চৈব উরোমণ্ডলমেব চ ॥
নিতম্বং করিহস্তং চ কটিচ্ছিন্নং তথৈব চ।
আক্ষিপ্তরেচিতে ত্বেষ করণানাং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥

আক্ষিপ্তরেচিত—স্বস্তিকপদ রেচিত থাকবে, ঐরূপ স্বস্তিক হস্ত, পরে একই (রেচিত দ্বারা) ঐগুলি বিশ্লিষ্ট হবে; একই রেচিত দ্বারা তাদেরকে উৎক্ষিপ্ত করতে হবে, পরে ক্রমে উদ্বৃত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, নিতম্ব করিহস্ত কটিচ্ছিন্ন করণ।

২৪০-২৪২। বিক্ষিপ্তং করণং কৃত্বা হস্তপাদং সুখানুগম্।
বামসূচীকরং কৃত্বা বিক্ষিপেদ্ বামকং করম্ ॥
বক্ষঃস্থং চ ভবেৎসব্যো বলিতং ত্রিকমেব চ।
নূপুরাক্ষিপ্তকে চৈব অর্ধস্বস্তিকমেব চ ॥
নিতম্বং করিহস্তং চ স্যাদুরোমণ্ডলং তথা।
কটিচ্ছেদং চ কর্তব্যং সংভ্রান্তে নৃত্যযোক্তৃভিঃ ॥

সম্ভ্রান্ত—বিক্ষিপ্ত করণ, সূচীভঙ্গীতে বামহস্ত প্রসারিত, দক্ষিণহস্ত বক্ষে স্থাপিত। মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘূর্ণিত। পরে ক্রমে নূপুর, আক্ষিপ্ত, অর্ধস্বস্তিক, নিতম্ব, করিহস্ত, উরোমণ্ডল ও কটিচ্ছিন্ন করণ।

২৪৩-২৪৪। অপক্রান্তক্রমং কৃত্বা ব্যংসিতং হস্তমেব চ।
কুর্যাদুদ্বেষ্টিতং চৈব অর্ধসূচীং তথৈব চ ॥
বিক্ষিপ্তং সকটিচ্ছেদমুদ্বৃত্তাক্ষিপ্তকে তথা।
করিহস্তং কটিচ্ছিন্নং কর্তব্যমপসর্পিতে ॥

অপসর্পিত—অপক্রান্তাচারী এবং উদ্বেষ্টিতরূপে চালিত হস্তদ্বয়ে ব্যংসিত করণ, পরে ক্রমে অর্ধসূচী, বিক্ষিপ্ত, কটিচ্ছিন্ন, উদ্বৃত্ত, আক্ষিপ্তক, করিহস্ত ও (পুনরায়) কটিচ্ছিন্ন করণ।

২৪৫-২৪৬। কৃত্বা নূপুরপাদং চ দ্রুতমাক্ষিপ্য চ ক্রমম্।
পাদস্য চানুগৌ হস্তৌ ত্রিকং তু পরিবর্তয়েৎ॥
নিকুট্য করপাদং চাপ্যুরোমণ্ডলকং পুনঃ।
করিহস্তং কটিচ্ছেদং কার্যমর্ধনিকুট্টকে॥

অর্ধনিকুট্টক—দ্রুত নূপুরচারী, পদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হস্তসঞ্চালন, মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ ঘূর্ণিত, পরে হস্ত পদে নিকুট্টিত, তারপর উরোমণ্ডল, করিহস্ত, কটিচ্ছিন্ন ও অর্ধনিকুট্টক করণ।

রেচক[1]

২৪৭। দ্বাত্রিংশদেতে সংপ্রোক্তাস্ত্বঙ্গহারা দ্বিজোত্তমাঃ।
চতুরো রেচকাংশ্চৈব গদতো মে নিবোধত॥

হে ব্রাহ্মণগণ, এই বত্রিশটি অঙ্গহার বললাম; এখন চারটি রেচক বর্ণনা করব, শুনুন।

২৪৮। পাদরেচক একঃ স্যাৎ দ্বিতীয়ঃ কটিরেচকঃ।
কররেচকস্তৃতীয়স্তু চতুর্থঃ কণ্ঠরেচকঃ॥

রেচকগুলির মধ্যে প্রথম পদের, দ্বিতীয় কটির, তৃতীয় হস্তের এবং চতুর্থ গ্রীবার।

২৪৯। রেচিতাখ্যঃ পৃথগ্‌ভাবে বলনে চাভিধীয়তে।
উদ্বাহনাৎ পৃথগ্‌ভাবাচ্চলনাচ্চাপি রেচকঃ॥

রেচিত শব্দে বোঝায় (করণ চারী থেকে) পৃথক্‌ভাবে ঘূর্ণিত করা অথবা উপরে নিয়ে যাওয়া অথবা পৃথক্‌ভাবে চালিত হওয়া।

২৫০। পার্শ্বাৎ পার্শ্বে তু গমনং স্খলিতৈশ্চলিতৈঃ পদৈঃ।
বিবিধৈশ্চৈব পাদস্য পাদরেচক উচ্যতে॥

পাদরেচক—স্খলিত পদে এক পার্শ্ব থেকে অপর পার্শ্বে গমন অথবা ভিন্নরূপে প্রচলিত পদদ্বয়।

১. সঙ্গীতরত্নাকর, রেচিত, নর্তনাধ্যায় ৮৫৮ থেকে।

২৫১। ত্রিকস্যোদ্বর্তনং চৈব কটীচলনমেব চ।
তথাপসর্পণং চৈব কটীরেচক উচ্যতে ॥

কটিরেচক—মেরুদণ্ডের নিম্নভাগের উন্নমন, কটিদেশের সঞ্চালন এবং এর অপসর্পণ।

২৫২। উদ্বর্তনঃ পরিক্ষেপো বিক্ষেপপরিবর্তনম্।
বিসর্পণং চ হস্তস্য হস্তরেচক উচ্যতে ॥

হস্তরেচক—হস্তের উত্তোলন, বিক্ষেপ, প্রসারণ, পরিবর্তন এবং বিসর্পণ (পেছনে নিয়ে আসা)।

২৫৩। উদ্বাহনং সন্নমনং তথা পার্শ্বস্য সন্নতিঃ।
ভ্রমণং চাপি বিজ্ঞেয়ো গ্রীবায়া রেচকো বুধৈঃ ॥

গ্রীবারেচক—গ্রীবার উৎক্ষেপ, নিম্নগমন, পার্শ্বে কুঞ্চন এবং অন্যান্য প্রকার ভ্রমণ।

২৫৪-২৫৫। রেচকৈরঙ্গহারৈশ্চ নৃত্যন্তং বীক্ষ্য শংকরম্।
সুকুমারপ্রয়োগেণ নৃত্যতি স্ম চ পার্বতী ॥
মৃদঙ্গভেরীপটহৈঃ ঝঞ্ঝাডিণ্ডিমগোমুখৈঃ।
পণবৈর্দর্দুরাদ্যৈশ্চ নানাতোর্যৈঃ প্রবাদিতৈঃ ॥

শিবকে রেচক ও অঙ্গহার সহ নৃত্য করতে দেখে পার্বতীও সুকুমার (লাস্য) নৃত্য করেছিলেন; এই নৃত্যের অনুগামী হয়েছিল মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ, ঝঞ্ঝা, ডিণ্ডিম, গোমুখ, পণব ও দর্দুর প্রভৃতি বাদ্য[১]

২৫৬। দক্ষযজ্ঞে বিনিহতে সন্ধ্যাকালে মহেশ্বরঃ।
নানাঙ্গহারৈঃ প্রানৃত্যল্লয়তালবশানুগৈঃ ॥

দক্ষযজ্ঞনাশের পরে সন্ধ্যাবেলা শিব বিভিন্ন অঙ্গহার সহ তাল লয় সহযোগে নৃত্য করেছিলেন।

২৫৭। পিণ্ডীবন্ধাং স্ততো দৃষ্ট্বা নন্দীভদ্রমুখা গণাঃ।
চক্রুর্নামানি পিণ্ডীনাং বন্ধাংশ্চৈব সলক্ষণান্ ॥

নন্দী ও ভদ্রমুখাদিগণ তখন পিণ্ডীবন্ধ[২] (দলবদ্ধ নৃত্য?) গুলি দেখে তাদের নামকরণ করেছিল।

---

১. ঝঞ্ঝা—বড় করতাল? গোমুখ-শিঙা? অন্য যন্ত্রগুলি বিভিন্নপ্রকার ঢাক।

২. দ্রঃ ভাবপ্রকাশন, পৃ. ২৬৪। ২৮৫। ২৯২—২৯৫ শ্লোকদ্রষ্টব্য।

২৫৮-২৬৩। ঐশ্বরী বৃষপিণ্ডী চ নন্দিনশ্চাপি পট্টিসী।
চণ্ডিকায়া ভবেৎ পিণ্ডী তথা বৈ সিংহবাহিনী॥
তার্ক্ষ্যপিণ্ডী ভবেদ্বিষ্ণোঃ পদ্মপিণ্ডী স্বয়ংভুবঃ।
শক্রস্যৈরাবতী পিণ্ডী ঝষাপিণ্ডী তু মান্মথী॥
শিখিপিণ্ডী কুমারস্য উলুপিণ্ডী ভবেচ্ছ্রিয়ঃ।
ধারাপিণ্ডী চ জাহ্নব্যাঃ পাশপিণ্ডী যমস্য তু॥
বারুণী চ নদীপিণ্ডী যক্ষী স্যাদ্ধনদস্য চ।
হলপিণ্ডী বলস্যাথ সর্পপিণ্ডী তু ভোগিনাম্॥
গাণেশ্বরী মহাপিণ্ডী দক্ষযজ্ঞবিমর্দিনী।
ত্রিশূলাকৃতিসংস্থানাং রৌদ্রী স্যাদন্ধকদ্বিষঃ॥
এবমন্যাস্বপি তথা দেবতাসু যথাক্রমম্।
ধ্বজভূতাঃ প্রযোক্তব্যাঃ পিণ্ডীবন্ধাঃ স্বচিহ্নিতাঃ॥

বিভিন্ন দেবতার সহিত যুক্ত পিণ্ডী সমূহের নাম : শিব—বৃষ, নন্দী পট্টিসী, চণ্ডিকা (কালী) সিংহবাহিনী, বিষ্ণু—তার্ক্ষ্য, স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা) পদ্ম, শক্র (ইন্দ্র) ঐরাবতী, মন্মথ—ঝষা, কুমার (কার্তিকেয়) শিখী (ময়ুর), শ্রী (লক্ষ্মী) উলু (পেচক), জাহ্নবী—ধারা, যম—পাশ, বরুণ—নদী, ধনদ (কুবের)—যক্ষী, বল (বলরাম)—হল (লাঙ্গল), ভোগী (সর্প)—সর্প, গণেশ্বর—দক্ষযজ্ঞ-বিমর্দিনী। অন্ধকহন্তা শিবের (পিণ্ডী) হবে তাঁর ত্রিশূল রূপী রৌদ্রী। অবশিষ্ট দেবদেবীগণের পিণ্ডী এভাবে তাঁদের ধ্বজস্বরূপ।

২৬৪-২৬৫। রেচকাশ্চাঙ্গহারাশ্চ পিণ্ডীবন্ধাস্তথৈব চ।
সৃষ্ট্বা ভগবতা দত্তাস্তণ্ডবে মুনয়ে তদা॥
তেনাপি হি ততঃ সম্যগ্‌গানভাণ্ডসমন্বিতঃ।
নৃত্যপ্রয়োগঃ সৃষ্টো যঃ স তাণ্ডব ইতি স্মৃতঃ॥

ভগবান্ (শিব) রেচক, অঙ্গহার ও পিণ্ডীবন্ধ সৃষ্টি করে তণ্ডুমুনিকে দিয়েছিলেন। তিনি এইগুলি থেকে সম্যক্‌রূপে গীত ও বাদ্য যুক্ত যে নৃত্য সৃষ্টি করেছিলেন তা তাণ্ডব নামে বিদিত।

(ঋষয় ঊচুঃ)

মুনিগণ বললেন

২৬৬। যদা প্রাপ্ত্যর্থমর্থানাং তজ্জ্ঞৈরভিনয়ঃ কৃতঃ।
কস্মান্নৃত্যং কৃতং হ্যেতত্‌ কং স্বভাবমপেক্ষতে॥

অর্থ উদ্ধারের জন্য বিশেষজ্ঞগণ অভিনয় প্রস্তুত করলেন। এই নৃত্য কেন সৃষ্ট হল, এর প্রকৃতিই বা কি ?

২৬৭। ন গীতকার্থসম্বদ্ধং ন বাচ্যার্থস্য ভাবকম্‌।
কস্মান্নৃত্যং কৃতং হ্যেতৎ গীতেস্বাসারিতেষু চ॥

গীত ও আসারিত প্রসঙ্গে নৃত্য সৃষ্ট হল কেন ? এই (নৃত্য) গীতের অর্থের সহিত সম্বন্ধ নয়, বাচ্যার্থ ও প্রকাশ করে না।

(ভরত উবাচ)

২৬৮। অত্রোচ্যতে ন খল্বর্থং নৃত্যং কঞ্চিদপেক্ষতে।
কিন্তু শোভাং জনয়তীত্যতো নৃত্তং প্রবর্তিতম্‌॥

এই বিষয়ে কথিত হয় যে, কোন বিশেষ প্রয়োজনে নৃত্য হয় না। শোভা সৃষ্টি করে বলেই নৃত্য প্রবর্তিত হয়েছিল।

২৬৯। প্রায়েণ সর্বলোকস্য নৃত্যমিষ্টং স্বভাবতঃ।
মঙ্গল্যমিতি কৃত্বা চ নৃত্যমেতৎ প্রকীর্তিতম্‌॥

প্রায়ই স্বভাবতঃ সকলে নৃত্য ভালবাসে, মঙ্গলজনক মনে করে এই নৃত্য ঘোষিত হয়।

২৭০। বিবাহপ্রসবাবাহপ্রমোদাভ্যুদয়াদিষু।
বিনোদকরণং চৈব নৃত্যমেতৎ প্রকীর্তিতম্‌॥

বিবাহ, সন্তানজন্ম, আবাহ[1], আনন্দোৎসব এবং সমৃদ্ধিলাভ উপলক্ষ্যে একে আনন্দদায়ক বলে ঘোষণা করা হয়।

২৭১। অতশ্চৈব প্রতিক্ষেপাঃ ভূতসঙ্ঘৈঃ প্রকীর্তিতাঃ।
যে গীতকাদৌ যুজ্যন্তে সম্যগ্‌ নৃত্যবিভাবকাঃ॥

এই জন্যই ভূতগণ কর্তৃক প্রতিক্ষেপ কথিত হয়; নৃত্যবোধক (এইগুলি) গীতাদিতে প্রযুক্ত হয়।

---

১. অভিধানে এই শব্দ নেই। আবাহন কি ?

২৭২। দেবেন বাপি সংপ্রোক্তস্তণ্ডুস্তাণ্ডবপূর্বকম্।
গীতপ্রয়োগমাশ্রিত্য নৃত্যমেতৎ প্রবর্ত্যতাম্॥

শিব তণ্ডুকে বলেছিলেন—তাণ্ডবপূর্বক গীতপ্রয়োগ করে এই নৃত্য প্রবর্তিত হউক।

২৭৩। প্রায়েণ তাণ্ডববিধির্দেবস্তুত্যাশ্রয়ো ভবেৎ।
সুকুমারপ্রয়োগস্তু শৃঙ্গাররসসম্ভবঃ॥

তাণ্ডবনৃত্য প্রায়শঃ দেবস্তুতি আশ্রিত হয়; সুকুমার প্রয়োগ হয় শৃঙ্গাররসের প্রসঙ্গে।

বর্ধমানক

২৭৪। তস্য তণ্ডুপ্রত্যুক্তস্য তাণ্ডবস্য বিধিক্রিয়াম্।
বর্ধমানকমাসাদ্য সংপ্রবক্ষ্যামি লক্ষণম্॥

বর্ধমানকের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়ে আমি তণ্ডুকৃত তাণ্ডবের অনুষ্ঠানবিধি বর্ণনা করব।

২৭৫। কলানাং বৃদ্ধিমাসাদ্য হ্যক্ষরাণাং চ বর্ধনাৎ।
লয়স্য বর্ধনাচ্চাপি বর্ধমানকমুচ্যতে॥

যেহেতু এর অনুষ্ঠানে কলা ও লয় এবং অক্ষরবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য এর নাম বর্ধমানক।

আসারিত

২৭৬। কৃত্বা কুতপবিন্যাসং যথাবদ্দ্বিজসত্তমাঃ।
আসারিতপ্রয়োগস্তু ততঃ কার্যঃ প্রযোক্তৃভিঃ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, বাদ্যযন্ত্র সমূহ সম্যক্‌ভাবে স্থাপন করে (নাট্য) প্রযোক্তাগণ আসারিত করবেন।

২৭৭। তত্র চোপোহনং কৃত্বা তন্ত্রীভাণ্ডসমন্বিতম্।
কার্যঃ প্রবেশো নর্তক্যা ভাণ্ডবাদ্যসমন্বিতঃ॥

যেখানে একজন নর্তকী, রঙ্গমঞ্চে সেখানে ততবাদ্যযুক্ত উপোহন করে একজন নর্তকী বাদ্য সহকারে প্রবেশ করবেন।

২৭৮। বিশুদ্ধকরণায়াং তু জাত্যাং বাদ্যং প্রযোজয়েৎ।
গত্যা বাদ্যানুসর্পিণ্যা ততশ্চারীং প্রযোজয়েৎ ॥

বিশুদ্ধ করণযুক্ত জাতিতে বাদ্য প্রযোজ্য। তারপর বাদ্যের সঙ্গে পা ফেলে চারী করণীয়।

২৭৯। বৈশাখস্থানকেনেহ সর্বরেচকচারিণী।
পুষ্পাঞ্জলিধরা ভূত্বা প্রবিশেদ্রঙ্গমণ্ডপম্ ॥

হাতে পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে বৈশাখ স্থানে অবস্থিতা সর্বরেচককারিণী (ঐ নর্তকী) রঙ্গালয়ে প্রবেশ করবেন।

২৮০। পুষ্পাঞ্জলিং বিসৃজ্যাথ রঙ্গপীঠং পরীত্য চ।
প্রণম্য দেবতাভ্যস্তু ততোঽভিনয়মাচরেৎ ॥

তারপর তিনি (দেবগণের উদ্দেশ্যে) পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রঙ্গমঞ্চের চারদিকে পরিক্রমা করে এবং দেবগণকে প্রণাম করে অভিনয় করবেন।

২৮১। যত্রাভিনেয়ং গীতং স্যাৎ তত্র বাদ্যং ন যোজয়েৎ।
অঙ্গহারপ্রয়োগে তু ভাণ্ডবাদ্যং প্রযোজয়েৎ ॥

যখন গান অভিনেয় তখন বাদ্যযন্ত্র বাজান উচিত নয়। কিন্তু, অঙ্গহার প্রয়োগে বাদ্য প্রযোজ্য।

২৮২। সমং রক্তং বিভক্তং চ স্ফুটং শুদ্ধপ্রহারজম্।
নৃত্যাঙ্গগ্রাহি বাদ্যজ্ঞৈর্যোজ্যং বাদ্যং তু তাণ্ডবে ॥

তাণ্ডবনৃত্যে বাদ্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রযুক্ত বাদ্য হবে সম, রক্ত, বিভক্ত এবং শুদ্ধ হস্তাঘাতহেতু স্পষ্ট শ্রুত এবং নৃত্যের বিভিন্ন অঙ্গের অনুগামী।

২৮৩। প্রযুজ্য গীতমেবং তু নিষ্ক্রামেন্নর্তকী ততঃ।
অনেনৈব বিধানেন প্রবিশন্ত্যপরাঃ পুনঃ ॥

এইরূপে গান করে নর্তকী চলে যাবেন এবং অপর নারীগণ এই ভাবেই প্রবেশ করবেন।

২৮৪। অন্যাশ্চানুক্রমেণাথ পিণ্ডীং বধ্নন্তি তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তাবৎ পর্যস্তকঃ কার্যো যাবৎ পিণ্ডী ন বধ্যতে ॥

অপর নারীগণ যথাক্রমে পিণ্ডী গঠন করবেন এবং এইগুলি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা পর্যস্তকের[১] অনুষ্ঠান করবেন।

১. এক প্রকার অঙ্গহার। দ্রঃ ৪।১৯, ১৭৬, ১৭৭।

২৮৫-২৮৬ (ক)। পিণ্ডীং বধ্বা ততঃ সর্বা নিষ্ক্রামেয়ুঃ স্ত্রিয়স্তু তাঃ।
পিণ্ডীবন্ধে তু বাদ্যং হি কর্তব্যমিহ বাদকৈঃ॥
পর্যস্তকপ্রমাণেন চিত্রৌঘকরণান্বিতম্।

পিণ্ডী গঠন করে সেই নারীগণ সকলে প্রস্থান করবেন এবং পিণ্ডীগঠনকালে বাদকগণ একটি বাদ্য বাজাবেন; বিচিত্র ওঘ ও করণযুক্ত এই বাদ্য হবে পর্যস্তককালীন বাদ্যের ন্যায়।

২৮৬ (খ)-২৮৮। অথোপবহনং ভূয়ঃ কার্যং পূর্ববদেব হি॥
ততশ্চাসারিতং ভূয়ো গায়নং তু প্রযোজয়েৎ।
পূর্বৈণৈব বিধানেন প্রবিশেচ্চাপি নর্তকী॥
গীতকার্থং প্রযোজয়েদ্ দ্বিতীয়াসারিতস্য তু।
তদেব তু পুনর্বস্তু নৃত্যেনাপি প্রযোজয়েৎ॥

তারপর পূর্বের ন্যায়ই উপোহন এবং আসারিত সম্পাদন করতে হবে; একটি গানও গীত হবে এবং পূর্ববর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে একজন নর্তকী (রঙ্গে) প্রবেশ করবেন; তিনি দ্বিতীয় আসারিতের গান করে সেই বস্তুকেই নৃত্যে রূপদান করবেন।

২৮৯। আসারিতসমাপ্তৌ চ নিষ্ক্রামেন্নর্তকী ততঃ।
পূর্ববৎ প্রবিশেচ্চান্যা প্রয়োগঃ স্যাৎ স এব তু॥

আসারিত শেষ করে নর্তকী প্রস্থান করবেন; তারপর অপর একজন নর্তকী (রঙ্গে) প্রবেশ করবেন; অনুষ্ঠান তদ্রূপই হবে।

২৯০। এবং পদে পদে কার্যো বিধিরাসারিতস্য তু।
ভাণ্ডবাদ্যকৃতশ্চৈব তথা গানকৃতোঽপি চ॥

এভাবে পদে পদে আসারিতবিধি গায়ক ও বাদকগণকর্তৃক অনুসৃত হবে।

২৯১। একং তু প্রথমং কুর্যাৎ দ্বে দ্বিতীয়ং তু বস্তুকম্।
ত্রিস্রো বস্তু তৃতীয়ং তু চতস্রস্তু চতুর্থকম্॥

গীতের প্রথম চরণ একবার গীত হওয়া উচিত, দ্বিতীয়টি[1] দুইবার। তৃতীয়টি তিনবার এবং চতুর্থটি চারবার।

১. মূলে বস্তু বা বস্তুক শব্দে বোঝায় পদবস্তু।

২৯২। পিণ্ডীনাং বিধয়শ্চৈব চত্বারঃ সংপ্রকীর্তিতাঃ।
পিণ্ডী শৃঙ্খলিকা চৈব লতাবন্ধোঽথ ভেদ্যকঃ॥

পিণ্ডীগুলির নিয়ম চার প্রকার উক্ত হয়েছে ; (আসল) পিণ্ডী, শৃংখলিকা, লতাবন্ধ ও ভেদ্যক।

২৯৩। পিণ্ডীবন্ধস্তু পিণ্ডত্বাৎ গুল্মঃ শৃঙ্খলিকা ভবেৎ।
জালোপনদ্ধা চ লতা সনৃত্যে ভেদ্যকঃ স্মৃতঃ॥

পিণ্ডীভূত[১] বলে পিণ্ডী বা পিণ্ডীবন্ধের এই নাম ; গুল্ম[২] শৃংখলিকা[৩] নামে অভিহিত। যাকে জাল দিয়ে (যেন) ধরে রাখা হয় তা লতাবন্ধ[৪]। ভেদ্যক[৫] নৃত্যযুক্ত (?)।

২৯৪। পিণ্ডীবন্ধঃ কনিষ্ঠে তু শৃঙ্খলা তু লয়ান্তরে।
মধ্যমে চ লতাবন্ধো জ্যেষ্ঠে চৈবাথ ভেদ্যকঃ॥

পিণ্ডীবন্ধ কনিষ্ঠ (অর্থাৎ প্রথম আসারিতে) প্রযোজ্য, শৃংখলা লয়ান্তরে, লতাবন্ধ মধ্যমে এবং ভেদ্যক জ্যেষ্ঠে (অর্থাৎ প্রথম আসারিতে) প্রযোজ্য।

২৯৫। পিণ্ডীনাং ত্রিবিধা যোনির্যন্ত্রং ভদ্রাসনং তথা।
শিক্ষা কার্যা তথা চৈব প্রযোক্তব্যা প্রযোক্তৃভিঃ॥

পিণ্ডীর উৎপত্তি দ্বিবিধ : যন্ত্র ও ভদ্রাসন। (নাট্য) প্রযোক্তাগণের কর্তব্য এইগুলি শিক্ষা করা ও সম্যক্‌ভাবে প্রয়োগ করা।

ছন্দক

২৯৬। এবং প্রয়োগঃ কর্তব্যো বর্ধমানে প্রযোক্তৃভিঃ।
গীতানাং ছন্দকানাং চ ভূয়ো.বক্ষ্যাম্যহং বিধিম্॥

বর্ধমানকে (নাট্য) প্রযোক্তা এভাবে (নৃত্য) প্রয়োগ করবেন। ছন্দক গীতবিধি সম্বন্ধে পুনরায় বলব।

---

১. নর্তকদের সমষ্টি যাতে জমাট থাকে তার নাম পিণ্ডী।

২. সাধারণভাবে একদল লোকের নৃত্য।

৩. এতে নর্তকেরা পরস্পরের হাত ধরে নাচে।

৪. এতে অংশগ্রহণকারী দুইজন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নাচে।

৫. এতে দলছাড়া নর্তক এককভাবে নাচে।

২-৫. পিণ্ডীনৃত্যের প্রকারভেদ বলে মনে হয়।

২৯৭-২৯৮। যানি বস্তূনি বদ্ধানি যানি চাঙ্গকৃতানি চ।
গীতানি তেষাং বক্ষ্যামি প্রয়োগং নৃত্তবাদ্যয়োঃ ॥
তত্রাবতরণং কার্যং নর্তক্যা সার্বভাণ্ডিকম্।
ক্ষেপপ্রতিক্ষেপকৃতং তন্ত্রীগানসমন্বিতম্ ॥

যে সকল গীতের বস্তু[১] বদ্ধ[২] এবং যেগুলি অংগকৃত[৩] সেইগুলির নৃত্যে ও বাদ্যে প্রয়োগ বলব।

২৯৯। প্রথমং ত্বভিনেয়ং তু গীতকে সর্ববস্তু তৎ।
তদেব চ পুনর্বস্তু নৃত্যেনাপি প্রদর্শয়েৎ ॥

প্রথমে গানের সমগ্র বিষয় অভিনীত হবে, পরে ঐ গুলিকে নৃত্যের দ্বারা দেখান হবে।

৩০০। যো বিধিঃ পূর্বমুক্তস্তু নৃত্তাভিনয়বাদিতে।
আসারিতবিধৌ স স্যাৎ গীতানাং বস্তুকেষপি ॥

নৃত্য, অভিনয়প্রয়োগ এবং বাদ্য সম্বন্ধে যে বিধি পূর্বে উক্ত হয়েছে, আসারিত গীতবস্তুতেও তা প্রযোজ্য।

৩০১। এষ বস্তুনিবদ্ধানাং গীতকানাং বিধিঃ স্মৃতঃ।
শৃণুতাঙ্গনিবদ্ধানাং গীতানামপি লক্ষণম্ ॥

বস্তুনিবদ্ধ গীতসম্বন্ধে এই বিধি। এখন নিবদ্ধ গীতের লক্ষণ শুনুন।

৩০২। য এব বস্তুষু বিধির্নৃত্তাভিনয়বাদিতে।
স সর্ব এব কর্তব্যশ্ছন্দকেষু প্রযোক্তৃভিঃ ॥

গীতবস্তু বিষয়ক নৃত্য, অভিনয় এবং বাদ্য সংক্রান্ত বিধিগুলির সবই (গীতের) অঙ্গ নিবদ্ধ ছন্দকে প্রযোক্তৃগণ কর্তৃক করণীয়।

৩০৩। বাদ্যং গুর্বক্ষরকৃতং তথাঽল্পাক্ষরমেব চ।
মুখে সোপোহনে কুর্যাদ্বর্ণানাং বিপ্রকর্ষকঃ ॥

মুখ ও উপোহনের সময়ে বাদ্য পৃথক্ পৃথক্ (স্পষ্ট) গুরুত্ব স্বল্প অক্ষরে বাজান হবে।

---

১. ২৯১ শ্লোকের অনুবাদে পাদটীকা দ্রঃ।

২,৩. এখানে কি নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান বা আলাপ অভিপ্রেত? দ্রঃ সঙ্গীতরত্নাকর—প্রবন্ধাধ্যায়, শ্লোক ৪।

৩০৪। যদা গীতবশাদঙ্গং ভূয়ো ভূয়ো নিবর্ত্ততে।
তত্রাদ্যমভিনেয়ং স্যাচ্ছেষং নৃত্তেন যোজয়েৎ॥

যখন একটি গীতে এর কতক অংশ পুনরাবৃত্ত হয়, তখন প্রথমে উচ্চারিত অংশগুলি অভিনয়দ্বারা প্রদর্শনীয় এবং অবশিষ্ট অংশগুলি নৃত্যে রূপায়িত হবে।

৩০৫-৩০৬ (ক)। যদা গীতবশাদঙ্গং ভূয়ো ভূয়ো নিবর্ত্তয়েৎ।
ত্রিপাণিলয়সংযুক্তং তত্র বাদ্যং প্রযোজয়েৎ॥
যথা লয়স্তথা বাদ্যং কর্তব্যং ত্বঙ্গসংশ্রয়ম্।

যখন গীতকালে এর কতক অংশ পুনরাবৃত্ত হয়, তখন ত্রিপাণি লয়যুক্ত বাদ্য অনুগামী হবে। এরূপ উপলক্ষ্যে বাদ্য লয়ানুসারী হবে।

৩০৬ (খ)-৩০৯। তত্ত্বং চানুগতং চাপি ওঘং চ করণান্বিতম্॥
স্থিতে তত্ত্বং প্রয়োক্তব্যং মধ্যে চানুগতং ভবেৎ।
দ্রুতে চৌঘঃ প্রযোক্তব্যস্ত্বেষ বাদ্যগতো বিধিঃ॥
ছন্দোগীতকমাসাদ্য ত্বঙ্গানি পরিবর্ত্তয়েৎ।
এষ কার্যো বিধির্নিত্যং নৃত্তাভিনয়বাদিতে॥
যানি বস্তূনি বদ্ধানি তেষামন্তে গ্রহো ভবেৎ।
অঙ্গানাং তু পরাবৃত্তাবাদাবেবং গ্রহো মতঃ॥

তত্ত্ব, অনুগত ও ওঘ করণের সহিত সংশ্লিষ্ট। এইগুলির মধ্যে তত্ত্ব স্থিত (অর্থাৎ বিলম্বিত) লয়ে, অনুগত মধ্যম লয়ে এবং ওঘ দ্রুতলয়ে প্রযোজ্য। বাদ্য-সম্বন্ধে এই নিয়ম। ছন্দকের ক্ষেত্রে গীতাংশগুলি পুনরাবৃত্ত হবে। নৃত্য, অভিনয় ও গীতে এটিই সর্বদা নিয়ম। যে সকল (গীত) বস্তু বদ্ধ[১] (অর্থাৎ নিবদ্ধ) তাদের শেষে হবে গ্রহ[২]। কিন্তু, অংশগুলির পুনরাবৃত্তিতে এইরূপ গ্রহ প্রারম্ভে হওয়া উচিত।

---

১. 'সঙ্গীতরত্নাকরে' (প্রবন্ধাধ্যায় ৪) গান দ্বিবিধ-নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ। নিবদ্ধ অর্থাৎ ধাতু ও অঙ্গসমূহ দ্বারা রচিত। অনিবদ্ধ গানের নাম আলপ্তি বা আলাপ অর্থাৎ কথা ও তাল বাদ দিয়ে কতক নিরর্থক শব্দ উচ্চারণপূর্বক রাগরূপ প্রদর্শনের পদ্ধতি।

সুকুমার নৃত্য

৩১০। এবমেব বিধিঃ কার্যো গীতেষ্বাসারিতেষু চ।
দেবস্তুত্যাশ্রয়ং হ্যেতৎ সুকুমারং নিবোধত॥

আসারিত ও গীতে এই পদ্ধতি হওয়া উচিত। দেবস্তুতিবিষয়ক এই সুকুমার নৃত্য বুঝুন।

৩১১। স্ত্রীপুংসয়োস্তু সংলাপো যস্তু কামসমুদ্ভবঃ।
তজ্‌জ্ঞেয়ং সুকুমারং হি শৃঙ্গাররসসম্ভবম্॥

কামাসক্ত নরনারীর সংলাপে সুকুমার নৃত্য শৃঙ্গাররসের থেকে উদ্ভূত হয়।

নৃত্যের উপযোগী উপলক্ষ্য

৩১২। যস্যাং যস্যামবস্থায়াং নৃত্তং যোজ্যং প্রযোক্তৃভিঃ।
সর্বগীতকসম্বন্ধং তচ্চ মে শৃণুত দ্বিজাঃ॥

হে দ্বিজগণ, যে যে অবস্থায় নৃত্য প্রযোক্তৃগণ কর্তৃক প্রযোজ্য এবং গীতের সহিত সম্বন্ধে তা আমার কাছ থেকে শুনুন।

৩১৩। অঙ্গবস্তুনিবৃত্তৌ চ তথা বর্ণনিবৃত্তিষু।
তথা চাভ্যুদয়স্থানে নৃত্তং তজ্‌জ্ঞঃ প্রযোজয়েৎ॥

অভিজ্ঞ ব্যক্তি তখন নৃত্য প্রয়োগ করবেন যখন (নাট্যানুষ্ঠানে) গীতের অঙ্গবস্তু[1] এবং বর্ণ[2] নিবৃত্ত হবে অথবা যখন কোন পাত্র (নাট্যাভিনয়ে) সৌভাগ্য লাভ করবে।

৩১৪। যত্র সংদৃশ্যতে কিঞ্চিদ্ দম্পত্যোর্মদনাশ্রয়ম্।
তত্র নৃত্তং প্রযোক্তব্যং প্রহর্ষার্থগুণোদ্ভবম্॥

নাট্যে এমন উপলক্ষ্যে নৃত্য হবে যখন দম্পতীর মধ্যে প্রেমঘটিত কোন ব্যাপার হয়; কারণ, ঐ (নৃত্য) আনন্দজনক হবে।

৩১৫। যত্র সন্নিহিতে কান্তে ঋতুকালাদিদর্শনম্।
গীতকার্থাভিসম্বন্ধং নৃত্তং তত্রাপি চেষ্যতে॥

গীতার্থসম্বন্ধ নৃত্য নাট্যের যে কোন দৃশ্যে হবে যখন প্রেমিক নিকটবর্তী এবং (উপযুক্ত) ঋতু প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

---

১. ২৯১ শ্লোকের অনুবাদে পাদটীকা দ্রঃ।

২. ২৯।১৭-৩০ দ্রঃ।

নৃত্যের নিষেধ

৩১৬। খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা বা কলহান্তরিতাপি বা।
যস্মিন্নঙ্গে তু যুবতি নৃর্ত্তং তত্র ন যোজয়েৎ ॥

খণ্ডিতা[১], বিপ্রলব্ধা[২], ও কলহান্তরিতা[৩] যুবতীর পক্ষে নৃত্য প্রযোজ্য হবে না।

৩১৭। সখিপ্রবৃত্তে সংলাপে তথাঽসন্নিহিতে প্রিয়ে।
নহি নৃত্তং প্রযোক্তব্যং যস্যা বা প্রোষিতঃ প্রিয়ঃ ॥

সখীর সঙ্গে সংলাপকালে, প্রিয় নিকটে না থাকলে বা প্রবাসে থাকলে নৃত্য প্রযোজ্য নয়।

৩১৮। দূত্যাশ্রয়ং যদা তু স্যাৎ ঋতুকালাদিদর্শনম্।
ঔৎসুক্যচিন্তাসম্বন্ধং নৃত্তং তত্র ন যোজয়েৎ ॥

তাছাড়া, যখন দূতীর মাধ্যমে ঋতু প্রভৃতির আবির্ভাব বোঝা যায় এবং এইজন্য উৎকণ্ঠা জন্মে তখন নৃত্য প্রযোজ্য নয়।

৩১৯। যস্মিন্নঙ্গে প্রসাদং তু গৃহ্ণীয়ান্নায়িকা ক্রমাৎ।
ততঃ প্রভৃতি নৃত্তং তু শেষেষঙ্গেষু যোজয়েৎ ॥

কিন্তু, যদি অভিনয়কালে নাট্যের কোন অংশে নায়িকাকে ক্রমশঃ প্রসন্ন করা হয়, তাহলে শেষ অবধি নৃত্য প্রযোজ্য।

৩২০। দেবস্তুত্যাশ্রয়গতং যদঙ্গং তু ভবেদিহ।
মাহেশ্বৈররঙ্গহারৈরুদ্ধতৈস্তৎ প্রযোজয়েৎ ॥

নাট্যের কোন অংশ দেবস্তুতিবিষয়ক হলে শিবসৃষ্ট উদ্ধত অঙ্গহার সহ নৃত্য অনুষ্ঠেয়।

৩২১। যত্র শৃঙ্গারসংবদ্ধং গানং স্ত্রীপুরুষাশ্রয়ম্।
দেবীকৃতৈরঙ্গহারৈর্ললিতৈস্তৎ প্রযোজয়েৎ ॥

নর-নারীর সম্বন্ধবোধক প্রেমগীত পার্বতীসৃষ্ট অঙ্গহারসহ নৃত্য দ্বারা অনুসৃত হবে।

---

১. ২৪।২১৬ দ্রঃ।

২. ২৪।২১৭ দ্রঃ।

৩. ২৪।২১৫ দ্রঃ।

বাদ্যবিধি

৩২২। চতুষ্পদা নর্কুটকে খঞ্জকে পরিগীতকে।
বিধানং সম্প্রবক্ষ্যামি ভাণ্ডবাদ্যবিধিং প্রতি ॥

চতুষ্পদা[১], খঞ্জক[২] ও পরিগীতকের অনুগামী বাদ্যবিধি সম্বন্ধে বলব।

৩২৩। খঞ্জনর্কুটসংযুক্তা ভবেদ্যা তু চতুষ্পদা।
পাদান্তে সন্নিপাতে তু তস্যাং ভাণ্ডগ্রহো ভবেৎ ॥

খঞ্জ বা নর্কুট জাতীয় গানের ধ্রুবার একটি চরণ গীত হলে সন্নিপাত গ্রহ সহ বাদ্য কর্তব্য।

৩২৪। যা ধ্রুবা ছন্দসা যুক্তা সমপাদা সমাক্ষরা।
তস্যাঃ পাদাবসানে তু প্রদেশিন্যা গ্রহো ভবেৎ ॥

যে ধ্রুবাতে সমপাদ ও সম অক্ষর আছে তানকালে (প্রথম?) পাদের অবসানে তর্জনীদ্বারা গ্রহসহকারে বাদ্য বাজাতে হয়।

৩২৫। কৃত্বৈকং পরিবর্তং তু গানস্যাভিনয়ে পুনঃ।
পুনঃ পাদনিবৃত্তৌ তু ভাণ্ডবাদ্যং নিযোজয়েৎ ॥

এই গীত অভিনয়ে পুনরাবৃত্ত হবে, এটি পুনরায় গীত হবে এবং এর শেষ চরণের শেষে বাদ্য করণীয়।

বাদ্য নিষেধ

৩২৬। অঙ্গবস্তুনিবৃত্তেন বর্ণান্তরনিবৃত্তিষু।
তথোপস্থাপনে চৈব ভাণ্ডবাদ্যং প্রয়োজয়েৎ ॥

(গীতের) অঙ্গ বস্তু বা বর্ণ নিবৃত্ত হলে এবং এর উপস্থাপনে (অর্থাৎ প্রারম্ভে) বাদ্য করণীয় নয়।

---

১. ৩১।৪৬৫,৩২।৩২১ থেকে দ্রঃ।

২. ৩১।৪৫৬, ৩২।৪৬৬ দ্রঃ।

৩২৭। যেঽপি চান্তরমার্গাঃ স্যুস্তন্ত্র্যা বাক্‌করণৈঃ কৃতাঃ।
তেষু সূচী প্রয়োক্তব্যা ভাণ্ডেন সহ তাণ্ডবে॥

তন্ত্রী অথবা করণদ্বারা কৃত অন্তরমার্গকালে তাণ্ডবনৃত্যে বাদ্য সহ সূচীচারী প্রযোগ্য।

৩২৮। মহেশ্বরস্য চরিতং য ইদং সংপ্রযোজয়েৎ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শিবলোকং স গচ্ছতি॥

যে শিবসৃষ্ট এই নৃত্য করে সে সকলপাপমুক্ত হয়ে শিবলোকে গমন করে।

৩২৯। এবমেষ বিধিঃসৃষ্টস্তাণ্ডবস্য প্রয়োগতঃ।
ভূয়ঃ কিং কথ্যতাং বিপ্রা নাট্যযোগবিধিং প্রতি॥

প্রযোগ থেকে তাণ্ডবের এই বিধি প্রণীত হয়েছে। হে ব্রাহ্মণগণ, নাট্য প্রয়োগ বিধি সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য বলুন।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের তাণ্ডবলক্ষণ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্বরঙ্গবিধান

১। ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা নাট্যসন্তানকারণম্।
পুনরেবাব্রুবন্ বাক্যমৃষয়ো হৃষ্টমানসাঃ ॥

ভরতের নাট্যসংক্রান্ত বাগ্‌বিস্তার শুনে হৃষ্টচিত্ত মুনিগণ পুনরায় বললেন

২-৪। যথা নাট্যস্য বৈ জন্ম জর্জরস্য চ সম্ভবঃ।
বিঘ্নানাং শমনং চৈব দেবতানাং চ পূজনম্ ॥
ত্বত্তঃ শ্রুতং গৃহীতং চ গৃহীত্বা চাবধারিতম্।
নিখিলেন যথাতত্ত্বমিচ্ছামো বেদিতুং পুনঃ ॥
পূর্বরঙ্গং মহাতেজঃ সর্বলক্ষণসংযুতম্।
যথা মন্যামহে ব্রহ্মংস্তথা ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥

নাট্যের উদ্ভব, জর্জরের উৎপত্তি, বিঘ্নশান্তি, দেবতার পূজা আপনার নিকট থেকে শুনে বুঝেছি; তত্ত্বানুসারে সমস্ত বিষয় পুনরায় জানতে চাই। হে মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ, সকল লক্ষণযুক্ত পূর্বরঙ্গ যাতে আমরা বুঝতে পারি তেমন-ভাবে ব্যাখ্যা করা আপনার পক্ষে সমীচীন।

৫-৬। তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা মুনীনাং ভরতো মুনিঃ।
প্রত্যুবাচ পুনর্বাক্যং পূর্বরঙ্গবিধিং প্রতি ॥
পূর্বরঙ্গং মহাভাগা গদতো মে নিবোধত।
পাদভাগাঃ কলাশ্চৈব পরিবর্তস্তথৈব চ ॥

ভরতমুনি সেই মুনিগণের কথা শুনে পূর্বরঙ্গ বিষয়ে পুনরায় বললেন—মহোদয়গণ, আমি পূর্বরঙ্গ সম্বন্ধে এবং (এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) পাদভাগ[১], কলা[২], এবং পরিবর্ত[৩] সম্বন্ধে বলছি, শুনুন।

---

১. ৩১।২৪৭ দ্রষ্টব্য। তাল সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ।

২. সঙ্গীতে সময়ের মাত্রা। ৩১. ১-৪ দ্রষ্টব্য।

৩. ২৩-২৪, ৬৫-৮৯ দ্রষ্টব্য।

পূর্বরঙ্গ

৭। যস্মাদ্রঙ্গপ্রয়োগোঽয়ং পূর্বমেব প্রযুজ্যতে।
তস্মাদয়ং পূর্বরঙ্গো বিজ্ঞেয়োঽত্র দ্বিজোত্তমাঃ॥

হে ব্রাহ্মণগণ, যেহেতু এই রঙ্গপ্রয়োগ পূর্বেই প্রযুক্ত হয়, সেইজন্য এখানে (এইটি) পূর্বরঙ্গ[১] নামে জ্ঞাতব্য।

পূর্ব্বরঙ্গের অঙ্গ

৮–১১। অস্যাঙ্গানি তু কার্য্যাণি যথাবদনুপূর্বশঃ।
তন্ত্রীভাণ্ডসমাযোগৈঃ পাঠ্যযোগকৃতৈস্তথা॥
প্রত্যাহারোঽবতরণং তথা হ্যারম্ভ এব চ।
আশ্রাবণা বক্ত্রপাণিস্তথা চ পরিঘট্টনা॥
সংঘোটনা ততঃ কার্যা মার্গাসারিতমেব চ।
জ্যেষ্ঠমধ্যকনিষ্ঠা চ তথৈবাসারিতক্রিয়া॥
এতানি চ বহির্গীতান্যন্তর্যবনিকাগতৈঃ।
প্রয়োক্তৃভিঃ প্রযোজ্যানি তন্ত্রীভাণ্ডকৃতানি তু॥

এর অঙ্গসমূহ সম্যক্‌রূপে যথাক্রমে ততবাদ্য ও ঢাকবাদ্য এবং আবৃত্তিসহকারে অনুষ্ঠেয়। প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা, বক্ত্রপাণি, পরিঘট্টনা, সংঘোটনা, তারপর মার্গাসারিত, জ্যেষ্ঠ (অর্থাৎ দীর্ঘ), মধ্য (মাঝারি) ও কনিষ্ঠ (হ্রস্ব) আকারের আসারিত—এই (নাট্য) বহির্ভূত গীতগুলি যবনিকার অভ্যন্তরে প্রযোক্তাগণ তত ও ঢাক বাদ্য সহকারে প্রয়োগ করবেন[২]।

১২-১৫। ততশ্চ সর্বকুতপৈর্যুক্তান্যন্যানি কারয়েৎ।
বিঘাট্য বৈ যবনিকাং নৃত্তপাঠ্যকৃতানি চ॥
গীতানাং মদ্রকাদীনামেকং যোজ্যং তু গীতকম্।
বর্ধমানমথাপীহ তাণ্ডবং যত্র যুজ্যতে॥
ততশ্চোত্থাপনং কার্যং পরিবর্তনমেব চ।
নান্দী শুষ্কাপকৃষ্টা চ রঙ্গদ্বারং তথৈব চ॥

---

১. সাহিত্যদর্পণ ৬।১০ থেকে।

২. পারিভাষিক শব্দগুলি পরে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

চারো চৈব ততঃ কার্যা মহাচারী তথৈব চ।
ত্রিকং প্ররোচনা চাপি পূর্বরঙ্গে ভবন্তি হি ॥

তারপর যবনিকা অপসারিত করে সকল বাদ্য সহকারে অপর নৃত্য ও আবৃত্তি সমূহের অনুষ্ঠান করণীয়। মদ্রকাদি গীতসমূহের একটি গীত প্রযোজ্য। বর্ধমান[১] (গীত) এবং তাণ্ডবও প্রযোজ্য। তারপর উত্থাপন, পরিবর্তন, নান্দী, শুষ্কাপকৃষ্টা ও রঙ্গদ্বার, চারী, মহাচারী, ত্রিক[২], ও প্ররোচনা পূর্বরঙ্গে হয়[৩]।

১৬। এতান্যঙ্গানি কার্যাণি পূর্বরঙ্গবিধৌ তু চ।
এতেষাং লক্ষণমহং ব্যাখ্যাস্যাম্যনুপূর্বশঃ ॥

এই অঙ্গগুলি পূর্বরঙ্গে করণীয়। এইগুলির লক্ষণ যথাক্রমে বলছি।

১৭। কুতপস্য তু বিন্যাসঃ প্রত্যাহার ইতি স্মৃতঃ।
যথাবতরণং প্রোক্তং গায়কানাং নিবেশনম্ ॥

বাদ্যসমূহের বিন্যাস প্রত্যাহার নামে অভিহিত। গায়কগণের উপবেশন অবতরণ নামে কথিত।

আরম্ভ, আশ্রাবণা

১৮। পরিগীতক্রিয়ারম্ভ আরম্ভ ইতি কীর্ত্তিতঃ।
আতোদ্যরঞ্জনার্থং তু ভবেদাশ্রাবণা বিধিঃ ॥

গানক্রিয়ার সূত্রপাত আরম্ভ[৪] নামে অভিহিত। বাদ্য সুন্দর করার জন্য আশ্রাবণা[৫] বিধি হয়।

বক্ত্রপাণি, পরিঘট্টনা

১৯। বাদ্যবৃত্তিবিভাগার্থং বক্ত্রপাণির্বিধীয়তে।
তন্ত্র্যোজঃকরণার্থং তু ভবেচ্চ পরিঘট্টনা ॥

---

১. ৩১।৭৬-১০১, ৩২।২৫৯ থেকে দ্রঃ।

২. পরে বর্ণিত ত্রিগত।

৩. পারিভাষিক শব্দগুলি পরে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

৪. ২৯।১৩১ থেকে দ্রঃ।

৫. ২৯।১৩৫ থেকে দ্রঃ।

বাদ্যের শৈলী বিভাগের জন্য বক্ত্রপাণি[১] বিহিত হয়। তারের যন্ত্রকে সতেজ করার জন্য হয় পরিঘট্টনা[২]।

সংঘোটনা, মার্গাসারিত

২০। তথা পাণিবিভাগার্থং ভবেৎ সংঘোটনা বিধিঃ।
তন্ত্রীভাণ্ডসমাযোগান্ মার্গাসারিতমিষ্যতে ॥

হস্তভঙ্গীর ভেদের জন্য হয় সংঘোটনা[৩] বিধি। তারের বাদ্য ও ঢাকবাদ্য মিলিত হয়ে মার্গাসারিত[৪] হয়।

২১। কলাপাতবিভাগার্থং ভবেদাসারিতক্রিয়া।
কীর্তনাদ্দেবতানাং চ জ্ঞেয়ো গীতবিধিস্তথা ॥

কলাবিভাগের জন্য হয় আসারিত[৫] ক্রিয়া। দেবতার মহিমাকীর্তন গীতিবিধি বলে জ্ঞাতব্য।

উত্থাপন

২২-২৩ (ক) অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি চোত্থাপনবিধিক্রিয়াম্।
যস্মাদুত্থাপয়ন্ত্যাদৌ প্রয়োগং নান্দিপাঠকাঃ ॥
পূর্বমেব তু রঙ্গেঽস্মিন্ তস্মাদুত্থাপনং স্মৃতম্।

এরপর উত্থাপনবিধি বলব। যেহেতু এই রঙ্গে প্রথমে নান্দীপাঠকগণ (অনুষ্ঠান) উত্থাপন (অর্থাৎ উদ্বোধন) করেন। সেইজন্য এই ব্যাপার উত্থাপন নামে অভিহিত।

পরিবর্তন

২৩(খ)-২৪(ক)। যস্মাচ্চ লোকপালানাং পরিবৃত্য চতুর্দিশম্।
বন্দনানি প্রকুর্বন্তি তস্মাত্তু পরিবর্তনম্।

---

১. ২৯।১৫৭ থেকে দ্রঃ

২. ২৯।১৪৮ থেকে দ্রঃ।

৩. ২৯।১৪৩ থেকে।

৪. ২৯।১৫১ থেকে।

৫. ৩১।৬২ থেকে, ১৭০ থেকে।

যেহেতু চারদিকে পরিবর্তন[১] করে লোকপালগণের বন্দনা করা হয়, সেইজন্য এর নাম পরিবর্তন।

নান্দী

২৪(খ)-২৫(ক)। আশীর্বচনসংযুক্তা নিত্যং যস্মাৎ প্রবর্ততে।
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্ নান্দীতি সংজ্ঞিতা ॥

যেহেতু (এতে) দেবতা, ব্রাহ্মণ ও রাজগণের আশীর্বাদযুক্ত (বাক্য) সর্বদা প্রযুক্ত হয়, সেইজন্য (এর) নান্দী[২] নামকরণ হয়েছে।

শুষ্কাবকৃষ্টা

২৫(খ)-২৬(ক)। অত্র শুষ্কাক্ষরৈরেব হ্যপকৃষ্টা ধ্রুবা যতঃ।
তস্মাচ্ছুষ্কাপকৃষ্টেব জর্জরশ্লোকদর্শিতা ॥

যেহেতু অবকৃষ্টা ধ্রুবা শুষ্ক (অর্থহীন) অক্ষরে রচিত হয়, সেইজন্য (এর নাম) শুষ্কাবকৃষ্টা[৩]; এটি জর্জর শ্লোকসূচক।

রঙ্গদ্বার

২৬(খ)-২৭(ক)। যস্মাদভিনয়স্তত্র প্রথমং হ্যবতার্যতে ॥
রঙ্গদ্বারমতো জ্ঞেয়ং বাগঙ্গাভিনয়াত্মকম্।

যেহেতু এতে অভিনয় অবতারিত (আরব্ধ) হয়, সেইজন্য এর নাম রঙ্গদ্বার; এতে থাকে বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয়।

চারী, মহাচারী

২৭(খ)-২৮(ক)। শৃঙ্গারস্য প্রচরণাচ্চারী সংপরিকীর্তিতা ॥
রৌদ্রপ্রচরণাচ্চাপি মহাচারীতি কীর্তিতা।

শৃঙ্গাররসদ্যোতক গতিহেতু চারী এই নামে অভিহিত হয়। রৌদ্ররস-দ্যোতক গতিহেতু মহাচারী এই নামে অভিহিত হয়।

---

১. পরিবর্ত দ্রঃ ৬৫ শ্লোক থেকে।

২. ১০৭ শ্লোক থেকে দ্রঃ।

৩. ১১৩-১১৫ শ্লোক দ্রঃ।

ত্রিগত

২৮ (খ)-২৯ (ক)। বিদূষকঃ সূত্রধারস্তথা বৈ পারিপার্শ্বকঃ ॥
যত্র কুর্বন্তি সঞ্জল্পং তত্রাপি ত্রিগতং স্মৃতম্।

বিদূষক, সূত্রধার এবং পারিপার্শ্বিক যেখানে সংলাপ করেন তা ত্রিগত নামে অভিহিত।

প্ররোচনা

২৯ (খ)-৩০ (ক)। উপক্ষেপেণ কার্যস্য হেতুযুক্তিসমাশ্রয়া ॥
সিদ্ধেনামন্ত্রণা যা তু বিজ্ঞেয়া সা প্ররোচনা।

কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যুক্তিতর্কদ্বারা যে আবেদন নাট্যক্রিয়া সূচিত করে, তা প্ররোচনা[1] নামে অভিহিত হয়।

বহির্গীত ও তার কারণ

৩০ (খ)-৩১ (ক)। অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি হ্যাশ্রাবণবিধিক্রিয়াম্ ॥
বহির্গীতবিধৌ সম্যগুৎপত্তিং কারণং তথা।

এরপর বহির্গীতবিধির অন্তর্ভুক্ত আশ্রাবণবিধিক্রিয়ার উদ্ভব এবং কারণ বলব।

৩১ (খ)-৩২। চিত্রদক্ষিণবৃত্তৌ তু সপ্তরূপে প্রবর্তিতে ॥
সোপোহনে সনির্গীতে দেবস্তুত্যভিনন্দিতে।
নারদাদ্যৈশ্চ গন্ধর্বৈঃ সভায়াং দেবদানবাঃ ॥

যখন সপ্তরূপে[2] এবং চিত্র[3] ও দক্ষিণ[4] মার্গে উপোহন[5] ও নির্গীত[6] সহ গান নারদ প্রভৃতি সঙ্গীতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্তৃক দেবগণের স্তুতিকীর্তনে প্রবর্তিত

---

১. ১৪১-১৪২ শ্লোক দ্রঃ।

২. ৩১।২২০ থেকে। ৩৬৫ থেকে দ্রঃ

৩. ৩১।৩৫৮ দ্রঃ।

৪. ৩১।৩৫৭ দ্রঃ।

৫. ৩১।১৩৮ থেকে দ্রঃ।

৬. বহির্গীত ৪১ (ক)-৪২ (খ) দ্রঃ।

হয়েছিল, তখন সভাস্থ সকল দেব দানবকে সম্যক্ তাল[1]লয়ে অনুষ্ঠিত নির্গীত (গীতবিহীন বাদ্য ?) শোনান হয়েছিল।

৩৩-৩৪ (ক)। নির্গীতং শ্রাবিতা সম্যক্ লয়তালসমন্বিতম্।
তচ্ছ্রুত্বা তু শুভং গানং দেবস্তুত্যভিনন্দিতম্॥
অভবন্ ক্ষুভিতাঃ সর্বে মাৎসর্যাদ্দৈত্যরাক্ষসাঃ।

এই আনন্দদায়ক দেবস্তুতিবিষয়ক গান শুনে সকল দৈত্য ও রাক্ষস ঈর্ষায় ক্ষুব্ধ হল।

৩৪ (খ)-৩৬। সংপ্রধার্য চ তেঽন্যোন্যমিত্যবোচন্নবস্থিতাঃ॥
নির্গীতং তু সবাদিত্রমিদং গৃহ্ণীমহে বয়ম্।
সপ্তরূপেণ সন্তুষ্টা দেবাঃ কর্মানুকীর্তনাৎ॥
এবং গৃহ্ণীম নির্গীতং তুষ্যামোঽত্রৈব বৈ বয়ম্।
তে তত্র তুষ্টা দৈত্যাস্তু সাধয়ন্তি পুনঃ পুনঃ॥

এই অবস্থায় তারা পরস্পরকে বলল, বাদ্যসহ এই নির্গীত শুনে আমরা প্রীত হয়েছি। নিজেদের অবদান সম্বন্ধে সপ্তরূপ গান শুনে দেবগণ তুষ্ট হয়েছিলেন। আমরা শুধু নির্গীত শুনব এবং এর দ্বারা প্রীত হব। ঐ দৈত্যগণ তুষ্ট হয়ে বারংবার এর অনুষ্ঠান করে।

৩৭-৩৮ (ক)। রুষ্টাশ্চাপি ততো দেবাঃ প্রত্যভাষন্ত নারদম্।
এতে তুষ্যন্তি নির্গীতে দানবাঃ সহ রাক্ষসৈঃ॥
প্রণশ্যতু প্রয়োগোঽয়ং কথং বৈ মন্যতে ভবান্।

তারপর দেবগণ কুপিত হয়ে নারদকে প্রত্যুত্তর দিলেন, এই দানবগণ রাক্ষসগণসহ নির্গীতে তুষ্ট হয়। এই প্রয়োগ বিনষ্ট হোক; আপনি কি মনে করেন ?

৩৮ (খ)-৪১ (ক)। দেবানাং বচনং শ্রুত্বা নারদো বাক্যমব্রবীৎ॥
ধাতুবাদ্যাশ্রয়কৃতং নির্গীতং মা প্রণশ্যতু।
কিন্তুপোহনসংযুক্তং ধাতুবাদ্যবিভূষিতম্॥
ভবিষ্যতীদং নির্গীতং সপ্তরূপবিধানতঃ।

---

১. ২৮।১৮-২০ ; ৩১শ অধ্যায়।

নির্গীতেনাববদ্ধাস্তু দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ ॥
ন ক্ষোভং ন বিঘাতং চ করিষ্যন্তীহ তোষিতাঃ।

দেবগণের কথা শুনে নারদ একথা বললেন, ধাতু[১] ও বাদ্যনির্ভর নির্গীত নষ্ট যেন না হয়; কিন্তু উপোহনযুক্ত ধাতু বাদ্যশোভিত এই নির্গীত সপ্তরূপ সম্পন্ন হবে। দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ নির্গীতের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ক্ষুব্ধ হবে না এবং তুষ্ট হয়ে বাধা সৃষ্টি করবে না।

৪১ (খ)-৪২ (ক)। ত্রতন্নির্গীতেমবং তু দৈত্যানাং স্পর্ধয়া দ্বিজাঃ ॥
দেবানাং বহুমানেন বহির্গীতমিদং স্মৃতম্।

হে দ্বিজগণ, (এর প্রতি) দৈতদের স্পর্ধা হেতু এই নির্গীত এরূপ (নামে) অভিহিত হয়েছে। (এর প্রতি) দেবগণের আদর হেতু (এই নির্গীত) বহির্গীত নামে খ্যাত।

৪২ (খ)-৪৪ (ক)। ধাতুভিশ্চিত্রবীণায়াং গুরুলঘ্বক্ষরান্বিতম্ ॥
বর্ণালঙ্কারসংযুক্তং প্রয়োক্তব্যং বুধৈরথ।
নির্গীতং গীয়তে যস্মাদপদং বর্ণযোজনাৎ ॥
অসূয়য়া চ দেবানাং বহির্গীতমিদং স্মৃতম্।

চিত্রবীণায়[২] ধাতু[৩]সমূহ সহ গুরু লঘু অক্ষরযুক্ত এবং বর্ণ[৪], অলংকার[৫] সমন্বিত (এই বহির্গীত) পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রযোজ্য।

৪৪ (খ)-৪৫ (ক)। নির্গীতং যন্ময়া প্রোক্তং সপ্তরূপসমন্বিতম্ ॥
উত্থাপনাদিকং যচ্চ তস্য কারণমুচ্যতে।

আমা কর্তৃক উক্ত সপ্তপ্রকার নির্গীত, উত্থাপন ইত্যাদির কারণ বলছি।

---

১. কেউ কেউ এই শব্দে ততবাদ্য বুঝেছেন। ধাতু শব্দে গীতপ্রবন্ধের অবয়ব বোঝায় (দ্রঃ ২৯।৮২ থেকে, সঙ্গীতরত্নাকর, আদিয়ার সং, প্রবন্ধাধ্যায় ৭)। 'নাট্যশাস্ত্রে' তারের বাদ্য বোঝাতে 'তন্ত্রী' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে। যথা—৫।১৯, ২০।

২. নাট্যরঙ্গনার্থা বীণা (অভিনবগুপ্ত)। ২৯।১২০তে এই নামের বীণা বর্ণিত হয়েছে।

৩. ২৯,৮২ থেকে দ্রঃ। 'সঙ্গীতরত্নাকরে' (প্রবন্ধাধ্যায় ৭, বাদ্যাধ্যায় ১২৫ প্রভৃতি) এই শব্দের অর্থ প্রবন্ধের অবয়ব। বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ প্রহারজনিত স্বর।

৪. ২৯।৮-২২ দ্রঃ।

৫. ২৯।২৩ থেকে দ্রঃ

৪৫(খ)-৫৪। প্রত্যাহারে যাতুধানাঃ প্রীয়ন্তে সহপন্নগৈঃ ॥
তুষ্যন্ত্যপ্সরসস্তত্র কৃতেঽবতরণে দ্বিজাঃ।
তুষ্যন্ত্যপি চ গন্ধর্বা আরম্ভে সম্প্রযোজিতে ॥
আশ্রাবণায়াং যুক্তায়াং দৈত্যাস্তুষ্যন্তি সর্বশঃ।
বক্ত্রপাণৌ কৃতে চৈব নিত্যং তুষ্যন্তি দানবাঃ ॥
পরিঘট্টনায়াং তুষ্টা যুক্তায়াং রক্ষসাং গণাঃ।
সংঘোটনক্রিয়ায়াং তু তুষ্যন্ত্যপি চ গুহ্যকাঃ ॥
মার্গাসারিতমাসাদ্য তুষ্টা যক্ষা ভবন্তি হি।
গীতকেষু প্রযুক্তেষু দেবাস্তুষ্যন্তি নিত্যশঃ ॥
বর্দ্ধমানে প্রযুক্তে তু রুদ্রস্তুষ্যতি সানুগঃ।
তথা চোত্থাপনে যুক্তে ব্রহ্মা তুষ্টো ভবেদিহ ॥
তুষ্যন্তি লোকপালাশ্চ প্রযুক্তে পরিবর্তনে।
নান্দীপ্রয়োগেঽথ কৃতে প্রীতো ভবতি চন্দ্রমাঃ ॥
যুক্তায়ামপকৃষ্টায়াং প্রীতা নাগা ভবন্তি হি।
তথা শুষ্কাপকৃষ্টায়াং প্রীতঃ পিতৃগণো ভবেৎ ॥
রঙ্গদ্বারে প্রযুক্তে তু বিষ্ণুঃ প্রীতো ভবেদিহ।
জর্জরস্য প্রয়োগে তু তুষ্টা বিঘ্নবিনায়কাঃ ॥
তথা চার্যাং প্রযুক্তায়ামুমা তুষ্টা ভবেদিহ।
মহাচার্যাং প্রযুক্তায়াং তুষ্টো ভূতগণো ভবেৎ ॥

প্রত্যাহারে রাক্ষস পন্নগগণ (সর্প) সহ প্রীত হয়। হে দ্বিজগণ, অবতরণ অনুষ্ঠিত হলে অপ্সরাগণ তুষ্ট হয়। আরম্ভ প্রযুক্ত হলে গন্ধর্বগণ সন্তুষ্ট হয়। আশ্রাবণা প্রযুক্ত হলে দৈত্যগণ সর্বপ্রকারে তুষ্ট হয়। বক্ত্রপাণি অনুষ্ঠিত হলে সর্বদা দানবগণ প্রীত হয়। পরিঘট্টনা হলে রাক্ষসগণ খুশী হয়। সংঘোটন ক্রিয়ার প্রয়োগ হলে গুহ্যক[১]গণ তুষ্ট হয়। মার্গাসারিত প্রাপ্ত হয়ে যক্ষগণ সন্তুষ্ট হয়। গীতসমূহ প্রযুক্ত হলে দেবগণ সর্বদা তুষ্ট হন। বর্ধমানের প্রয়োগ হলে

---

১. যক্ষের ন্যায় একশ্রেণীর উপদেবতা ; এরা আবার কুবেরের অনুচর এবং তাঁর ধনভাণ্ডারের রক্ষক।

সাহুচর শিব প্রীত হন। উত্থাপন প্রযুক্ত হলে ব্রহ্মা তুষ্ট হন। পরিবর্তনের প্রয়োগে লোকপালগণ সন্তুষ্ট হন। নান্দী প্রয়োগে চন্দ্র তুষ্ট হন। অপকৃষ্টা প্রযুক্ত হলে নাগগণ প্রীত হয়। শুষ্কাপকৃষ্টায় পিতৃগণ তুষ্ট হন। রঙ্গদ্বার প্রযুক্ত হলে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন। জর্জরের প্রয়োগে বিঘ্নবিনায়ক[১]গণ তুষ্ট হন। চারী-প্রয়োগ হলে উমা প্রীতা হন। মাহাচারী প্রযুক্ত হলে ভূতগণ সন্তুষ্ট হয়।

৫৫। প্রত্যাহারাদি চার্যন্তমেতদ্দৈবতপূজনম্।
পূর্বরঙ্গে ময়া খ্যাতং তথা চাঙ্গবিকল্পনম্॥

পূর্বরঙ্গে প্রত্যাহারাদি থেকে চারী পর্যন্ত দেবপূজা এবং অঙ্গসমূহ আমি বললাম।

৫৬। দেবস্তুষ্যতি যো যেন যস্য যন্মনসঃ প্রিয়ম্।
তত্তথা পূর্বরঙ্গে তু ময়া প্রোক্তং দ্বিজোত্তমাঃ॥

হে ব্রাহ্মণগণ! পূর্বরঙ্গে যে দেবতা যেভাবে তুষ্ট হন, যাঁর যেটি মনোরঞ্জক তা আমি বলেছি।

৫৭-৫৮। সর্বদৈবতপূজার্হং সর্বদৈবতপূজনম্।
ধর্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং পূর্বরঙ্গপ্রবর্তনম্॥
দৈত্যদানবতুষ্ট্যর্থং সর্বেষাং চ দিবৌকসাম্।
নির্গীতানি সগীতানি পূর্বরঙ্গকৃতানি তু॥

সকল দেবতার প্রশংসনীয় পূর্বরঙ্গের প্রবর্তনে সকল দেবতার পূজা হয়; এই (পূর্বরঙ্গ) ধর্মসম্মত, যশস্কর আয়ুবর্ধক। গীতহীন গীতযুক্ত পূর্বরঙ্গকৃত্যগুলি দৈত্য দানবগণের ও সকল স্বর্গবাসিগণের সন্তোষার্থে প্রযুক্ত হয়।

৫৯। নির্গীতানাং সগীতানাং বর্ধমানস্য চৈব হি॥
ধ্রুবাবিধানে বক্ষ্যামি লক্ষণং কর্ম চৈব হি॥

---

১. কেউ কেউ অর্থ করেছেন, leaders of vighnas; অর্থাৎ বিঘ্নকারিগণের নেতৃবৃন্দ। কিন্তু, এই অর্থ ঠিক মনে হয় না; কেননা জর্জরের দ্বারা বিঘ্ন দূর হয় বলে লিখিত হয়েছে (৩, ৭৬-৭৮)! বিনায়ক (বি-নী ধাতু থেকে) শব্দের অর্থ এমন লোক যে (বিঘ্ন) দূর করে। বিনায়ক শব্দে গণেশকেও বোঝায়। এখানে দেবগণের প্রসঙ্গ আছে বলে গণেশ অর্থ হতে পারে। গৌরবে বহুবচন ধরা যায়।

গীতহীন ও গীতযুক্ত (কৃত্য) ও বর্ধমানের লক্ষণ ও অনুষ্ঠান ধ্রুবা[১]প্রসঙ্গে বলব।

অঙ্গ

৬০-৬৩। প্রযুজ্য গীতকবিধি বর্ধমানং তথৈব চ।
গীতকান্তে ততশ্চাপি কার্যা হ্যুত্থাপনী ধ্রুবা॥
আদৌ দ্বে চ চতুর্থং চাপ্যষ্টমৈকাদশে তথা।
গুর্বক্ষরাণি জানীয়াৎ পাদে হ্যেকাদশেঽক্ষরে॥
চতুষ্পদা ভবেৎ সা তু চতুরস্রা তথৈব চ।
চতুর্ভিস্তন্নিপাতৈশ্চ ত্রিলয়া ত্রিযতিস্তথা।
পরিবর্তাস্তু চত্বারঃ পাণয়স্ত্রয় এব চ।
জাত্যা চৈব হি বিশ্লোকাস্তাংশ্চ তালেন যোজয়েৎ॥

গান[২] ও বর্ধমান[৩] প্রয়োগ করে গীতের শেষে উত্থাপনী[৪] ধ্রুবা করণীয়। ধ্রুবার একাদশাক্ষর পাদে প্রথম দুই, চতুর্থ, অষ্টম ও একাদশ অক্ষর গুরু। এই (ধ্রুবা) চতুরস্র[৫] (তালে গেয়) এবং এতে চার পাদ, চার সন্নিপাত,[৬] তিন লয়[৭] ও তিন যতি[৮] থাকবে। এতে পরিবর্ত হবে চার, পাণি[৯] তিন ; এর জাতিবৃত্ত হবে বিশ্লোক ; ঐগুলি হবে তালযুক্ত।

৬৪। শম্যা তু দ্বিকলা কার্যা তালো দ্বিকল এব চ।
পুনশ্চৈককলা শম্যা, সন্নিপাতঃ কলাত্রয়ম্॥

তাল হবে কলাদ্বয়যুক্ত শম্যা, দ্বিকল তাল। এককল শম্যা[১০] ও ত্রিকল সন্নিপাত।

---

১. ৩২শ অধ্যায় দ্রঃ।
২. ৩১।২০০ থেকে দ্রঃ।
৩. পূর্বে ১২-১৫ শ্লোকের অনুবাদে পাদটীকা ৩ দ্রঃ।
৪. এই নাম ধ্রুবাধ্যায়ে (৩২) নেই!
৫. ৩১।৭ দ্রঃ।
৬. ৩১।৩৯ দ্রঃ।
৭. ৩১।৩ দ্রঃ।
৮. ৩১।৪৮৬-৪৮৮ দ্রঃ।
৯. ৩১।৪৯৩ ৪৯৫ দ্রঃ।
১০. ৩১।১৭৩ দ্রঃ।

পরিবর্ত

৬৫। এবমষ্টকলঃ কার্যঃ সন্নিপাতো বিচক্ষণৈঃ।
চত্বারঃ সন্নিপাতাস্তু পরিবর্তস্য উচ্যতে॥

এভাবে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ অষ্টকলাযুক্ত সন্নিপাত করবেন। পরিবর্তের চারটি সন্নিপাত কথিত হয়।

৬৬। পূর্বঃ স্থিতলয়ঃ কার্যঃ পরিবর্তো বিচক্ষণৈঃ।
তৃতীয়ে সন্নিপাতে তু তস্য ভাণ্ডগ্রহো ভবেৎ॥

প্রাজ্ঞব্যক্তিগণ প্রথম পরিবর্ত স্থিত (অর্থাৎ বিলম্বিত) লয়ে করবেন। তার তৃতীয় সন্নিপাতে বাদ্য হবে।

৬৭। একস্মিন্ পরিবর্তে তু গতে প্রাপ্তে দ্বিতীয়কে।
কার্যং মধ্যলয়ে তজ্‌জ্ঞৈঃ সূত্রধারপ্রবেশনম্॥

একটি পরিবর্ত হওয়ার পরে দ্বিতীয়টি শুরু হলে বিশেষজ্ঞগণ মধ্যলয়ে (সহায়কদ্বয় সহ ?) সূত্রধারের প্রবেশ করাবেন।

৬৮-৬৯। পুষ্পাঞ্জলিং সমাদায় রক্ষামঙ্গলসংস্কৃতাঃ।
শুদ্ধবর্ণাঃ সুমনসস্তথা চাদ্‌ভুতদৃষ্টয়ঃ॥
স্থানং তু বৈষ্ণবং কৃত্বা সৌষ্ঠবাঙ্গপুরস্কৃতম্।
দীক্ষিতাঃ শুচয়শ্চৈব প্রবিশেয়ুঃ সমং ত্রয়ঃ॥

তিনজন (সূত্রধার ও তাঁর দুই সহায়ক) পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে, রক্ষাকারী মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের দ্বারা শুদ্ধ হয়ে, পরিচ্ছন্ন হয়ে হৃষ্টচিত্তে অদ্ভুত দৃষ্টি[১] অবলম্বন করে বৈষ্ণব স্থান[২] অনুষ্ঠানপূর্বক সৌষ্ঠবাঙ্গযুক্ত, দীক্ষিত ও শুচি হয়ে একসঙ্গে প্রবেশ করবেন।

৭০। ভৃঙ্গারজর্জরধরৌ ভবেতাং পারিপার্শ্বকৌ।
মধ্যে তু সূত্রধৃক্ তাভ্যাং বৃতঃ পঞ্চপদীং ব্রজেৎ॥

তাঁর দুইটি পারিপার্শ্বিক[৩] (সহায়ক) গাড়ু ও সোনার জলপাত্র ধারণ করবেন। তাঁদের দুইজনের মধ্যে থেকে সূত্রধার পঞ্চপদ পরিক্রমা করবেন।

---

১. ৮।৪৮ দ্রঃ।

২. ১১।৫০-৫২ দ্রঃ।

৩. এঁদের একজন বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করবেন (পূর্বে ২৮-২৯, ১৩৭-১৪১ শ্লোক দ্রঃ)।

৭১। পদানি পঞ্চ গচ্ছেয়ুর্ব্রহ্মণো যজনেচ্ছয়া।
পাদানাং চাপি বিক্ষেপং ব্যাখ্যাস্যামি যথাক্রমম্॥

ব্রহ্মার পূজা করতে ইচ্ছা করে তিনি পঞ্চপদ যাবেন। পদক্ষেপ যথাক্রমে ব্যাখ্যা করব।

৭২। ত্রিতালান্তরবিষ্কম্ভমুৎক্ষিপেচ্চরণং শনৈঃ।
পার্শ্বোত্থানোত্থিতশ্চৈব তন্মধ্যে পাতয়েৎ পুনঃ॥

তিনি তিন তাল[১] অন্তরিত (পদে) বিষ্কম্ভ[২] অবলম্বন করে ধীরে ধীরে চরণ উৎক্ষিপ্ত করবেন। পার্শ্বে উত্তোলিত চরণ পুনরায় তার মধ্যে পতিত করবেন।

৭৩। এবং পঞ্চপদীং গত্বা সূত্রধারঃ সহেতরৈঃ।
সূচীং বামপাদং দদ্যাৎ বিক্ষেপং দক্ষিণেন তু॥

এভাবে অন্যদের সঙ্গে পাঁচ পা গিয়ে বামপদে সূচী (চারী) করে দক্ষিণ পদ চালিত করবেন।

৭৪। পুষ্পাঞ্জল্যপবর্গশ্চ কার্যো ব্রাহ্মোঽথ মণ্ডলে।
রঙ্গপীঠস্য মধ্যে তু স্বয়ং ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥

তারপর ব্রহ্মার মণ্ডলে পুষ্পাঞ্জলি দেয়। রঙ্গপীঠের মধ্যে ব্রহ্মা নিজে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

৭৫-৭৭ (ক)। ততঃ সললিতৈর্হস্তৈরভিবন্দ্যঃ পিতামহঃ।
অভিবাদনানি কার্যাণি ত্রীণি হস্তেন ভূতলে॥
কালপ্রকর্ষহেতোশ্চ পাদানাং প্রবিভাগতঃ।
সূত্রধারপ্রবেশাদ্যো বন্দনাভিনয়াত্মকঃ॥
দ্বিতীয়ঃ পরিবর্তস্তু কার্যো মধ্যলয়াশ্রয়ঃ।

তারপর ললিতহস্তে[৩] ব্রহ্মার নমস্কার করণীয়। তিনবার ভূমিতে হস্তদ্বারা

---

১. এই শব্দের অর্থ হতে পারে দূরত্বের একপ্রকার মাপ; হাতের কব্জা (wrist) থেকে মধ্যমার অগ্রভাগ পর্যন্ত। ৩।২১ শ্লোকের অনুবাদে পাদটীকা দ্রঃ।

২. এই নামে অঙ্গহার (৪।২১) এবং করণ (৪।৫৩) আছে।

৩. বিভিন্ন হস্তমুদ্রার জন্য দ্রঃ ৯।২০১।

অভিবাদন কর্তব্য। কাল প্রকর্ষের (অর্থাৎ সময় ঠিক রাখার) জন্য মধ্যলয়ে দ্বিতীয় পরিবর্ত করণীয় ; এতে প্রথমে হয় সূত্রধারের প্রবেশ এবং শেষে নমস্কারের অভিনয়।

৭৭ (খ)-৭৮ (ক)। অতঃ পরং তৃতীয়ে তু মণ্ডলস্য প্রদক্ষিণম্ ॥
ভবেদাচমনং চৈব জর্জরগ্রহণং তথা।

তারপর তৃতীয় (পরিবর্তে) হয় মণ্ডলের প্রদক্ষিণ, আচমন, জর্জরধারণ।

৭৮ (খ)-৮০ (ক)। উত্থায় মণ্ডলাৎ তূর্ণং দক্ষিণং পাদমুদ্ধরেৎ ॥
তেনৈব বেধং কুর্বীত বিক্ষেপং বামকেন চ।
পুনশ্চ দক্ষিণং পাদং পার্শ্বসংস্থং সমুদ্ধরেৎ ॥
ততশ্চ বামবেধস্তু বিক্ষেপো দক্ষিণস্য তু।

মণ্ডল থেকে উঠে শীঘ্র দক্ষিণ চরণ উত্তোলন করবেন। তার দ্বারাই বেধ সূচীচারী[১] করবেন এবং বাম চরণ চালিত করবেন। পুনরায় পার্শ্বস্থিত দক্ষিণ চরণ উদ্ধৃত করবেন। তারপর হবে বামবেধ, দক্ষিণ চরণের চালন।

৮০ (খ)-৮৩। ইত্যনেন বিধানেন সম্যক্ কৃত্বা প্রদক্ষিণম্ ॥
ভৃঙ্গারধারমাহূয় শৌচং চাপি সমাচরেৎ।
যথান্যায়ং তু কর্তব্যা তেন হ্যাচমনক্রিয়া ॥
আত্মপ্রোক্ষণমেবাদ্ভিঃ কর্তব্যং তু যথাক্রমম্।
প্রযত্নকৃতশৌচেন সূত্রধারেণ যত্নতঃ ॥
সন্নিপাতসমং গ্রাহ্যো জর্জরো বিঘ্নজর্জরঃ।
প্রদক্ষিণাদ্যো বিজ্ঞেয়ো জর্জরগ্রহণান্তকঃ ॥

এই নিয়মে সম্যক্ প্রদক্ষিণ করে ভৃঙ্গার[২] থেকে শৌচকর্ম করবেন। তার দ্বারা যথাবিধি আচমন করবেন। জলের দ্বারা যথাক্রমে নিজের উপরে জলসিঞ্চন করবেন। সযত্নে শৌচকর্ম করে সূত্রধার সন্নিপাতের সঙ্গে বিঘ্ননাশক জর্জর ধারণ করবেন। তৃতীয় পরিবর্ত দ্রুতলয়ে হবে ; এর প্রথমে হয় প্রদক্ষিণ, শেষে জর্জরধারণ।

---

১. অভিনবগুপ্তের মতে বেধ শব্দে সূচীচারী বোঝায়।

২. সোনার জলপাত্র।

৮৪-৮৭ (ক)। তৃতীয়ঃ পরিবর্তস্তু বিজ্ঞোয়া বৈ দ্রুতে লয়ে।
গৃহীত্বা জর্জরং চাষ্টৌ কলা জপ্যং প্রযোজয়েৎ ॥
বামবেধস্ততঃ কার্যো বিক্ষেপো দক্ষিণেন তু।
ততঃ পঞ্চপদীং চৈব গচ্ছেৎ তু কুতপোন্মুখঃ ॥
বামবেধস্তু তত্রাপি বিক্ষেপো দক্ষিণস্তু চ।
জর্জরগ্রহণাদ্যোঽয়ং কুতপাভিমুখান্তগঃ ॥
চতুর্থঃ পরিবর্তস্তু বিজ্ঞেয়ো বৈ দ্রুতে লয়ে।

জর্জর ধারণ করে আট কলা জপ করতে হবে। তারপর বামপদে বেধ (সূচীচারী) করণীয় ও দক্ষিণ পদে বিক্ষেপ। তারপর বাদ্যযন্ত্রের দিকে মুখ করে পাঁচ পা যাওয়া কর্তব্য। তাতেও বামপদে বেধ ও দক্ষিণপদে বিক্ষেপ করণীয়। চতুর্থ পরিবর্ত দ্রুতলয়ে হবে; এর প্রথমে থাকবে জর্জরধারণ এবং শেষে বাদ্যাভিমুখে গমন।

৮৭ (খ)-৮৮ (ক)। করপাদনিপাতাস্তু ভবন্ত্যত্র তু ষোড়শ ॥
ত্র্যস্রে পাতা হি দ্বাদশ ভবন্তি করপাদজাঃ।

এতে (অর্থাৎ চতুরস্রে) হস্ত পদের গতি ষোল। ত্র্যস্রে হস্ত পদের গতি হয় বারো।

৮৮ (খ)-৮৯ (ক)। বন্দনান্যথ কার্যাণি ত্রীণি হস্তেন ভূতলে ॥
আত্মপ্রোক্ষণমদ্ভিশ্চ ত্র্যস্রে নৈব বিধীয়তে।

ভূমিতে হস্তদ্বারা তিনবার নমস্কার করণীয়। জলে নিজেকে সিঞ্চিত ত্র্যস্রেই[১] করণীয়।

৮৯ (খ)-৯০ (ক)। এবমুত্থাপনং কার্যং ততশ্চ পরিবর্তনম্ ॥
চতুরস্রে লয়ে মধ্যে সন্নিপাতৈস্তথাষ্টভিঃ।

এভাবে চতুরস্রে মধ্যলয়ে আটটি সন্নিপাত সহ উত্থাপন করণীয়, তারপর পরিবর্তন।

৯০ (খ)-৯১ (ক)। যস্যাং লঘূনি সর্বাণি কেবলং নিধনং গুরু ॥
ভবেদতিজগত্যাং তু সা ধ্রুবা পরিবর্তনী।

১ এই নামের ধ্রুবা ও তাল আছে।

যে ধ্রুবার অতিজগতীতে সব অক্ষর লঘু, শুধু শেষটি গুরু হয়, তার নাম পরিবর্তনী।

৯১ (খ)-৯২ (ক)। বামকেন তু মার্গেণ বাদ্যেনানুগতেন চ॥
ললিতৈঃ পাদবিন্যাসৈঃ বন্দ্যাদ্দেবান্ যথাদিশম্।

বাদ্যসহযোগে ললিত পাদবিন্যাসে বাম দিকে গিয়ে দিক্ অনুসারে দেবগণকে (দিক্পালগণকে) নমস্কার করবেন।

৯২ (খ)-৯৩ (ক)। দ্বিকলং পাদপতনং পাদচার্যাং বিধীয়তে॥
একৈকস্যাং দিশি তথা সন্নিপাতদ্বয়ং ভবেৎ।

পদক্ষেপে পাদপতন হবে দ্বিকল এবং এক এক দিকে দুইটি সন্নিপাত হবে।

৯৩ (খ)-৯৪ (ক)। বামপাদেন বেধস্তু কর্তব্যো নৃত্তযোক্তৃভিঃ॥
দ্বিতালান্তরবিষ্কম্ভো বিক্ষেপো দক্ষিণস্য তু।

নৃত্যপ্রযোক্তাগণ বামচরণে বেধ (সূচীচারী) করবেন। বামপদে দুইতাল অন্তরিত বিষ্কম্ভ হবে এবং দক্ষিণপদ চালিত করতে হবে।

৯৪ (খ)-৯৫ (ক)। ততঃ পঞ্চপদীং গচ্ছেদতিক্রান্তৈঃ পদৈরথ॥
ততোঽভিবাদনং কুর্যাদ্দেবতানাং যথাদিশম্।

তারপর অতিক্রান্ত[১] পদে পাঁচ পা গিয়ে দিক্ অনুসারে দেবগণের নমস্কার করণীয়।

৯৫ (খ)-৯৭ (ক)। বন্দেত প্রথমং পূর্বাং দিশং শক্রাধিদেবতাম্॥
দ্বিতীয়াং দক্ষিণামাশাং বন্দেত যমদেবতাম্।
বন্দেত পশ্চিমামাশাং ততো বরুণদেবতাম॥
চতুর্থীমুত্তরামাশাং বন্দেত ধনদাশ্রয়াম্।

ইন্দ্রাধিষ্ঠিত পূর্ব দিক্‌কে প্রথমে বন্দনা করবেন, তারপর যমাধিষ্ঠিত দ্বিতীয় দক্ষিণ দিক্‌কে বন্দনা করবেন। পরে বরুণদেবাধিষ্ঠিত পশ্চিম দিককে বন্দনা করবেন। তারপর কুবেরাধিষ্ঠিত চতুর্থ উত্তর দিক্‌কে বন্দনা করবেন।

৯৭ (খ)-৯৮ (ক)। দিশাং তু বন্দনং কৃত্বা বামবেধং প্রযোজয়েৎ॥
দক্ষিণেন তু কর্তব্যং বিক্ষেপপরিবর্তনম্।

---

১. দ্রঃ ১১।২৯

দিক্‌সমূহের বন্দনা করে বামপদে বেধ (সূচীচারী) করতে হবে। দক্ষিণ পদ চালিত করে পরিক্রমা করণীয়।

৯৮ (খ)-৯৯ (ক)। প্রাঙ্‌মুখস্তু ততঃ কুর্যাৎ পুরুষস্ত্রীনপুংসকৈঃ ॥
ত্রিপদৈঃ সূত্রধৃক্ রুদ্রব্রহ্মোপেন্দ্রাভিবন্দনম্।

তারপর সূত্রধার পূর্বমুখে পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব—এই তিন পদে[১] (যথাক্রমে) শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নমস্কার করবেন।

৯৯ (খ)-১০০ (ক)। দক্ষিণং তু পদং নৃণাং বামং স্ত্রীণাং প্রকীর্তিতম্ ॥
দক্ষিণং তু পদং জ্ঞেয়ং নাত্যুৎক্ষিপ্তং নপুংসকম্।

দক্ষিণ চরণ পুরুষের, বামচরণ স্ত্রীলোকের এবং ঈষৎ উত্তোলিত দক্ষিণ চরণ ক্লীব।

১০০ (খ)-১০১ (ক)। বন্দেত পৌরুষেণেশং স্ত্রীপদেন জনার্দ্দনম্ ॥
নপুংসকপদেনাপি তথৈবাম্বুজসম্ভবম্।

পুরুষপদে (অর্থাৎ ঐ পদ প্রথমে প্রসারিত করে) শিবকে, স্ত্রীপদে বিষ্ণুকে ক্লীবপদে ব্রহ্মাকে নমস্কার করা উচিত।

চতুর্থ ব্যক্তির প্রবেশ

১০১ (খ)-১০২ (ক)। পরিবর্তনমেবং স্যাৎ তস্যান্তে প্রবিশেৎ ততঃ ॥
চতুর্থকারঃ পুষ্পাণি প্রগৃহ্য বিধিপূর্বকম্।

এভাবে পরিবর্তন হবে, তার শেষে প্রবেশ করতে হবে। চতুর্থ ব্যক্তি ফুল নিয়ে যথাবিধি প্রবেশ করবেন।

১০২ (খ)-১০৩ (ক)। যথাবৎ তেন কর্তব্যং পূজনং জর্জরস্য তু ॥
কুতপস্য চ সর্বস্য সূত্রধারস্য চৈব হি।

যথাযথভাবে তাঁর জর্জরপূজা[২] এবং সমস্ত কুতপ[৩] বা বাদ্যযন্ত্রের ও সূত্রাধারের পূজা বিধেয়।

---

১. পরের শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

২, ৩. দ্রঃ ৩।১১-১৩।

১০৩ (খ)-১০৪ (ক)।   তস্য ভাণ্ডগতঃ কার্যঃ তজ্জ্ঞৈর্গতিপরিক্রমঃ ॥
ন তত্র গানং কর্তব্যং তত্র স্তোভক্রিয়া ভবেৎ।

তাঁর গতি পরিক্রমা বিবেশেষজ্ঞগণ কর্তৃক বাদ্যানুগ করা কর্তব্য। তাতে গান করণীয় নয়, ওতে স্তোভ[১] ক্রিয়া হবে।

অপকৃষ্টা ধ্রুবার গান

১০৪ (খ)-১০৫ (ক)।   চতুর্থকারঃ পূজাং তু নিষ্ক্রামেৎ সম্প্রযুজ্য হি ॥
ততো গেয়াপকৃষ্টা তু চতুরস্রা স্থিতা ধ্রুবা।

পূজা করে চতুর্থ ব্যক্তি প্রস্থান করবেন। তারপর চতুরস্র (তালে) বিলম্বিতলয়ে অপকৃষ্টা[২] ধ্রুবা গেয়।

১০৫ (খ)-১০৬ (ক)।   গুরুপ্রায়া তু সা কার্যা তথা চৈবাবপাণিকা ॥
স্থায়িবর্ণাশ্রয়োপেতাং কলাষ্টকবিনির্মিতাম্।

এতে অধিকাংশ অক্ষর হবে গুরু, (তাল) অবপাণিকা; এটি স্থায়ী বর্ণ[৩] নির্ভর এবং অষ্টকলাত্মক হবে।

১০৬ (খ)-১০৭ (ক)।   চতুর্থং পঞ্চমং চৈব সপ্তমং চাষ্টমং তথা ॥
লঘূনি পাদে পঙ্‌ক্ত্যাস্তু সাপকৃষ্টধ্রুবা স্মৃতা।

সেই ধ্রুবার নাম অপকৃষ্টা যার পাদে চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম অক্ষর লঘু।

নান্দী

১০৭ (খ)-১০৮ (ক)।   সূত্রধারঃ পঠেন্নান্দীং মধ্যমং স্বরমাশ্রিতঃ ॥
ততঃ পদৈর্দ্বাদশভিরষ্টাভির্বাপ্যলঙ্কৃতাম্।

তারপর সূত্রধার মধ্যম স্বরে নান্দী পাঠ করবেন; এতে বারো বা আট পদ[৪] থাকবে।

---

১. এতে বোঝায় সামগানে প্রযুক্ত হ, হো, ওহা প্রভৃতি শব্দ। মনে হয়, অর্থহীন শব্দের আবৃত্তি এখানে অভিপ্রেত।

২. একপ্রকার ধ্রুবা। দ্রঃ ৩২। ১৫৫-১৬০।

৩. ২৯।১৯ দ্রঃ।

৪. অভিনবগুপ্তের টীকায় এই শব্দের অর্থ শ্লোকাবয়ব স্বরূপ তিঙন্ত বা সুবন্ত পদ, শ্লোকের পাদ বা এক চতুর্থাংশ অথবা অবান্তর বাক্য অর্থাৎ শ্লোকমধ্যবর্তী বাক্য। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র আদ্য শ্লোকের রাঘবভট্ট কৃত ব্যাখ্যা ও সুন্দরমিশ্রের 'নাট্যপ্রদীপ' দ্রষ্টব্য।

নান্দীর উদাহরণ

১০৮ (খ)-১০৯ (ক)। নমোঽস্তু সর্বদেবেভ্যো দ্বিজাতিভ্যঃ শুভং তথা ॥
জিতং সোমেন বৈ রাজ্ঞা আরোগ্যং গোভ্যএব চ।

সকল দেবতাকে নমস্কার। দ্বিজগণের শুভ হোক্। সোমযজ্ঞের দ্বারা রাজার জয়লাভ ও গোগণের আরোগ্য হোক্।

১০৯ (খ)-১১০ (ক)। ব্রহ্মোত্তরং তথৈবাস্তু হতা ব্রহ্মদ্বিষস্তথা ॥
প্রশাস্ত্বিমাং মহারাজঃ পৃথিবীং চ সসাগরাম্।

ব্রাহ্মণগণের উন্নতি হোক্। ব্রাহ্মণদের শত্রু নিহত হোক্। এই সসাগরা পৃথিবীকে মহারাজ শাসন করুন।

১১০ (খ)-১১১ (ক)। রাজ্যং প্রবর্ধতাং চৈব রঙ্গশ্চায়ং সমৃধ্যতাম্ ॥
প্রেক্ষাকর্তুর্মহান্ ধর্মো ভবতু ব্রহ্মভাবিতঃ।

রাজ্যের উন্নতি হোক্, এই রঙ্গের[১] সমৃদ্ধি হোক্, প্রেক্ষা[২]কর্তার ব্রহ্ম[৩]ভাবিত মহাধর্ম হোক।

১১১ (খ)-১১২ (ক)। কাব্যকর্তুর্যশশ্চাস্তু ধর্মশ্চাপি প্রবর্ধতাম্ ॥
ইজ্যয়া চানয়া নিত্যং প্রীয়ন্তাং দেবতা ইতি।

কাব্যকারের[৪] যশ হোক, তাঁর ধর্মবৃদ্ধি হোক্, এই যজ্ঞ[৫] দ্বারা দেবতারা সর্বদা প্রীত হোন।

১১২ (খ)-১১৩ (ক)। নান্দীপদান্তরেষ্বেষু হ্যেবমস্ত্বিতি নিত্যশঃ ॥
বন্দেতাং সম্যগুক্তাভির্গীর্ভিস্তৌ পারিপার্শ্বকৌ।

---

১. অভিনবগুপ্তের মতে, অভিনেতৃগণ ও তাঁদের সহায়ক ব্যক্তিগণ।

২. যিনি নাট্যানুষ্ঠানের উদ্যোক্তা।

৩. ব্রহ্মশব্দে বেদ অথবা ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মাকে বোঝায়। এখানে বেদোক্ত, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ-প্রসূত অথবা ব্রহ্মা কর্তৃক অনুপ্রাণিত—এর যে কোন অর্থ হতে পারে। নাট্যের উদ্ভবের আখ্যানে ব্রহ্মার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৪. সংস্কৃতে নাট্যগ্রন্থকে বলা হয় দৃশ্যকাব্য। সুতরাং. এখানে কাব্যকার শব্দে নাট্যকারকে বোঝায়।

৫. নাট্যানুষ্ঠান বোধ হয় যজ্ঞরূপে কল্পিত হয়েছে।

নান্দীপদের মাঝে মাঝে ঐ পারিপার্শ্বক দ্বয় সব সময়ে সম্যক্‌ভাবে উচ্চারিত এইরূপ হোক্—এ কথা দ্বারা শুভাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করবেন।

১১৩ (খ)-১১৪ (ক)। এবং নান্দী বিধাতব্যা যথোক্তা লক্ষণৈর্ময়া ॥
ততঃ শুষ্কাপকৃষ্টা স্যাজ্জর্জরশ্লোকদর্শিকা।

এইভাবে আমা কর্তৃক উক্ত লক্ষণ সমন্বিত নান্দী বিধেয়। তারপর হবে জর্জরশ্লোকপ্রদর্শক শুষ্কাপকৃষ্টা।

১১৪ (খ)-১১৫ (ক)। নবগুর্বক্ষরাণ্যাদৌ ষট্‌ লঘূনি গুরুত্রয়ম্‌ ॥
কলাশ্চাষ্টৌ প্রমাণেন পাদৈর্হ্যষ্টাদশাক্ষরৈঃ।

প্রথমে নয়টি অক্ষর গুরু, (পরে) ছয়টি লঘু, (তারপর) তিনটি গুরু, আটটি কলা, আঠারো অক্ষরযুক্ত পাদসমূহে রচিত হবে শুষ্কাপকৃষ্টা।

১১৫ (খ)-১১৬ (ক)। যথা—ঝণ্ডে ঝণ্ডে দিগ্নে দিগ্নে ॥
জম্বুক বলিতক তেন্তেম্নাম্‌।

যথা—ঝ ণ্ডে ঝ ণ্ডে দি গ্নে দি গ্নে
জ ম্বু ক ব লি ত ক তে ন্তে ম্না ম্‌।

১১৬ (খ)-১১৮ (ক)। কৃত্বা শুষ্কাপকৃষ্টাং তু যথাবদ্‌ দ্বিজসত্তমাঃ ॥
ততঃ শ্লোকং পঠেদেকং গম্ভীরস্বরসংযুতম্‌।
দেবস্তোত্রং পুরস্কৃত্য যস্য পূজা প্রবর্ততে ॥
রাজ্ঞো ভক্তিশ্চ যত্র স্যাদথবা ব্রহ্মণস্তবঃ।

হে ব্রাহ্মণগণ, যথাবিধি শুষ্কাপকৃষ্টা করে যে দেবতার পূজা চলছে, তাঁর স্তোত্র পূর্বে পাঠ করে গম্ভীর স্বরসংযুক্ত এমন একটি শ্লোক পাঠ করবেন যাতে রাজার প্রতি ভক্তি অথবা ব্রাহ্মণের স্তব থাকে।

১১৮ (খ)-১১৯ (ক)। গদিত্বা জর্জরশ্লোকং রঙ্গদ্বারে চ যৎ স্মৃতম্‌ ॥
পঠেদন্যং পুনঃ শ্লোকং জর্জরস্য বিনামনম্‌।

রঙ্গদ্বার বলে যা অভিহিত তাতে জর্জরশ্লোক আবৃত্তি করে অন্য একটি শ্লোকের আবৃত্তি সহ জর্জর নামাতে হবে।

চারী[1]

১১৯ (খ)-১২০ (ক)। জর্জরং নময়িত্বা তু ততশ্চারীং প্রযোজয়েৎ ॥
পারিপার্শ্বকয়োশ্চ স্যাৎ পশ্চিমেনাপসর্পণম্।

জর্জরকে নামিয়ে চারী প্রয়োগ করবেন। পারিপার্শ্বকদ্বয়ের হবে পেছন দিকে অপসর্পণ (বহির্গমন)।

১২০ (খ)-১২১ (ক)। অড্ডিতা চাত্র কর্তব্যা ধ্রুবা মধ্যলয়ান্বিতা ॥
চতুর্ভিঃ সন্নিপাতৈস্তু চতুরস্রা প্রমাণতঃ।

এখানে মধ্যলয়ে চার সন্নিপাতসহ চতুরস্রতালে অড্ডিতা[2] ধ্রুবা করণীয়।

১২১ (খ)-১২২ (ক)। আদ্যমন্ত্যং চতুর্থং চ পঞ্চমং চ তথা গুরু ॥
যস্যাং তু জাগতে পাদে সা ভবেদড্ডিতা ধ্রুবা।

যাতে জগতী[3] ছন্দের পাদে আদ্য, অন্ত্য, চতুর্থ ও পঞ্চম অক্ষর গুরু হয়, তা অড্ডিতা ধ্রুবা।

১২২ (ক)-১২৩ (ক)। অস্যাঃ প্রয়োগং বক্ষ্যামি যথা পূর্বং মহেশ্বরঃ ॥
সহোময়া ক্রীড়িতবান্ নানাভাববিচেষ্টিতৈঃ।

এর প্রয়োগ বলব, যেমন পূর্বে শিব উমার সঙ্গে নানা ভাব ও গতি সহকারে করেছিলেন।

১২৩ (খ)-১২৫ (ক)। কৃত্বাবহিত্থং তু বামং চাধোমুখং ভুজম্ ॥
নাভিপ্রদেশে বিন্যস্য জর্জরং চ তলাধৃতম্।
বামপল্লবহস্তেন পাদৈস্তালান্তরস্থিতৈঃ ॥
গচ্ছেৎ পঞ্চপদীং চৈব সবিলাসাঙ্গচেষ্টিতৈঃ।

অবহিত্থস্থান[4] ও নিম্নমুখ বামহস্ত নাভিতে স্থাপন পূর্বক জর্জরকে অপর করতলে ধারণ করতে হবে। পল্লবাকার বামহস্তে ও একতাল অন্তরে স্থিত চরণে বিলাসপূর্ণ গতিতে পাঁচ পা যাবেন।

---

১. সঙ্গীতরত্নাকর – নর্তনাধ্যায় ৮৯৭ থেকে দ্রষ্টব্য।

২. ১২১—১২২ এবং ৩২।১১, ৩৮৭ দ্রঃ।

৩. বৈদিক ছন্দ। এতে দ্বাদশাক্ষরবিশিষ্ট পংক্তি থাকে।

৪. দ্রঃ ১৩। ১৬৪-১৬৫।

১২৫ (খ)-১২৭ (ক)। বামবেধস্তু কর্তব্যো বিক্ষেপো দক্ষিণেন তু ॥
ততঃ শৃঙ্গারসংযুক্তং পঠেচ্ছ্লোকং বিচক্ষণঃ।
চারী শ্লোকং গদিত্বা তু কৃত্বা চ পরিবর্তনম্ ॥
তৈরেব চ পদৈঃ কার্যং প্রাঙ্‌মুখেনাপসর্পণম্।

বাম চরণে বেধ (সূচীচারী) করণীয় এবং দক্ষিণ চরণ প্রসারিত করতে হবে। তারপর প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শৃঙ্গাররসপূর্ণ শ্লোক পাঠ করবেন। চারীশ্লোক পাঠ এবং পরিবর্তন করে ঐ (রূপ) পদক্ষেপেই সামনের দিকে মুখ করে পশ্চাদপসরণ করণীয়।

১২৭ (খ)-১৩০ (ক)। পারিপার্শ্বকয়োর্হস্তে ন্যস্য জর্জরমুত্তমম্ ॥
মহাচারীং ততশ্চৈব প্রযুঞ্জীত যথাবিধি।
চতুরস্রা ধ্রুবা যত্র তথা দ্রুতলয়াশ্রয়া ॥
চতুর্ভিঃ সন্নিপাতৈশ্চ কলাস্ত্বষ্টৌ প্রমাণতঃ।
আদ্যং চতুর্থমন্ত্যং চ সপ্তমং দশমং গুরু ॥
লঘু শেষং ধ্রুবাযোগে ত্রৈষ্টুভে চরণে যথা।

তারপর পারিপার্শ্বকদ্বয়ের হস্তে উত্তম জর্জর স্থাপন করে নিয়মানুসারে মহাচারী প্রয়োগ করবেন যাতে চতুরস্রা ধ্রুবা দ্রুতলয়ে চার সন্নিপাত ও আট কলা যুক্ত হবে এবং ত্রিষ্টুভ্[১] ছন্দের পাদে আদ্য, চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও অন্ত্য অক্ষর গুরু হবে, অন্যগুলি হবে লঘু।

১৩০ (খ)-১৩১(ক)। (উদাহরণ) পাদতলাহতপাতিতশৈলং
। ক্ষোভিতভূতসমগ্রসমুদ্রম্।
তাণ্ডবনৃত্তমিদং প্রলয়ান্তে
পাতু হরস্য সদা সুখদায়ি ॥

সর্বদা শিবের সুখদায়ক, প্রলয়ের শেষে এই তাণ্ডবনৃত্য, যাতে পদতলাঘাতে পর্বত নিপাতিত হয়, যা সমস্ত জলচর প্রাণী সহ সমুদ্রকে ক্ষোভিত করে, (তোমাদেরকে) রক্ষা করুন।

১৩১ (খ)-১৩২ (ক)। ভাণ্ডোন্মুখেন কর্তব্যং পাদবিক্ষেপণং ততঃ ॥
সূচীং কৃত্বা পুনঃ কুর্যাদ্ বিক্ষেপপরিবর্তনম্।

---

১. বৈদিক ছন্দ। এতে প্রতি চরণে একাদশ অক্ষর থাকে।

তারপর বাহু সহ পাদপ্রসারণ করণীয়। সূচী (চারী) করে প্রসারণ ও পরিবর্তন কর্তব্য।

১৩২ (খ)-১৩৩। অতিক্রান্তৈঃ সললিতৈঃ পদৈঃ দ্রুতলয়ান্বিতৈঃ ॥
ত্রিতালান্তরমুৎক্ষেপৈঃ গচ্ছেৎ পঞ্চপদীং ততঃ।
তত্রাপি বামবেধস্তু বিক্ষেপো দক্ষিণস্য চ ॥

তারপর অতিক্রান্ত, ললিত, তিন তাল অন্তরে স্থিত উৎক্ষিপ্ত পদে দ্রুতলয়ে পাঁচ পা যাবেন। সেখানেও বাম পদে বেধ (সূচীচারী) ও দক্ষিণপদের প্রসারণ করণীয়।

১৩৪-১৩৫ (ক)। তৈরেব চ পদৈঃ কার্য্যং প্রাঙ্‌মুখেনাপসর্পণম।
পুনঃ পদানি ত্রীণ্যেব গচ্ছেৎ প্রাঙ্‌মুখ এব চ ॥
ততশ্চ বামবেধঃ স্যাৎ বিক্ষেপো দক্ষিণস্য চ।

ঐ (রূপ) চরণেই সামনের দিকে মুখ করে অপসর্পণ করণীয়। পুনরায় সামনের দিকে মুখ রেখেই তিন পা মাত্র যাবেন। তারপর বামপদে বেধ (সূচীচারী) এবং দক্ষিণপদপ্রসারণ হবে।

১৩৫ (খ)-১৩৭ (ক)। ততো রৌদ্ররসশ্লোকং পদসংহরণং পঠেৎ ॥
তস্যান্তে তু ত্রিপদ্যাঽথ ব্যাহরেৎ পারিপার্শ্বকৌ।
তয়োরাগমনে কার্যং গানং নর্কুটকং বুধৈঃ ॥
তত্রাপি বামবেধস্তু বিক্ষেপো দক্ষিণস্য চ।

তারপর পদসংহরণ (পদদ্বয়ের একত্রীকরণকালে) রৌদ্ররসাত্মক শ্লোক পাঠ করবেন। তারপরে তিন পা গিয়ে পারিপার্শ্বকদ্বয়কে ডাকবেন। তাঁরা এলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ নর্কুটক গান করবেন। সেখানেও বামপদে বেধ (সূচীচারী) ও দক্ষিণ চরণের প্রসার (করণীয়)।

ত্রিগত

১৩৭ (খ)-১৩৮। তথা চ ভারতীভেদে ত্রিগতং সম্প্রযোজয়েৎ ॥
বিদূষকস্ত্বেকপদে সূত্রধারস্মিতাবহাম্।
অসম্বদ্ধকথাপ্রায়াং কুর্যাৎ কথনিকাং তথা ॥

(এবং) ভারতী বৃত্তি (সম্বলিত অভিনয়ে) ত্রিগত (তিনজনের সংলাপ) প্রয়োগ করবেন। বিদূষক অকস্মাৎ সূত্রধারের হাস্যোদ্দীপক অসংলগ্ন বাক্যবহুল কথা বলবেন[১]।

১৩৯। বিতণ্ডাং গণ্ডসংযুক্তাং নালিকাং চ প্রযোজয়েৎ।
কস্তিষ্ঠতি জিতং কেনেত্যাদি কাব্যপ্ররূপিণীম্॥

কাব্যের[২] উপযুক্ত (ঐ কথায়) গণ্ড[৩]যুক্ত বিতণ্ডা[৪] ও নালিকা[৫] থাকবে এবং কে আছে, কে জয় করেছে ইত্যাদি (বাক্য) প্রয়োগ করবেন।

১৪০। পারিপার্শ্বিকসঞ্জল্পো বিদূষকবিদূষিতঃ।
স্থাপিতঃ সূত্রধারেণ ত্রিগতে সম্প্রযুজ্যতে॥

ত্রিগতে থাকে পারিপার্শ্বিকের এমন কথা সূত্রধার যার ব্যবস্থা করেন এবং যাকে বিদূষক দোষ দেয়।

প্ররোচনা

১৪১। প্ররোচনাথ কর্তব্যা সিদ্ধেনোপনিমন্ত্রণা।
রঙ্গসিদ্ধৌ পুনঃ কার্যং কাব্যবস্তুনিরূপণম্॥

তারপর সিদ্ধ (অর্থাৎ অভিজ্ঞ সূত্রধার) প্ররোচনা এবং উদ্বোধন করবেন। রঙ্গের (অর্থাৎ অভিনয়ের) সিদ্ধির ব্যাপারে কাব্যের বিষয় নিরূপণ কর্তব্য।

১৪২। সর্বমেবং বিধিং কৃত্বা সূচীবেধকৃতৈরথ।
পাদৈরনাবিদ্ধগতৈর্নিষ্ক্রামেয়ুঃ সমং ত্রয়ঃ॥

এভাবে সকল বিধি অনুসরণ করে সূচী (বেধ) চারী করণান্তর চরণদ্বারা আবিদ্ধ ভিন্ন অন্য চারীতে তিনজন একসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হবেন।

১৪৩-১৪৪। এবমেব প্রয়োক্তব্যঃ পূর্বরঙ্গো যথাবিধি।
চতুরস্রো দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্ত্র্যস্রংচাপি নিবোধত॥

---

১. দ্রঃ দশরূপক ৩।৩৬।
২. দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ নাট্য।
৩. আকস্মিক প্রশ্নোত্তর বিনিময়।
৪. ভ্রান্তযুক্তিপূর্ণ কথা।
৫. এই শব্দের অর্থ স্পষ্ট বোঝা যায় না। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, ধাঁধা জাতীয় কথা।

অয়মেব প্রয়োগঃ স্যাদঙ্গান্যেতানি চৈব হি।
তালপ্রলাপং সংক্ষিপ্তং কেবলং তু বিশেষকৃৎ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, এইরূপেই চতুরস্র পূর্বরঙ্গ বিধি অনুযায়ী প্রযোজ্য। ত্র্যস্র সম্বন্ধেও শুনুন। এর প্রয়োগ এই (রূপই)। (এর) অঙ্গগুলি (ও) এই। (এর) একমাত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে তালপ্রমাণ সংক্ষিপ্ত।

১৪৫-১৪৬। শম্যা তু দ্বিকলা কার্য্যা তাল এককলস্তথা।
পুনশ্চৈককলা শম্যা সন্নিপাতঃ কলাদ্বয়ম্ ॥
অনেন হি প্রমাণেন কলাতাললয়ান্বিতঃ।
কর্তব্যঃ পূর্বরঙ্গস্তু ত্র্যস্রেঽপ্যুত্থাপনাদিকঃ ॥

(এতে) শম্যা কলাদ্বয়যুক্তা, তাল এককলাযুক্ত, পুনরায় শম্যা এককলাযুক্তা, সন্নিপাত কলাদ্বয়যুক্ত। এই প্রমাণেই ত্র্যস্রে কলা, তাল ও লয়যুক্ত উত্থাপনাদি সহিত পূর্বরঙ্গ করণীয়।

১৪৭। আদ্যং চতুর্থং দশমমষ্টমং নৈধনং গুরু।
যস্যাস্তু জাগতে পাদে সা ত্র্যস্রোত্থাপনী ধ্রুবা ॥

যার জগতী ছন্দের পাদে আদ্য, চতুর্থ, অষ্টম, দশম ও অন্ত্য অক্ষর গুরু তার নাম ত্র্যস্র রূপের উত্থাপনী ধ্রুবা।

১৪৮। বাদ্যং গতিপ্রচারশ্চ ধ্রুবা তালস্তথৈব চ।
সংক্ষিপ্তান্যেব কার্যাণি ত্র্যস্রে নৃত্তপ্রবেদিভিঃ ॥

নৃত্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ত্র্যস্রে বাদ্য, গতিবিধি, ধ্রুবা, এবং তাল সংক্ষিপ্ত করবেন।

১৪৯। বাদ্যগীতপ্রমাণেন কুর্যাৎ গতিবিচেষ্টিতম্।
বিস্তীর্ণমথ সংক্ষিপ্তং দ্বিপ্রমাণবিনির্মিতম্ ॥

গতি এবং কার্যকলাপ বাদ্য ও গীতের প্রমাণ অনুযায়ী বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত করবেন।

১৫০-১৫১ (ক)। হস্তপাদপ্রচারস্তু দ্বিকলঃ পরিকীর্তিতঃ।
চতুরস্রে পরিক্রান্তে পাতাঃ স্যুঃ ষোড়শৈব হি ॥
ত্র্যস্রে তু দ্বাদশপাতা ভবন্তি করপাদজাঃ।

বলা হয় যে, হস্ত পাদের গতি দুই কলা ব্যাপী হবে। চতুরস্র (পূর্বরঙ্গে) পরিক্রমায় হস্ত পাদের গতি হবে ষোলবার। ত্র্যস্রে কিন্তু হস্ত পাদের গতি হবে বারো।

১৫১ (খ)-১৫২। এতৎ প্রমাণং নির্দিষ্টমুভয়োঃ পূর্বরঙ্গয়োঃ॥
কেবলং পরিবর্তে তু গমনে ত্রিপদী ভবেৎ।
দিগ্বন্দনে পঞ্চপদী চতুরস্রে বিধীয়তে॥

উভয় পূর্বরঙ্গে এই প্রমাণ নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু, শুধু পরিবর্তে তিন পদ গমন হবে। চতুরস্রে দিক্‌সমূহের নমস্কারে পঞ্চপদ গমন বিহিত।

১৫৩। আচার্যবুদ্ধ্যা কর্তব্যস্ত্র্যস্রতালপ্রমাণতঃ।
তস্মান্ন লক্ষণং প্রোক্তং পুনরুক্তং ভবেদ্যতঃ॥

নাট্যাচার্যের বুদ্ধি অনুসারে এবং তালের প্রমাণ অনুযায়ী ত্র্যস্রে (সব কিছু করণীয়)। এই জন্য এর লক্ষণ পুনরুক্ত হবে বলে বলা হলো না।

১৫৪-১৫৫ (ক)। এবমেব প্রযোক্তব্যঃ পূর্বরঙ্গো দ্বিজোত্তমাঃ।
ত্র্যস্রশ্চ চতুরস্রশ্চ শুদ্ধো ভারত্যুপাশ্রয়ঃ॥
এবং তাবদয়ং শুদ্ধঃ পূর্বরঙ্গো ময়োদিতঃ।

হে ব্রাহ্মণগণ, এইরূপে এই ত্র্যস্র, চতুরস্র ও শুদ্ধ পূর্বরঙ্গ ভারতীবৃত্তি-আশ্রিত (নাট্যে) প্রযোজ্য।

মিশ্র পূর্বরঙ্গ

১৫৫ (খ)-১৫৭। চিত্রত্বমস্য বক্ষ্যামি যথাকার্যং প্রযোক্তৃভিঃ॥
বৃত্তে হ্যুত্থাপনে বিপ্রাঃ কৃতে চ পরিবর্তনে।
উদাত্তগানৈর্গান্ধর্বৈঃ পরিগতৈঃ প্রমাণতঃ॥
চতুর্থকারদত্তাভিঃ সুমনোভিরলঙ্কৃতে।
দেবদুন্দুভয়শ্চৈব নিনদেয়ুর্ভৃশং ততঃ॥

নাট্যপ্রযোক্তাগণ এর মিশ্ররূপ কি করে করবেন তা বলব। হে ব্রাহ্মণগণ, উত্থাপন সমাপ্ত হলে, পরিবর্তন কৃত হলে, উচ্চৈঃস্বরে গানকারী গীতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় চতুর্থ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত পুষ্পসমূহের দ্বারা (রঙ্গ) অলংকৃত হলে দেবদুন্দুভিসমূহ বারংবার বাদিত হবে।

১৫৮। শুদ্ধাঃ কুসুমমালাভির্বিকিরেয়ুঃ সমন্ততঃ।
অঙ্গহারৈশ্চ দেব্যশ্চ উপনৃত্যেয়ুরগ্রতঃ ॥

শুদ্ধ ব্যক্তিগণ চারদিকে ফুলের মালা ছড়িয়ে দিবেন। দেবীগণ (নর্তকীগণ) অঙ্গহারসহ অগ্রভাগে নৃত্য করবেন।

১৫৯-১৬০। যস্তাণ্ডববিধিঃ প্রোক্তো নৃত্তং পিণ্ডীসমন্বিতঃ।
রেচকৈরঙ্গহারৈশ্চ ন্যাসোপন্যাসসংযুতঃ ॥
নান্দীপদানাং মধ্যে তু এবৈকস্মিন্ পৃথক্ পৃথক্।
প্রযোক্তব্যো বিধিঃ সম্যক্ চিত্রভাবমভীপ্সুভিঃ ॥

চিত্র (বা মিশ্র) ভাবে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ কর্তৃক নান্দীপাদগুলির মধ্যে (অর্থাৎ এক এক পাদের পরে) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পিণ্ডীযুক্ত, রেচক, অঙ্গহার, ন্যাস, উপন্যাস সংযুক্ত যে তাণ্ডবনৃত্য উক্ত হয়েছে তা সম্যক্‌রূপে প্রযোজ্য হবে।

১৬১। এবং কৃত্বা যথান্যায়ং শুদ্ধং চিত্রং প্রযত্নতঃ।
ততস্ত্বন্তর্হিতাঃ সর্বা ভবেয়ুর্দিব্যযোষিতঃ ॥

এইরূপে যথাবিধি শুদ্ধ (পূর্বরঙ্গ) যত্নসহকারে চিত্ররূপে সম্পাদিত হলে সকল দেবীগণ অন্তর্হিতা হবেন।

১৬২। নিষ্ক্রান্তাসু চ সর্বাসু নর্তকীষু ততঃ পরম্।
পূর্বরঙ্গে প্রযোক্তব্যমঙ্গজাতমতঃ পরম্ ॥

সকল নর্তকী প্রস্থান করলে পর পূর্বরঙ্গে অঙ্গসমূহ প্রযোজ্য।

১৬৩। এবং শুদ্ধো ভবেচ্চিত্রঃ পূর্বরঙ্গবিধানতঃ।
কার্যো নাতিপ্রসঙ্গোঽত্র গীতনৃত্তবিধিং প্রতি ॥

এভাবে পূর্বরঙ্গের বিধান অনুসারে শুদ্ধ, চিত্র হবে। এতে অতিরিক্ত পরিমাণে গান বা নাচ করণীয় হয়।

১৬৪। গীতে বাদ্যে চ নৃত্তে চ প্রবৃত্তেঽতিপ্রসঙ্গতঃ।
খেদো ভবেৎ প্রয়োক্তৄণাং প্রেক্ষকাণাং তথৈব চ ॥

গীত, বাদ্য ও নৃত্য অতিমাত্রায় হলে প্রযোক্তা ও দর্শকগণের ক্লান্তি বোধ হয়।

১৬৫। খিন্নানাং রসভাবেষু স্পষ্টতা নোপজায়তে।
ততঃ শেষপ্রয়োগস্তু ন রাগজনকো ভবেৎ ॥

রস ও ভাবে ক্লান্ত ব্যক্তিগণের (অনুভূতির) স্পষ্টতা হয় না। সেইজন্য অবশিষ্ট অনুষ্ঠান মনোরঞ্জক হয় না।

১৬৬। ত্র্যস্রং বা চতুরস্রং বা শুদ্ধং চিত্রমথাপি বা।
প্রযুজ্য রঙ্গান্নিষ্ক্রামেৎ সূত্রধারঃ সহানুগঃ ॥

ত্র্যস্র, চতুরস্র, শুদ্ধ বা চিত্র (পূর্বরঙ্গ) প্রয়োগ করে সানুচর সূত্রধার রঙ্গ থেকে প্রস্থান করবেন।

নাট্যানুষ্ঠানের স্থাপনা

১৬৭। প্রযুজ্য বিধিনৈবং তু পূর্বরঙ্গং প্রয়োগতঃ।
স্থাপকঃ প্রবিশেৎ তত্র সূত্রধারগুণাকৃতিঃ ॥

এভাবে যথাবিধি পূর্বরঙ্গ প্রযুক্ত হলে পর সূত্রধারের গুণ ও আকৃতি সম্পন্ন স্থাপক[১] সেখানে প্রবেশ করবেন।

১৬৮। স্থানং তু বৈষ্ণবং কৃত্বা সৌষ্ঠবাঙ্গপুরস্কৃতম্।
প্রবিশ্য রঙ্গং তৈরেব সূত্রধারপদৈর্ব্রজেৎ ॥

অঙ্গসৌষ্ঠব[২] সহকারে বৈষ্ণব[৩] স্থান অবলম্বনপূর্বক (তিনি) রঙ্গে প্রবেশ করে সূত্রধারের ন্যায় পদক্ষেপেই চলে যাবেন।

১৬৯। স্থাপকস্য প্রবেশে তু কর্তব্যার্থানুগা ধ্রুবা।
চতুরস্রাথবা ত্র্যস্রা তত্র মধ্যলয়াশ্রিতা ॥

স্থাপকের প্রবেশকালে চতুরস্রা বা ত্র্যস্রা মধ্যলয়যুক্তা ধ্রুবা কর্তব্য কর্মানুসারী করণীয়।

১৭০। কুর্যাদনন্তরচারীং দেবব্রাহ্মণশংসিনীম্।
সুবাক্যমধুরৈঃ শ্লোকৈর্নানাভাবরসান্বিতৈঃ ॥

---

১. অভিনবগুপ্তের মতে, সূত্রধারই স্থাপক।

২. ১১।৫০-৫১ দ্রঃ।

৩. ১১।৮৯, ৯১ দ্রঃ।

এর পর মধুর বাক্য যুক্ত বিবিধ ভাব ও রসযুক্ত শ্লোকে দেবতা ও ব্রাহ্মণের স্তুতিসূচক চারী তিনি সম্পাদন করবেন।

১৭১। প্রসাদ্য রঙ্গং বিধিবৎ কবেনামানুকীর্তয়েৎ।
প্রস্তাবনাং ততঃ কুর্যাৎ কাব্যপ্রখ্যাপনাশ্রয়াম্॥

যথাবিধি রঙ্গ প্রসাদনের পরে তিনি কবির (অর্থাৎ নাট্যকারের) নাম কীর্তন করবেন। তারপর তিনি কাব্যের (অর্থাৎ নাট্যের) বস্তু নির্দেশক প্রস্তাবনা করবেন।

১৭২-১৭৪। দিব্যো দিব্যাশ্রয়ৈর্ভূত্বা মানুষো মানুষাশ্রয়ৈঃ।
দিব্যমানুষসংযোগো দিব্যো বা মানুষোঽপি বা॥
মুখবীজানুসদৃশং নানামার্গসমাশ্রয়ম্।
নানাবিধৈরুপক্ষেপৈঃ কাব্যোপক্ষেপণং ভবেৎ॥
প্রস্তাব্যৈবং তু নিষ্ক্রামেৎ কাব্যপ্রস্তাবকস্ততঃ।
এবমেষ প্রযোক্তব্যঃ পূর্বরঙ্গো যথাবিধি॥

তারপর কাব্যের (অর্থাৎ নাটকের) প্রস্তাবক এভাবে প্রস্তাবনা করে নিষ্ক্রান্ত হবেন। এভাবেই এই পূর্বরঙ্গ যথাবিধি প্রযোজ্য।

১৭৫। য ইমং পূর্বরঙ্গং তু বিধিনৈব প্রযোজয়েৎ।
নাশুভং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিৎ স্বর্গলোকং চ গচ্ছতি॥

যে এই পূর্বরঙ্গ যথাবিধি প্রয়োগ করে, সে কোন অমঙ্গল প্রাপ্ত হয় না এবং স্বর্গে গমন করে।

১৭৬। যশ্চেমং বিধিমুৎসৃজ্য যথেষ্টং সংপ্রযোজয়েৎ।
প্রাপ্নোত্যপচয়ং ঘোরং তির্যগ্ যোনিং চ গচ্ছতি॥

যে এই বিধি লংঘন করে ইচ্ছানুসারে প্রয়োগ করে, সে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নীচ প্রাণীর জন্ম লাভ করে।

১৭৭। ন তথাগ্নিঃ প্রদহতি প্রভঞ্জনসমীরিতঃ।
যথা হ্যপপ্রয়োগস্তু প্রযুক্তো দহতি ক্ষণাৎ॥

(পূর্বরঙ্গের) অপপ্রয়োগ যেমন মুহূর্তে দগ্ধ করে, প্রবল বায়ু চালিত অগ্নি তেমন করে না।

১৭৮। ইত্যেবাবন্তিপাঞ্চালদাক্ষিণাত্যৌড্রমাগধৈঃ।
কর্তব্যঃ পূর্বরঙ্গস্তু দ্বিপ্রমাণবিনির্মিতঃ॥

দুইভাবে নির্মিত পূর্বরঙ্গ এইভাবেই অবন্তি, পঞ্চাল, দাক্ষিণাত্য, ওড্র (উড়িষ্যা) ও মগধবাসিগণ প্রয়োগ করবেন।

১৭৯। এষ বঃ কথিতো বিপ্রাঃ পূর্বরঙ্গাশ্রিতো বিধিঃ।
ভূয়ঃ কিং কথ্যতাং সম্যঙ্ নাট্যবেদবিধিং প্রতি॥

হে বিপ্রগণ, এই পূর্বরঙ্গ-সংক্রান্ত নিয়ম আপনাদেরকে বললাম। নাট্যবেদ বিষয়ক নিয়ম সম্বন্ধে আর কি সম্যক্‌ভাবে উক্ত হবে?

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পূর্বরঙ্গবিধান নামক
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রসবিকল্প

মুনিগণের প্রশ্ন

১-৩। পূর্বরঙ্গবিধিং শ্রুত্বা পুনরাহুর্মহত্তমাঃ।
মুনয়ো ভরতং সর্বে প্রশ্নান্ পঞ্চ ব্রবীহি নঃ॥
যে রসা ইতি পঠ্যন্তে নাট্যে নাট্যবিচক্ষণৈঃ।
রসত্বং কেন বা তেষাং এতদাখ্যাতুমর্হসি॥
ভাবাশ্চৈব কথং প্রোক্তাঃ কিং বা তে ভাবয়ন্তি হি।
সংগ্রহং কারিকাং চৈব নিরুক্তং চৈব তত্ত্বতঃ॥

শ্রেষ্ঠ মুনিগণ পূর্বরঙ্গের নিয়ম শুনে ভরতকে পুনরায় বললেন—আমাদের পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন। নাট্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নাট্যে যে সকল রস বলে থাকেন, কি করে তাদের রসত্ব হয় তা ব্যাখ্যা করুন। ভাবগুলিও কেন উক্ত হয়, সেগুলি কি বা ভাবায়? সংগ্রহ[১], কারিকা[২] ও নিরুক্তের[৩] তত্ত্বই বা কি?

ভরতের উত্তর

৪। তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা মুনীনাং ভরতো মুনিঃ।
প্রত্যুবাচ পুনর্বাক্যং রসভাববিকল্পনম্॥

ভরতমুনি সেই মুনিগণের কথা শুনে রস ও ভাবের প্রভেদ সম্বন্ধে উত্তর সম্বলিত কথা বললেন।

৫-৭। অহং বঃ কথয়িষ্যামি নিখিলেন তপোধনাঃ।
সংগ্রহং কারিকাং চৈব নিরুক্তং চ যথাক্রমম্॥

১-৩। এগুলির কালানুক্রম সম্বন্ধে ডঃ সুশীলকুমার দে'র Sanskrit Poetics নামক গ্রন্থ দ্রঃ। কারিকা শব্দের অর্থ স্মৃতিসহায়ক শ্লোক। নিরুক্ত শব্দে বোঝায় ব্যুৎপত্তি, প্রকৃতি প্রত্যয়াদি নির্ধারণ।

ন শক্যমিহ নাট্যস্য গন্তুমন্তং কথঞ্চন।
কস্মাদ্ বহুত্বাদ্ জ্ঞানানাং শিল্পানং চাপ্যনন্ততঃ ॥
একস্যাপি ন বৈ শক্যমন্তং জ্ঞানার্ণবস্য হি।
গন্তুং কিমুত সর্বেষাং জ্ঞানানামর্থতত্ত্বতঃ ॥

হে তাপসগণ, আমি আপনাদেরকে সংগ্রহ, কারিকা ও নিরুক্ত সম্বন্ধে সব যথাক্রমে বলব। (অগাধ) নাট্যের (অর্থাৎ নাট্যশাস্ত্রের) অন্তে কোনপ্রকারে পৌঁছান যায় না; কেননা, জ্ঞান[১] ও শিল্প[২] অনন্ত। একটি জ্ঞানসমুদ্রের অন্তই পাওয়া যায় না, সকল জ্ঞানের অর্থ ও তত্ত্বের কথা আর কি বলা যায়?

৮। কিন্ত্বল্পসূত্রগূঢ়ার্থমনুমানপ্রসাধকম্।
নাট্যস্যাস্য প্রবক্ষ্যামি রসভাবাদিসংগ্রহম্ ॥

কিন্তু এই নাট্যের (নাট্যশাস্ত্রের) অল্পসূত্র হেতু গূঢ়ার্থযুক্ত ও অনুমানের সহায়ক রস, ভাব প্রভৃতির সংগ্রহ সম্বন্ধে বলব।

সংগ্রহ, কারিকা ও নিরুক্তের সংজ্ঞা

৯। বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাং সূত্রভাষ্যয়োঃ।
নিবন্ধো যঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিদুর্বুধাঃ ॥

সবিস্তারে উপদিষ্ট বিষয়সমূহের সূত্র ও ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত নিবন্ধকে পণ্ডিতগণ সংগ্রহ বলে জানেন।

১০। রসা ভাবা হ্যভিনয়া ধর্মোবৃত্তিপ্রবৃত্তয়ঃ।
সিদ্ধিস্বরাস্তথাতোদ্যং গানং রঙ্গশ্চ সংগ্রহঃ ॥

(নাট্যবেদের) সংগ্রহে আছে রস, ভাব, অভিনয়, ধর্মী[৩], বৃত্তি, প্রবৃত্তি (অর্থাৎ স্থানীয় আচার-ব্যবহার), সিদ্ধি, স্বর, আতোদ্য (অর্থাৎ বাদ্য), গান ও রঙ্গ (প্রভৃতির আলোচনা)।

---

১. ব্যাকরণাদি শাস্ত্র (অভিনবগুপ্ত)।

২. চিত্রপুস্তাদিকম্ (ঐ)। পুস্তশব্দের অর্থ অভিনয়ের সহায়ক মাটি প্রভৃতির তৈরী নানা জিনিস।

৩. ৬।২৪ দ্রঃ।

১১। অল্পাভিধানেনার্থো যঃ সমাসেনোচ্যতে বুধৈঃ।
সূত্রতঃ সা তু বিজ্ঞেয়া কারিকাঽর্থপ্রদর্শিনী ॥

তাকে বলে অর্থবোধক কারিকা যাতে পণ্ডিতগণ অল্প কথায় সংক্ষেপে সূত্রাকারে কোন বিষয় সম্বন্ধে বলেন।

১২-১৩। নানানামাশ্রয়োৎপন্নং নিঘণ্টুং নিগমান্বিতম্।
ধাত্বর্থহেতুসংযুক্তং নানাসিদ্ধান্তসাধিতম্।
স্থাপিতোঽর্থো ভবেদ্যত্র সমাসেনার্থসূচকঃ।
ধাত্বর্থবচনেনেহ নিরুক্তং তৎ প্রচক্ষতে ॥

তাকে বলে নিরুক্ত যাতে আছে নানা নামাশ্রিত নিগম[১] যুক্ত ধাতু, অর্থ ও যুক্তি সংযুক্ত নানা সিদ্ধান্তদ্বারা সিদ্ধ নিঘণ্টু[২], যেখানে সংক্ষেপে অর্থবোধক ধাতু ও অর্থ দ্বারা কোন বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৪। সংগ্রহো যো ময়া প্রোক্তঃ সমাসেন দ্বিজোত্তমাঃ।
বিস্তরং তস্য বক্ষ্যামি সনিরুক্তং সকারিকম্ ॥

হে ব্রাহ্মণগণ, আমি সংক্ষেপে যে সংগ্রহ বলেছি, তার বিস্তৃত বিবরণ নিরুক্ত ও কারিকা সহকারে বলব।

অষ্টরস

১৫। শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ॥

শৃংগার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত সংজ্ঞক এই আটটি[৩] নাট্যরস বলে কথিত।

১৬। এতে হ্যষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা দ্রুহিণেন মহাত্মনা।
পুনশ্চ ভাবান্ বক্ষ্যামি স্থায়িসঞ্চারিসত্ত্বজান্ ॥

---

১. এই শব্দে বোঝায় বেদ, বেদাঙ্গ, পবিত্র উপদেশ, শব্দের মূল ধাতু, নিশ্চয়তা, যুক্তি ইত্যাদি। এখানে বোধ হয় 'পরম্পরাগত' অর্থ অভিপ্রেত।

২. শব্দের তালিকা বা কোষ। যাস্কের 'নিরুক্ত' নামক গ্রন্থে ব্যাখ্যাত শব্দরাশির কোষ এই নামে পরিচিত।

৩. পরবর্তী অলঙ্কারশাস্ত্রে শান্তনামে নবম রস স্বীকৃত হয়েছে।

এই আটটি রস মহাত্মা ব্রহ্মা বলেছিলেন। আমি আবার স্থায়ী, সঞ্চারী ও সাত্ত্বিক ভাবগুলি বলব।

১৭। রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়—এইগুলি স্থায়িভাব নামে খ্যাত।

১৮-২১। নির্বেদগ্লানিশঙ্কাখ্যাস্তথাসূয়ামদশ্রমাঃ।
আলস্যং চৈব দৈন্যং চ চিন্তা মোহঃ স্মৃতি র্ধৃতিঃ ॥
ব্রীড়া চপলতা হর্ষ আবেগো জড়তা তথা।
গর্বো বিষাদ ঔৎসুক্যং নিদ্রাপস্মার এব চ ॥
সুপ্তং প্রবোধোঽমর্ষশ্চাপ্যবহিত্থমথোগ্রতা।
মতির্ব্যাধিরথোন্মাদস্তথা মরণমেব চ ॥
ত্রাসশ্চৈব বিতর্কশ্চ বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।
ত্রয়স্ত্রিংশদমী ভাবাঃ সমাখ্যাতাস্তু নামতঃ ॥

নির্বেদ, গ্লানি, শংকা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া[১], চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার[২], সুপ্ত, প্রবোধ, অমর্ষ[৩], অবহিত্থ[৪], উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস, বিতর্ক—এই তেত্রিশটি ব্যভিচারী[৫] ভাব নামে খ্যাত।

আটটি সাত্ত্বিক ভাব

২২। স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরসাদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥

স্তম্ভ (অবশ ভাব), স্বেদ (ঘর্ম), রোমাঞ্চ, স্বরসাদ (স্বরভঙ্গ), বেপথু (কম্প), বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় (মূর্ছা)—এই আটটি সাত্ত্বিক (ভাব) বলে কথিত।

---

১. লজ্জা।
২. মৃগী রোগ, মূর্ছা।
৩. ক্রোধ।
৪. ভয় লজ্জাদিহেতু নৃত্যাদিসূচক মুখরাগাদির গোপন।
৫. অলংকারশাস্ত্রে সঞ্চারী নামেও অভিহিত।

চার প্রকার অভিনয়

২৩। আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা।
চত্বারোঽভিনয়া হ্যেতে বিজ্ঞেয়া নাট্যসংশ্রয়াঃ॥

আঙ্গিক[১], বাচিক[২], আহার্য[৩], সাত্ত্বিক[৪],—এই চার প্রকার অভিনয় নাট্যাশ্রিত বলে জ্ঞাত।

চার বৃত্তি

২৪-২৫ (ক)। লোকধর্মী নাট্যধর্মী ধর্মী তু দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ।
ভারতী সাত্ত্বতী চৈব কৈশিক্যারভটী তথা॥
চতস্রো বৃত্তয়ো হ্যেতা যাস্থ নাট্যং প্রতিষ্ঠিতম্।

ধর্মী[৫] দ্বিবিধ—লোকধর্মী, ও নাট্যধর্মী। ভারতী, সাত্ত্বতী, কৈশিকী, আরভটী—এই চারটি বৃত্তি[৬]; এগুলিতে নাট্য প্রতিষ্ঠিত।

চার প্রবৃত্তি

২৫ (খ)-২৬ (ক)। আবন্তী দাক্ষিণাত্যা চ তথা চৈবৌড্রমাগধী॥
পাঞ্চালী মধ্যমা চৈব জ্ঞেয়া নাট্যপ্রবৃত্তয়ঃ।

আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, ওড্রমাগধী ও পাঞ্চালীমধ্যমা নাট্যপ্রবৃত্তি[৭] নামে জ্ঞাত।

দুই সিদ্ধি

২৬ (খ)। দৈবিকী মানুষী চৈব সিদ্ধিঃ স্যাদ্দ্বিবিধৈব চ॥

দৈবী ও মানুষী—সিদ্ধি[৮] এই দুই প্রকার।

---

১. ৮ম থেকে ১২শ অধ্যায়ে বর্ণিত।

২. ১৫শ-২২শ অধ্যায়ে আলোচিত।

৩. ২৩শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৪. ২৪ অধ্যায়ে দ্রঃ।

৫. অভিনয়ে প্রচলিত রীতিনীতি।

৬. ২২।১ থেকে দ্রঃ।

৭. ১৪।৩৬-৫৬ দ্রঃ।

৮. ২৭।১ থেকে দ্রঃ।

সপ্ত স্বর

২৭ (ক)। শারীরা বৈণবাশ্চৈব সপ্ত ষড়্‌জাদয়ঃ স্বরাঃ।

শারীর (শরীরজ) ও বৈণব[১] (বীণাজাত)—এই দুই শ্রেণীর স্বর ষড়্‌জাদি-ভেদে সাতটি[২]।

২৭ (খ)-২৯ (ক)। ততং চৈবাবনদ্ধং চ ঘনং সুষিরমেব চ ॥
চতুর্বিধং চ বিজ্ঞেয়মাতোদ্যং লক্ষণান্বিতম্‌।
ততং তন্ত্রীগতং জ্ঞেয়মবনদ্ধং তু পৌষ্করম্‌॥
ঘনস্তু তালো বিজ্ঞেয়ঃ সুষিরো বংশ এব চ।

(বিশিষ্ট) লক্ষণযুক্ত চার প্রকার বাদ্য জ্ঞাত—তত, অবনদ্ধ, ঘন ও সুষির। তত তারে নির্মিত বলে জ্ঞাত, অবনদ্ধ চামড়ায় মোড়া, ঘন (কর) তাল বলে জ্ঞাত, সুষির হল বাঁশী।

পাঁচ প্রকার ধ্রুবা

২৯ (খ)-৩০ (ক)। প্রবেশাক্ষেপনিষ্ক্রামপ্রাসাদিকমথান্তরম্‌॥
গানং পঞ্চবিধং জ্ঞেয়ং ধ্রুবাযোগসমন্বিতম্‌।

প্রবেশ, আক্ষেপ, নিষ্ক্রাম, প্রাসাদিক ও আন্তর—ধ্রুবাগান[৩] এই পাঁচ প্রকার বলে জ্ঞাত।

ত্রিবিধ রঙ্গ

৩০ (খ)। চতুরস্রো বিকৃষ্টশ্চ রঙ্গস্ত্র্যস্রশ্চ কীর্তিতঃ॥

চতুরস্র, বিকৃষ্ট ও ত্র্যস্র—রঙ্গ এই ত্রিবিধ।

৩১। এবমেষোঽল্পসূত্রার্থো ব্যাদিষ্টো নাট্যসংগ্রহঃ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি সূত্রগ্রন্থবিকল্পনম্‌॥

এভাবে এই অল্প সূত্রে অর্থবোধক নাট্যসংগ্রহ আদিষ্ট হয়েছে। এর পরে সূত্রগ্রন্থের বিষয়বস্তু বলব।

---

১. ২৮।১, ২ দ্রঃ।

২. ২৮।২১ দ্রঃ।

৩. ৩২।৬০ থেকে। সঙ্গীতরত্নাকর—প্রবন্ধাধ্যায় ৭ থেকে।

তত্র রসানেব তাবদাদাবভিধাস্যামঃ। ন হি রসাদৃতে কশ্চিদপ্যর্থঃ প্রবর্ততে। তত্র বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ। কো বা দৃষ্টান্ত ইতি চেৎ—উচ্যতে যথা নানাব্যঞ্জনৌষধিদ্রব্যসংযোগা-দ্রসনিষ্পত্তিঃ, তথা নানাভাবোপগমাদ্রসনিষ্পত্তিঃ। যথা হি গুড়াদিভির্দ্রব্যৈর্ব্যঞ্জনৈরোষধীভিশ্চ ষড্ রসা নির্বর্তন্তে, এবং নানা-ভাবোপহিতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি। অত্রাহ—রস ইতি কঃ পদার্থঃ? উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাৎ। কথমাস্বাদ্যতে রসঃ? অত্রোচ্যতে—যথাহি নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতমন্নং ভুঞ্জানা রসানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ পুরুষা হর্ষাদীংশ্চাপ্যধিগচ্ছন্তি, তথা নানাভাবাভিনয়-ব্যঞ্জিতান্ বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ স্থায়িভাবানাস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষকা হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি। 'তস্মান্ নাট্যরসাঃ' ইতি ব্যাখ্যাতাঃ। অত্রানুবংশ্যৌ শ্লোকৌ ভবতঃ—

তার মধ্যে রসসমূহ সম্বন্ধেই প্রথমে বলব। রস ছাড়া কোন বিষয় হয় না। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী (ভাবের) সংযোগে[১] রসনিষ্পত্তি[২] হয়। দৃষ্টান্ত কি? এই প্রশ্নের উত্তর—যেমন নানা তরকারী, ওষধি দ্রব্য সংযোগে (কটু অম্লাদি) রস জন্মে, তেমনই নানাভাবের উপস্থিতিতে হয় রসনিষ্পত্তি। যেমন গুড়াদি দ্রব্যসমূহ, তরকারী ও ওষধিসমূহের দ্বারা ছয়টি রস উৎপন্ন হয়, তেমনই নানা ভাবের মিশ্রণে স্থায়িভাবসমূহ রসত্ব প্রাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—রস বস্তুটি কি? উত্তর—যেহেতু এটি আস্বাদিত হয় (সেই হেতু রস নাম হয়েছে)। রস কি করে আস্বাদিত হয়? এর উত্তর—যেমন সুমনা ব্যক্তিগণ নানা ব্যঞ্জনে সংস্কৃত অন্ন ভক্ষণ করতে করতে রসসমূহ আস্বাদন করেন, এবং আনন্দাদি লাভ করেন, তেমনই সহৃদয় দর্শকগণ নানা ভাবের বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ে ব্যক্ত স্থায়িভাবসমূহ আস্বাদন করেন ও আনন্দাদি উপভোগ করেন। এর থেকে নাট্যরস ব্যাখ্যাত হল। এ বিষয়ে দুইটি পরম্পরাগত শ্লোক আছে—

---

১. স্থায়িভাবের সহিত সংযোগ। এই স্থায়িভাবের উল্লেখ সংজ্ঞায় নেই।

২. নিষ্পত্তি শব্দের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা আছে। লোল্লট, শংকুক, ভট্টনায়ক ও অভিনবগুপ্ত এই শব্দের অর্থ করেছেন যথাক্রমে উৎপত্তি, অনুমিতি, ভুক্তি, অভিব্যক্তি। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য S. K. De, Sanskrit Poetics নামক গ্রন্থে রসবাদের আলোচনা।

৩২-৩৩। যথা বহুদ্রব্যযুতৈর্ব্যঞ্জনৈর্বহুভির্যুতম্।
আস্বাদয়ন্তি ভুঞ্জানা ভক্তং ভক্তবিদো জনাঃ॥
ভাবাভিনয়সংযুক্তাঃ স্থায়িভাবাংস্তথা বুধাঃ।
আস্বাদয়ন্তি মনসা তস্মান্নাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ॥

যেমন ভোজনরসিক ব্যক্তিগণ বহু দ্রব্য ও ব্যঞ্জনযুক্ত ভোজ্য ভোজন করতে করতে (রস) আস্বাদন করেন, তেমনই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভাবের অভিনয়যুক্ত স্থায়িভাবসমূহ মনে মনে আস্বাদন করেন। সেইজন্য নাট্যরস খ্যাত।

অত্রাহ—কিংরসেভ্যো ভাবানামভিনির্বৃত্তিরুতাহো ভাবেভ্যো রসানামিতি? অত্র কেষাঞ্চিন্মতং পরস্পরসম্বন্ধাদেষামভিনির্বৃত্তিরিতি। তত্র। কস্মাৎ? দৃশ্যতে হি ভাবেভ্যো রসানামভিনির্বৃত্তিরিতি, ন তু রসেভ্যো ভাবানামভিনির্বৃত্তিরিতি। ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

এ বিষয়ে বলা হয়েছে—রসগুলি থেকে ভাবসমূহের, না ভাবগুলি থেকে রসসমূহের উদ্ভব হয়? এ বিষয়ে কারও মত এই যে, পারস্পরিক সম্বন্ধ থেকে এদের উদ্ভব হয়। তা নয়, কেন? ভাবসমূহ থেকে রসসমূহের উদ্ভব দেখা যায়, কিন্তু রসসমূহ থেকে ভাবসমূহের উদ্ভব হয় না। এ বিষয়ে শ্লোক আছে—

৩৪-৩৫। নানাভিনয়সম্বন্ধান্ ভাবয়ন্তি রসানিমান্।
যস্মাত্তস্মাদমী ভাবা বিজ্ঞেয়া নাট্যযোক্তৃভিঃ॥
নানাদ্রব্যৈর্বহুবিধৈর্ব্যঞ্জনং ভাব্যতে যথা।
এবং ভাবা ভাবয়ন্তি রসানভিনয়ৈঃ সহ॥

যেহেতু এইগুলি নানা অভিনয় সম্বন্ধ এই রসগুলিকে ভাবায় সেইজন্য নাট্য প্রযোক্তাগণ এইগুলিকে ভাব বলে জানেন। নানাবিধ দ্রব্যে ব্যঞ্জন যেমন ভাবিত (উৎপন্ন, আস্বাদিত হয়), তেমনই ভাবসমূহ অভিনয়ের দ্বারা রসসমূহ ভাবিত করে।

৩৬। ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ।
পরস্পরকৃতা সিদ্ধিস্তয়োরভিনয়ে ভবেৎ॥

ভাবশূন্য রস, রসশূন্য ভাব হয় না। এই দুইয়ের অভিনয়ে পরস্পর কৃত সিদ্ধি হয়।

৩৭। ব্যঞ্জনৌষধিসংযোগো যথান্নং স্বাদুতাং নয়েৎ।
এবং ভাবা রসাশ্চৈব ভাবয়ন্তি পরস্পরম্ ॥

ব্যঞ্জন ও ওষধির সংমিশ্রণ যেমন অন্নকে সুস্বাদু করে, তেমনই ভাব ও রস-সমূহ পরস্পরকে ভাবিত (ব্যক্ত) করে।

৩৮। যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং যথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে ততো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ ॥

যেমন বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফুল ফল হয়, তেমনই সকল রস ভাবসমূহের মূল, ভাবগুলি আবার সকল রসের মূল।

এতেষাং রসানামুৎপত্তিবর্ণদৈবতনিদর্শনান্যভিব্যাখ্যাস্যামঃ। তেষামুৎপত্তি-হেতবশ্চত্বারো রসাঃ। তদ্‌যথা শৃঙ্গারো রৌদ্রোবীরো বীভৎস ইতি।[১]

অত্র—

এ বিষয়ে (শ্লোক)

৩৯। শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেদ্ধাস্যো রৌদ্রাত্তু করুণো রসঃ।
বীরাচ্চৈবাদ্ভুতোৎপত্তির্বীভৎসাচ্চ ভয়ানকঃ ॥

শৃংগার থেকে হাস্য, রৌদ্র থেকে করুণ, বীর থেকে অদ্ভুত, বীভৎস থেকে ভয়ানক উদ্ভূত হয়।

৪০-৪১। শৃঙ্গারানুকৃতির্যা তু স হাস্য ইতি সংজ্ঞিতঃ।
রৌদ্রস্যাপি চ যৎ কর্ম স জ্ঞেয়ো করুণো রসঃ ॥
বীরস্যাপি চ যৎ কর্ম সোঽদ্ভুতঃ পরিকীর্তিতঃ।
বীভৎসদর্শনং যচ্চ ভবেৎ স তু ভয়ানকঃ ॥

অথ বর্ণাঃ—

শৃংগারের যে অনুকরণ তা হাস্য নামে অভিহিত। রৌদ্রের যা কর্ম (বা ফল) তা করুণরস নামে খ্যাত। বীরের যা কর্ম তা অদ্ভুত নামে ঘোষিত। যা দেখতে বীভৎস তাই ভয়ানক।

বর্ণ

৪২-৪৩। শ্যামো ভবেত্তু শৃঙ্গারঃ সিতো হাস্যঃ প্রকীর্তিতঃ।
কপোতঃ করুণশ্চৈব রক্তো রৌদ্রঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

---

১. ভোজ এই মতবাদের সমালোচনা করেছেন। দ্রঃ রামস্বামী শাস্ত্রী, ভাবপ্রকাশন, Introduction, p. 28; V. Raghavan, 'শৃঙ্গারপ্রকাশ', ২৭।

গৌরো বীরস্তু বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণশ্চাপি ভয়ানকঃ।
নীলবর্ণস্তু বীভৎসঃ পীতশ্চৈবাদ্ভুতঃ স্মৃতঃ ॥

অথ দৈবতানি—

শৃংগার হয় শ্যামবর্ণ, হাস্য সাদা, করুণ কপোতবর্ণ (অর্থাৎ ধূসর), রৌদ্র লাল, বীর গৌর, ভয়ানক কাল, বীভৎস নীল, অদ্ভুত হলুদ।

দেবতা

৪৪-৪৫। শৃঙ্গারো বিষ্ণুদৈবতো হাস্যঃ প্রমথদৈবতঃ।
রৌদ্রো রুদ্রাধিদেবশ্চ করুণো যমদৈবতঃ ॥
বীভৎসস্য মহাকালঃ কালদেবো ভয়ানকঃ।
বীরো মহেন্দ্রদেবঃ স্যাদদ্ভুতো ব্রহ্মদৈবতঃ ॥

শৃংগারের দেবতা বিষ্ণু, হাস্যের প্রমথ, রৌদ্রের রুদ্র, করুণের যম, বীভৎসের মহাকাল, ভয়ানকের কাল, বীরের মহেন্দ্র এবং অদ্ভুতের দেবতা ব্রহ্মা।

এবমেতেষামুৎপত্তির্বর্ণদৈবতান্যভিব্যাখ্যাতানি। ইদানীং বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযুক্তানাং লক্ষণনিদর্শনান্যভিব্যাখ্যাস্যামঃ। স্থায়িভাবাংশ্চ রসত্বমুপনেষ্যামঃ।

তত্র শৃঙ্গারো নাম রতিস্থায়িভাবপ্রভব উজ্জ্বলবেষাত্মকঃ যথা—যৎকিঞ্চিল্লোকে শুচি মেধ্যং দর্শনীয়ং বা তচ্ছৃঙ্গারেণোপমীয়তে। যস্তাবদুজ্জ্বলবেষঃ স শৃঙ্গারবানিত্যুচ্যতে। যথা চ গোত্রকুলাচারোৎপন্নান্যাপ্তোপদেশসিদ্ধানি পুংসাং নামানি ভবন্তি তথৈবৈষাং রসানাং ভাবানাং চ নাট্যাশ্রিতানাং চার্থানামাচারোৎপন্নান্যাপ্তোপদেশসিদ্ধানি নামানি এবমেব আচারসিদ্ধো হৃদ্যোজ্জ্বলবেষাত্মকত্বাচ্ছৃঙ্গারো রসঃ। স চ স্ত্রীপুংসহেতুক উত্তমযুবপ্রকৃতিঃ।

তস্য দ্বে অধিষ্ঠানে সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ। তত্র সম্ভোগস্তাবদ্ ঋতুমাল্যানুলেপনালঙ্কারেষ্টজনবিষয়বরভবনোপভোগোপবনগমনানুভবনশ্রবণদর্শনক্রীড়ালীলাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য নয়নচাতুর্যভ্রূবিক্ষেপকটাক্ষসঞ্চারললিতমধুরাঙ্গহারবাক্যাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ

প্রযোক্তব্যঃ। ব্যভিচারিণস্ত্রাসালস্যৌগ্র্য জুগুপ্সাবর্জাঃ। বিপ্রলম্ভকৃতস্তু নির্বেদগ্লানিশঙ্কাসূয়াশ্রমচিন্তৌৎসুক্যনিদ্রাসুপ্তস্বপ্নবিবোধব্যাধ্যুন্মাদাপস্ম-রজাড্যমোহমরণাদিভিরনুভাবৈরভিনেতব্যঃ। অত্রাহ—যদ্যয়ং রতিপ্রভবঃ শৃঙ্গারঃ কথমস্য করুণাশ্রয়িণো ভাবা ভবন্তি? অত্রোচ্যতে—পূর্ব-মেবাভিহিতং সম্ভোগবিপ্রলম্ভকৃতঃ শৃঙ্গার ইতি। বৈশিকশাস্ত্রৈশ্চ দশাবস্থোঽভিহিতঃ। তাশ্চ সামান্যাভিনয়ে বক্ষ্যামঃ।

করুণস্তু শাপক্লেশবিনিপতনেষ্টজনবিপ্রয়োগবিভবনাশবধবন্ধনসমুখো নিরপেক্ষভাব ঔৎসুক্যচিন্তাসমুত্থঃ সাপেক্ষভাবো বিপ্রলম্ভকৃতঃ। এবমন্যঃ করুণঃ অন্যশ্চ বিপ্রলম্ভঃ। এবমেষ সর্বভাবসংযুক্তঃ শৃঙ্গারো ভবতি। অপি চ—

এইরূপে এদের উৎপত্তি, বর্ণ ও দেবতা বলা হল। এখন বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী (ভাব) যুক্ত লক্ষণ ও উদাহরণ বলব। যে সকল স্থায়িভাব রসত্বে পরিণত হয় ঐগুলি বলব।

তাদের মধ্যে শৃংগার রস শৃংগার রতিনামক স্থায়িভাব থেকে উদ্ভূত ও উজ্জ্বল বেষাত্মক। যথা—পৃথিবীতে যা কিছু শুভ্র, পবিত্র, সুদর্শন তা শৃংগারের সঙ্গে উপমিত হয়। যে উজ্জ্বলবেষ পরিহিত সে শৃংগারবান্ বলে অভিহিত হয়। যেমন লোকের নাম গোত্র, বংশ ও আচার থেকে উৎপন্ন ও প্রামাণ্য ব্যক্তির উপদেশানুসারে হয়, তেমনই নাট্যসংক্রান্ত এই রস ও ভাবসমূহের এবং অন্যান্য বিষয়ের নাম হয় আচার থেকে উৎপন্ন এবং প্রামাণ্য লোকের উপদেশ অনুসারে সিদ্ধ। এইরূপে এই আচারসিদ্ধ, হৃদয়গ্রাহী রস উজ্জ্বলবেষাত্মক বলে শৃংগার (নামে অভিহিত)। ঐ (রস) স্ত্রীপুরুষ থেকে উৎপন্ন এবং উত্তম যুবাপুরুষের প্রকৃতিসম্পন্ন।

ঐ (রসের) স্থান দুইটি, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। তার মধ্যে সম্ভোগ (শৃংগার) ঋতু, মালা, অনুলেপন, অলংকার, প্রিয়জনসঙ্গ ও অতিসুন্দর গৃহের উপভোগ, প্রমোদোদ্যানে গমন, অনুভূতি, শ্রবণ, দর্শন, ক্রীড়া, লীলাদি বিভব দ্বারা উৎপন্ন হয়। নেত্রচাতুর্য, ভ্রূবিক্ষেপ, কটাক্ষ, সুন্দর গতি, মধুর অঙ্গহার ও বাক্যাদি অনুভাব দ্বারা সেই (রসের) অভিনয় প্রযোজ্য। ব্যভিচারী ভাবগুলি হয় ভয়, আলস্য ও জুগুপ্সাবর্জিত। বিপ্রলম্ভকৃত (শৃংগার) নির্বেদ, গ্লানি, শংকা, অসূয়া, শ্রম, চিন্তা, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, স্বপ্ন, জাগরণ, রোগ, উন্মাদ,

অপস্মার, জড়তা, মোহ, মরণাদি অনুভাব দ্বারা অভিনেয়। এই বিষয়ে বলা হয়েছে—যদি এই (রস) রতি থেকে জাত হয়, তাহলে এর ভাবগুলি করুণ (রসাশ্রিত) হয় কি করে? এই সম্বন্ধে উত্তর—পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শৃংগার সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ দ্বারা কৃত হয়। বৈশিকশাস্ত্র কর্তৃক (শৃংগার) দশাবস্থ বলে অভিহিত হয়েছে। সামান্য অভিনয়ে[১] ঐ অবস্থাগুলি বলব। করুণ (রস) শাপ, ক্লেশ, বিনিপাত, প্রিয়জনের বিরহ, বিত্তনাশ, বধ, বন্ধন থেকে উদ্ভূত ও নৈরাশ্যযুক্ত। বিপ্রলম্ভকৃত (শৃংগার) ঔৎসুক্য ও চিন্তা থেকে উদ্ভূত ও আশাবাদযুক্ত। এইরূপে করুণরস ও বিপ্রলম্ভ (শৃংগার) বিভিন্ন। এইরূপে শৃংগার সকল ভাব সংযুক্ত হয়।

৪৬। সুখপ্রায়েষ্টসম্পন্ন ঋতুমাল্যাদিসেবকঃ।
পুরুষপ্রমদাযুক্তঃ শৃঙ্গার ইতি সংজ্ঞিতঃ॥

তাছাড়া (উক্ত হয়েছে)—সুখবহুল, প্রিয় বস্তুযুক্ত, ঋতু, মালা প্রভৃতির সেবক ও পুরুষনারী (র প্রেমের সঙ্গে) যুক্ত (রস) শৃংগার নামে অভিহিত হয়।

অপি চাত্র সূত্রানুবন্ধে আর্যে ভবতঃ—

এ ছাড়া (উক্ত) সূত্রের সঙ্গে সংপৃক্ত দুটি আর্যাছন্দের শ্লোক আছে—

৪৭-৪৮। ঋতুমাল্যালঙ্কারৈঃ প্রিয়জনগান্ধর্বকাব্যসেবাভিঃ।
উপবনগমনবিহারৈঃ শৃঙ্গাররসঃ সমুদ্ভবতি॥
নয়নবদনপ্রসাদৈঃ স্মিতমধুরবচোধৃতিপ্রমোদৈশ্চ।
মধুরৈশ্চাঙ্গবিকারৈস্তস্যাভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ॥

ঋতু, মালা, অলঙ্কার, প্রিয়জনের সঙ্গ, সঙ্গীত ও কাব্যের উপভোগ, প্রমোদোদ্যানে গমন ও বিহারের দ্বারা শৃংগাররস উদ্ভূত হয়। তার অভিনয় নেত্র বদনের প্রসন্নতা, স্মিতহাস্য, মধুর বাক্য, ধৈর্য, প্রমোদ ও মধুর অঙ্গভঙ্গী দ্বারা করণীয়।

হাস্যরস

অথ হাস্যো নাম হাসস্থায়িভাবাত্মকঃ। স চ বিকৃতবেষালঙ্কার-ধার্ষ্ট্যলৌল্যকুহকাসৎপ্রলাপব্যঙ্গদর্শনদোষোদাহরণাদিভির্বিভাবৈরুৎপ-

১. দ্রঃ ২৪শ অধ্যায়।

হ্যতে। তস্যোষ্ঠদংশননাসাকপোলস্পন্দনদৃষ্টিব্যাকোশাকুঞ্চনস্বেদাস্যরাগ-পার্শ্বগ্রহণাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ ব্যভিচারিণশ্চাস্য আলস্যা-বহিত্থাতন্দ্রানিদ্রাস্বপ্নপ্রবোধাসূয়াদয়ঃ। দ্বিবিধশ্চায়মাত্মস্থঃ পরস্থশ্চ। যদা স্বয়ং হসতি তদাত্মস্থঃ। যদাপরং হাসয়তি তদা পরস্থঃ।

হাস্যের স্থায়িভাব হাস। এই (হাস্য) বিকৃত বেষ, অলংকার, ধৃষ্টতা, লোভ, কুহক[১], অসৎ প্রলাপ, বিকলাঙ্গদর্শন, দোষখ্যাপন প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। ওষ্ঠদংশন, নাসিকা ও গণ্ডস্থলের কম্পন, নেত্রের বিস্তার ও আকুঞ্চন, ঘর্ম, মুখরাগ, পার্শ্বদেশে হস্তস্থাপন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় প্রযোজ্য। এর ব্যভিচারিভাব আলস্য, অবহিত্থা,[২] তন্দ্রা, নিদ্রা, স্বপ্ন, জাগরণ ও অসূয়া প্রভৃতি। এই (রস) দ্বিবিধ—আত্মগত ও পরগত। যখন কেউ নিজে হাসে তখন আত্মগত। যখন অপরকে হাসান হয় তখন পরগত।

অত্রানুবংশ্যে আর্যে ভবতঃ—

এই বিষয়ে পরম্পরাগত দুইটি আর্যাশ্লোক আছে—

৪৯-৫০। বিপরীতালঙ্কারৈর্বিকৃতাচারাভিধানবেষৈশ্চ।
বিকৃতৈরঙ্গবিকারৈর্হসতীতি রসঃস্মৃতো হাস্যঃ॥
বিকৃতাকারৈর্বাক্যৈরঙ্গবিকারৈর্বিকৃতবেষৈশ্চ।
হাসয়তি জনং যস্মাৎ তস্মাদ্ জ্ঞেয়ো রসো হাস্যঃ॥

বিপরীত অলংকার, বিকৃত আচার, কথা, বেষ, বিকৃত অঙ্গভঙ্গী হেতু কেউ হাসলে যে রস হয় তা হাস্য নামে কথিত। বিকৃত রূপ, বাক্য, অঙ্গভঙ্গী ও বেষের দ্বারা লোককে হাসায় বলে (এই) রস হাস্য নামে জ্ঞাত।

৫১। স্ত্রীনীচপ্রকৃতাবেষ ভূয়িষ্ঠং দৃশ্যতে রসঃ।
ষড়্ ভেদাশ্চাস্য বিজ্ঞেয়াস্তাংশ্চ বক্ষ্যাম্যহং পুনঃ॥

এইরূপ রস স্ত্রীলোক ও নীচপ্রকৃতি লোকের মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। এর ছয়টি ভেদ; সেগুলি বলছি।

---

১. এর অর্থ যাদুবিদ্যা বা প্রতারণা।

২. ১৮—২১ শ্লোকের অনুবাদে পাদটীকা দ্রষ্টব্য

৫২। স্মিতমথ হসিতং বিহসিতমুপহসিতঞ্চাপহসিতমতিহসিতম্।
দ্বৌ দ্বৌ ভেদৌ স্যাতামুত্তমমধ্যমাধমপ্রকৃতৌ॥

স্মিতহাস্য, হসিত, বিহসিত, উপহসিত, অপহসিত, অতিহসিত; এদের দুই দুইটি উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রকৃতির লোকের মধ্যে থাকে।

৫৩। স্মিতহসিতে জ্যেষ্ঠানাং মধ্যানাং বিহসিতোপহসিতে চ।
অধমানামপহসিতং হ্যতিহসিতং চাপি বিজ্ঞেয়ম্॥

উত্তম প্রকৃতি লোকের হয় স্মিত ও হসিত, মধ্যম প্রকৃতির হয় বিহসিত ও উপহসিত, অধম প্রকৃতির হয় অপহসিত ও অতিহসিত।

অত্র শ্লোকাঃ—

এই বিষয়ে শ্লোকে—

৫৪। উত্তমানাম্—
ঈষদ্বিকসিতৈর্গণ্ডৈঃ কটাক্ষৈঃ সৌষ্ঠবান্বিতৈঃ।
অলক্ষিতদ্বিজং ধীরমুত্তমানাং স্মিতং ভবেৎ॥

উত্তমপ্রকৃতির লোকের হয় ঈষৎ বিকসিত গণ্ডস্থল ও সৌষ্ঠবযুক্ত কটাক্ষ সহকারে ধীর স্মিত; এতে দাঁত দেখা যায় না।

৫৫। উৎফুল্লাননেত্রৈস্তু গণ্ডৈর্বিকসিতৈরথ।
কিঞ্চিল্লক্ষিতদন্তং চ হসিতং তদ্বিধীয়তে॥

উৎফুল্ল মুখ, নেত্র ও বিকসিত গণ্ডসহ হয় হসিত; এতে দাঁত অল্প দেখা যায়।

অথ মধ্যানাম্—

মধ্যমদের

৫৬। আকুঞ্চিতাক্ষিগণ্ডং যৎ সস্বরং মধুরং তথা।
কালাগতং সাস্যরাগং তদ্বৈ বিহসিতং ভবেৎ॥

বিহসিতে চক্ষু ও গণ্ডস্থল আকুঞ্চিত হয়, এতে ধ্বনি থাকে এবং এটি হয় মধুর, উপলক্ষ্যের উপযোগী ও (উৎফুল্ল) মুখরাগযুক্ত।

৫৭। উৎফুল্লনাসিকং যচ্চ জিহ্মদৃষ্টিনিরীক্ষণম্।
নিকুঞ্চিতাংসকশিরস্তচ্চোপহসিতং ভবেৎ॥

উপহসিতে হয় নাসিকা উৎফুল্ল, বক্রদৃষ্টিতে অবলোকন এবং স্কন্ধ ও মস্তক অবনত।

অধমানাম্—

অধমদের

৫৮। অস্থানহসিতং যত্র সাশ্রনেত্রং তথৈব চ।
উৎকম্পিতাংসকশিরস্তচ্চাপহসিতং ভবেৎ॥

তার নাম অপহসিত যাতে হয় অস্থানে হাস্য, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, স্কন্ধ ও মস্তক উৎকম্পিত।

৫৯। সংরব্ধসাস্রনেত্রং চ বিক্রুষ্টস্বরমুদ্ধতম্।
করোপগূঢ়পার্শ্বং চ তচ্চাতিহসিতং ভবেৎ॥

যাতে চক্ষু হয় সংরব্ধ[১], অশ্রুপূর্ণ, কণ্ঠস্বর তীব্র ও উদ্ধত এবং পার্শ্বদেশে হস্ত স্থাপিত হয় তার নাম অপহসিত।

৬০। হাস্যস্থানানি যানি স্যুঃ কার্যোৎপন্নানি নাটকে।
উত্তমাধমমধ্যানামেবং তানি প্রযোজয়েৎ॥

নাটকে ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত উত্তম, মধ্যম ও অধম লোকের হাস্যস্থান এভাবে প্রযোজ্য।

৬১। এবমাত্মসমুত্থং চ তথা পরসমুত্থিতম্।
দ্বিবিধস্ত্রিপ্রকৃতিকঃ ষড়্ভেদোঽথ রসঃ স্মৃতঃ॥

এভাবে এই রস আত্মোদ্ভূত ও পরোদ্ভূত ভেদে দ্বিবিধ। (প্রতিটি) তিন প্রকার প্রকৃতিযুক্ত (বলে এই রস) ছয় প্রকার।

অথ করুণো নাম শোকস্থায়িভাবপ্রভবঃ। স চ শাপক্লেশ-বিনিপাতেষ্টজনবিপ্রয়োগবিভবনাশবধবন্ধবিদ্রবোপঘাতব্যসনসংযোগা-দিভির্বিভাবৈঃ সমুপজায়তে। তস্য চাশ্রুপাতনপরিদেবনমুখশোষণ-বৈবর্ণ্যস্রস্তগাত্রতানিশ্বাসস্মৃতিবিলোপাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রয়ো-ক্তব্যঃ। ব্যভিচারিণশ্চাস্য নির্বেদগ্লানিচিন্তৌৎসুক্যাবেগমোহশ্রমভয়-

১. সংরম্ভ শব্দ থেকে হয়েছে। এই শব্দে বোঝায় ক্রোধ, উৎসাহ, অহংকার বা ঔদ্ধত্য।

বিষাদদৈন্যব্যাধিজড়তোন্মাদাপস্মারত্রাসালস্যমরণস্তম্ভবেপথুবৈবর্ণ্যাশ্রু-স্বরভেদাদয়ঃ।

অত্রার্যে ভবতঃ—

এই বিষয়ে দুইটি আর্যাছন্দের শ্লোক আছে—

করুণরস

৬২। ইষ্টবধদর্শনাদ্বা বিপ্রিয়বচনস্য সংশ্রবাদ্বাপি।
এভির্ভাববিশেষৈঃ করুণরসো নাম সংভবতি॥

প্রিয়জনের বধ দর্শন, অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ প্রভৃতি ভাববিশেষ দ্বারা করুণরস উদ্ভূত হয়।

৬৩। সস্বনরুদিতৈর্মোহাগমৈশ্চ পরিদেবিতৈর্বিলোপিতৈশ্চ।
অভিনেয়ঃ করুণরসো দেহায়াসাভিঘাতৈশ্চ॥

সশব্দরোদন, মূর্ছা, পরিদেবন, বিলাপ, দেহের কষ্ট বা দেহে আঘাত দ্বারা করুণরস অভিনেয়।

অথ রৌদ্রো নাম ক্রোধস্থায়িভাবাত্মকঃ রক্ষোদানবোদ্ধতমনুষ্য-প্রভবঃ সংগ্রামহেতুকঃ। স চ ক্রোধাধর্ষণাধিক্ষেপাবমানানৃতবচন বাক্‌পারুষ্যাভিদ্রোহমাৎসর্যাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য চ তাড়ন-পাটনপীড়নছেদনভেদনপ্রহরণাহরণশস্ত্রসংপাতসংপ্রহাররুধিরাকর্ষণা-দ্যানি কর্মাণি। পুনশ্চ রক্তনয়নভ্রূকুটিকরণাবষ্টম্ভদন্তৌষ্ঠপীড়নগণ্ড স্ফুরণহস্তাগ্রনিষ্পেষাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রয়োক্তব্যঃ। ভাবাশ্চাস্য সম্মোহোৎসাহবেগামর্ষচপলতৌগ্র্যস্বেদবেপথুরোমাঞ্চগদ্‌গদাদয়ঃ। অত্রাহ —যদভিহিতং রাক্ষসদানবাদীনাং রৌদ্রো রসঃ, কিমন্যেষাং নাস্তীত্যুচ্যতে। অস্ত্যন্যেষামপি রৌদ্রঃ। কিন্ত্বধিকারোঽত্র গৃহ্যতে। তে হি স্বভাবত এব রৌদ্রাঃ। কস্মাৎ বহুবাহবো বহুমুখাঃ প্রোদ্ধত-বিকীর্ণপিঙ্গলশিরোজাঃ রক্তোদ্বৃত্তবিলোচনা ভীমাসিতরূপিণশ্চৈব। যচ্চ কিঞ্চিৎসমারভন্তে স্বভাবচেষ্টিতং বাগঙ্গাদিকং বা তৎসর্বং রৌদ্রমেবেতি। শৃঙ্গারশ্চ তৈঃ প্রায়শঃ প্রসভং সেব্যতে। তেষাং চানুকারিণো যে

পুরুষাস্তেষামপি সংগ্রামসংপ্রহারকৃতো রৌদ্ররসোঽনুমন্তব্যঃ। অত্রানুবংশ্যে আর্যে ভবতঃ—

রৌদ্র (রসের) স্থায়িভাব ক্রোধ, এর উদ্ভব হয় রাক্ষস, দানব ও উদ্ধত মানুষের মধ্যে; এর কারণ সংগ্রাম। ক্রোধ, ধর্ষণ, তিরস্কার, অবমাননা, মিথ্যা কথা, কর্কশ বাক্য, আঘাত, মাৎসর্য প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। তাতে প্রহার, পাটন,[১] পীড়ন, ছেদন, ভেদন, প্রহরণাহরণ,[২] অস্ত্রাঘাত, সংপ্রহার,[৩] রক্তপাত প্রভৃতি হয়। রক্তচক্ষু, ভ্রুকুটি, অবষ্টম্ভ,[৪] দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপা, গাল কাঁপা, অঙ্গুলিনিষ্পেষণাদি অনুভাবের দ্বারা তা অভিনেয়। এর ভাবগুলি হল সম্মোহ, উৎসাহ, বেগ,[৫] অমর্ষ,[৬] চঞ্চলতা, উগ্রতা, ঘর্ম, কম্প, রোমাঞ্চ, গদ্গদ বাক্য ইত্যাদি। এই বিষয়ে বলা হয়েছে—রাক্ষস দানবাদির রৌদ্ররস বলা হয়েছে; অন্যদের কি এই রস নেই? অন্যদেরও রৌদ্ররস আছে। এই বিষয়ে (রাক্ষসাদির বিশেষ) অধিকার বুঝতে হবে। তারা স্বভাবতই রৌদ্র (অর্থাৎ ভীষণভাবে উগ্র); কেননা তাদের অনেক হাত, অনেক মুখ, কেশ উর্ধ্বমুখ, বিকীর্ণ (এলোমেলো) ও পিঙ্গলবর্ণ; চক্ষু রক্তবর্ণ ও বিস্ফারিত, আকার ভীতিজনক ও কৃষ্ণবর্ণ। স্বাভাবিক বচন, অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি যা তারা করে তার সবই রৌদ্র। তারা প্রায়ই বলপূর্বক শৃঙ্গাররস ভোগ করে। তাদের অনুকরণকারী যে সকল পুরুষ তাদেরও সংগ্রাম ও সপ্রহারজনিত রৌদ্ররস বুঝতে হবে।

এ বিষয়ে দুইটি পরম্পরাগত আর্যাছন্দের শ্লোক আছে—

রৌদ্ররস

৬৪। যুদ্ধপ্রহারঘাতনবিকৃতচ্ছেদনবিদারণৈশ্চৈব।
সংগ্রামসংভ্রমাদ্যৈরেভিঃ সংজায়তে রৌদ্রঃ॥

---

১. এর অর্থ হতে পারে ভেঙ্গে ফেলা, টুকরো টুকরো করা, ধ্বংস করা।

২. এর অর্থ কি প্রতিপক্ষের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া?

৩. পূর্বে প্রহার আছে বলে এর অর্থ, মনে হয়, গুরুতর প্রহার।

৪. এর দ্বারা বোঝায় আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ়সংকল্প, বাধা ইত্যাদি।

৫. অতি বিক্ষুব্ধভাব, মানসিক আঘাত, দ্রুত চলা ইত্যাদি।

৬. অসহিষ্ণুতা, ক্রোধ।

যুদ্ধে প্রহার, হত্যা, অঙ্গবিকৃতি, অঙ্গের ছেদন, ভেদন, সংগ্রামে বিক্ষোভ প্রভৃতি দ্বারা রৌদ্ররস উদ্ভূত হয়।

৬৫। নানাপ্রহরণমোক্ষৈঃ শিরঃকবন্ধভুজকর্তনৈশ্চৈব।
এভিশ্চার্থবিশেষৈস্তস্যাভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ॥

নানা অস্ত্রক্ষেপ, মস্তক, কবন্ধ ও হস্তচ্ছেদন—এই সকল বিশেষ বিষয়ের দ্বারা এর অভিনয় প্রযোজ্য।

৬৬। ইতি রৌদ্ররসো দৃষ্টো রৌদ্রবাগঙ্গচেষ্টিতঃ।
শস্ত্রপ্রহারভূয়িষ্ঠ উগ্রকর্মক্রিয়াত্মকঃ॥

এই প্রকার রৌদ্ররস দৃষ্ট হয়; এতে বাক্য, অঙ্গ ও কাজকর্ম হয় ভীষণ, অস্ত্রাঘাত বহুল পরিমাণে থাকে এবং গতিবিধি হয় উগ্র।

বীররস

অথ বীরো নাম উত্তমপ্রকৃতিরুৎসাহাত্মকঃ। স চ অসংমোহাধ্যবসায়নয়বিনয়বলপরাক্রমশক্তিপ্রতাপপ্রভাবাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য স্থৈর্যশৌর্যধৈর্যত্যাগবৈশারদ্যাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। সঞ্চারিভাবাশ্চাস্য ধৃতিমতিগর্ববেগৌগ্রতামর্ষস্মৃতিরোমাঞ্চদয়ঃ।

বীররস হয় উত্তমপ্রকৃতির ও উৎসাহমূলক; অসংমোহ[১], অধ্যবসায়, নয়[২], বিনয়, বল, পরাক্রম, শক্তি, প্রতাপ ও প্রভাব প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা এইরস উৎপন্ন হয়। এর অভিনয় স্থৈর্য, শৌর্য, ধৈর্য, ত্যাগ, নৈপুণ্যাদি অনুভাবের দ্বারা প্রযোজ্য। এর সঞ্চারিভাব ধৃতি, মতি, গর্ব, বেগ, উগ্রতা, ক্রোধ, স্মৃতি ও রোমাঞ্চ প্রভৃতি।

৬৭। উৎসাহাধ্যবসায়াদবিষাদিত্বাদবিস্ময়ামোহাৎ।
বিবিধাদর্থবিশেষাদ্বীররসো নাম সম্ভবতি॥

উৎসাহ, অধ্যবসায়, বিষাদহীনতা, বিস্ময় ও মোহহীনতা—এই বিবিধ ভাববিশেষ থেকে বীররস উদ্ভূত হয়।

---

১. মোহ বা বুদ্ধিভ্রংশের অভাব।

২. নীতি।

৬৮। স্থিতিধৈর্যবীর্যগর্বৈরুৎসাহপরাক্রমপ্রভাবৈশ্চ।
বাক্যৈশ্চাক্ষেপকৃতৈর্বীররসঃ সম্যগভিনেয়ঃ॥

স্থিতি, ধৈর্য, বীর্য, গর্ব, উৎসাহ, পরাক্রম, প্রভাব ও নিন্দাসূচক বাক্য দ্বারা বীররস সম্যক্‌রূপে অভিনেয়।

ভয়ানক রসঃ

অথ ভয়ানকো নাম ভয়স্থায়িভাবাত্মকঃ। স চ বিকৃতরবসত্ত্বদর্শন-শিবোলূকত্রাসোদ্বেগশূন্যাগারারণ্যপ্রবেশস্মরণস্বজনবধবন্ধদর্শনশ্রুতি-কথাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য প্রবেপিতকরচরণনয়নচলনপুলকমুখ-বৈবর্ণ্যস্বরভেদাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। ব্যভিচারিভাবাশ্চাস্য স্তম্ভস্বেদগদ্‌গদরোমাঞ্চবেপথুস্বরভেদবৈবর্ণ্যশঙ্কামোহদৈন্যাবেগচাপল-জড়তাত্রাসাপস্মারমরণাদয়ঃ।

ভয়ানক (রসের) স্থায়িভাব ভয়। তা উদ্ভূত হয় বিকৃতস্বর, সত্ত্ব[১] দর্শন, শেয়াল বা পেঁচার ভয়, উদ্বেগ, শূন্যগৃহ, অরণ্যপ্রবেশ, স্মরণ,[২] আত্মীয়ের বধ, বন্ধন দেখা বা শোনা প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা। তার অভিনয় করণীয় হস্ত পদের কম্প, নেত্র ঘূর্ণন, রোমাঞ্চ, মুখের বিবর্ণতা, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা। এর ব্যভিচারী ভাবসমূহ হল অবশ ভাব, ঘর্ম, গদ্গদ বাক্য, রোমাঞ্চ, কম্প, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণতা, ভয়, মোহ, দীনতা, আবেগ, চপলতা, জড়তা, ত্রাস, মূর্ছা, মরণ প্রভৃতি।

অত্রানুবংশ্যা আর্যা ভবন্তি

এ বিষয়ে পরম্পরাগত আর্যাছন্দের শ্লোক আছে—

৬৯। বিকৃতরবসত্ত্বদর্শনসংগ্রামারণ্যশূন্যগৃহগমনাৎ।
গুরুনৃপয়োরপরাধাৎ কৃতকশ্চ ভয়ানকো জ্ঞেয়ঃ॥

বিকৃত রব, ভূতদর্শন, সংগ্রাম, অরণ্যে বা শূন্যগৃহে গমন, গুরু বা রাজার প্রতি অপরাধ হেতু কৃতক[৩] ভয়ানক (রস) হয়।

---

১. দৈত্যদানব, ভূতপ্রেত, পিশাচ।

২. কোন দুঃখের স্মৃতি?

৩. অর্থাৎ লোক দেখান, প্রকৃত নয়।

৭০। গাত্রমুখদৃষ্টিভেদৈরূরুস্তম্ভাভিবীক্ষণোদ্বেগৈঃ।
সন্নমুখশোষহৃদয়স্পন্দনরোমোদ্গমৈশ্চ ভয়ম্॥

শরীর, মুখ, ও চক্ষুর বিকৃতি, উরুর অবশতা, চতুর্দিকে সোদ্বেগ অবলোকন, অবনত মুখের শুষ্কতা, হৃদয়ের স্পন্দন ও রোমাঞ্চ দ্বারা ভয় (প্রকাশিত হয়)।

৭১। এতৎ স্বভাবজং স্যাৎ সত্ত্বসমুত্থং তথৈব কর্তব্যম্।
পুনরেভিরেব ভাবৈঃ কৃতকং মৃদুচেষ্টিতৈঃ কার্যম্॥

এই হল স্বাভাবিক (ভয়)। (অন্য) প্রাণী থেকে জাত (ভয়ও) দেখান উচিত। পুনরায় মৃদুভাবে প্রদর্শিত এই ভাবসমূহদ্বারাই কৃত্রিম ভয় করণীয়।

৭২। করচরণবেপথুস্তম্ভগাত্রসঙ্কোচহৃদয়প্রকম্পেন।
শুষ্কৌষ্ঠতালুকণ্ঠৈর্ভয়ানকো নিত্যমভিনেয়ঃ॥

হস্ত পদের কম্প ও অবশভাব, দেহের সংকোচ, হৃৎকম্প, শুষ্ক ওষ্ঠ, তালু ও কণ্ঠের দ্বারা সর্বদা ভয়ানক (রস) অভিনেয়।

অথ বীভৎসো নাম জুগুপ্সাস্থায়িভাবাত্মকঃ। স চাহৃদ্যাপ্রিয়া-চোক্ষানিষ্টশ্রবণদর্শনপরিকীর্তনাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য সর্বাঙ্গ-সংহারমুখনেত্রবিকূণনোল্লেখননিষ্ঠীবনোদ্বেজনাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। ব্যভিচারিভাবাশ্চাস্যাপস্মারাবেগমোহব্যাধিমরণাদয়ঃ।

বীভৎসরস

তারপর বীভৎস (রস); এর স্থায়িভাব জুগুপ্সা। অহৃদ্য, অপ্রিয়, অপবিত্র ও অনিষ্টকর বিষয়ের শ্রবণ, দর্শন ও কীর্তন প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা (এই রস) উৎপন্ন হয়। এর অভিনয় সকল অঙ্গের সংহার (withdrawal), মুখ ও চক্ষুর সংকুচন, ঘর্ষণ, নিষ্ঠীবন (থুথু ফেলা) উদ্বেগ প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা প্রযোজ্য। (এর) ব্যভিচারিভাব অপস্মার, আবেগ, মোহ, রোগ ও মরণাদি।

অত্রানুবংশ্যে আর্যে ভবতঃ—

এ বিষয়ে পরম্পরাগত দুইটি আর্যাছন্দের শ্লোক আছে—

৭৩। অনভিমতদর্শনেন চ রসগন্ধস্পর্শশব্দদোষৈশ্চ।
উদ্বেজনৈশ্চ বহুভির্বীভৎসরসঃ সমুদ্ভবতি॥

অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দদোষ এবং বহুপ্রকার উদ্বেগ দ্বারা বীভৎসরস উদ্ভূত হয়।

৭৪। মুখনেত্রবিকূণনয়া নাসাপ্রচ্ছাদনাবনমিতাস্যৈঃ।
অব্যক্তপাদপতনৈ-র্বীভৎসঃ সম্যগভিনেয়ঃ॥

মুখ চোখের সংকুচন, নাসিকাচ্ছাদন, অবনত মুখ এবং অব্যক্ত পাদপ্রচার দ্বারা বীভৎসরস সম্যক্‌ভাবে অভিনেয়।

অদ্ভুতরস

অথাদ্ভুতো নাম বিস্ময়স্থায়িভাবাত্মকঃ। স চ দিব্যদর্শনেপ্সিত-মনোরথাবাপ্ত্যুত্তমভবনদেবকুলাভিগমনসভাবিমানমায়েন্দ্রজালসাধনা-দিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে তস্য নয়নবিস্তারানিমিষপ্রেক্ষণরোমাঞ্চাশ্রুস্বেদ-হর্ষসাধুবাদপ্রদানপ্রবন্ধহাহাকারকরবাহুবদনচেলাঙ্গুলিভ্রমণাদিভিরনুভা-বৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। ব্যভিচারিভাবাশ্চাস্য অশ্রুস্তম্ভস্বেদগদগদ-রোমাঞ্চাবেগসম্ভ্রমজড়তাপ্রলয়াদয়ঃ।

তারপর অদ্ভুতরস, এর স্থায়িভাব বিস্ময়। দিব্য ব্যাপার দর্শন, ঈপ্সিত দ্রব্যলাভ, উত্তম গৃহ ও দেবমন্দিরে গমন, সভানুষ্ঠান, বিমান[1] বিহার, মায়া, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা এই (রস) উৎপন্ন হয়। এর অভিনয় চক্ষুর বিস্ফারণ, অনিমেষ দৃষ্টি, রোমাঞ্চ, অশ্রু, ঘর্ম, হর্ষ, প্রশংসা, দান, হাহাকার, হস্ত, বাহু, মুখ ও চক্ষুর সঞ্চালন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা প্রযোজ্য। এর ব্যভিচারিভাব অশ্রু, অবশভাব, ঘর্ম, গদ্গদ, রোমাঞ্চ, আবেগ, ব্যস্ততা, জড়তা ও প্রলয়[2] প্রভৃতি।

অত্রানুবংশ্যে আর্যে ভবতঃ—

এ বিষয়ে পরম্পরাগত দুইটি আর্যাছন্দের শ্লোক আছে।

৭৫। যত্ত্বতিশয়ার্থযুক্তং বাক্যং শীলং চ কর্ম রূপং চ।
এভিস্ত্বর্থবিশেষৈ রসোঽদ্ভুতো নাম বিজ্ঞেয়ঃ॥

অতিশয়োক্তি, বাক্য, চরিত্র, কর্ম ও রূপের আতিশয্য—এই বিশেষ ব্যাপারগুলি দ্বারা অদ্ভুতরস হয়।

৭৬। স্পর্শগ্রহোল্লুকসনৈর্হাহাকারৈশ্চ সাধুবাদৈশ্চ।
বেপথুগদ্গদবচনৈঃ স্বেদাদ্যৈরভিনয়স্তস্য॥

১. এই শব্দের অর্থ আকাশযান, সপ্ততল হর্ম্য।

২. ধ্বংস, মূর্ছা, মৃত্যু প্রভৃতি এই শব্দে বোঝায়।

স্পর্শ, গ্রহণ, উল্লুকসম,[১] হা হা রব, প্রশংসাবাক্য, কম্প, গদ্গদবচন, ঘর্ম প্রভৃতি দ্বারা তার অভিনয় (করণীয়)।

৭৭। শৃঙ্গারং ত্রিবিধং বিদ্যাদ্ বাঙ্‌নেপথ্যক্রিয়াত্মকম্।
অঙ্গনেপথ্যবাক্যৈশ্চ হাস্যরৌদ্রৌ ত্রিধা স্মৃতৌ॥

শৃঙ্গার (রস) ত্রিবিধ বলে জানবে—বাক্যগত, বেশগত ও ক্রিয়াগত। হাস্য ও রৌদ্র ত্রিবিধ—অঙ্গগত, বেশগত ও বাক্যগত।

৭৮। ধর্মোপঘাতজশ্চৈব তথা হ্যপচয়োদ্ভবঃ।
তথা শোককৃতশ্চৈব করুণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।

করুণ (রস) ত্রিবিধ বলে কথিত—ধর্মহানিজাত, (ধন) ক্ষয়জাত ও শোকজ।

৭৯। দানবীরং ধর্মবীরং যুদ্ধবীরং তথৈব চ।
রসং বীরমপি প্রাহুস্তজ্‌জ্ঞাস্ত্রিবিধমেব হি॥

বিশেষজ্ঞগণ বীররসকেও ত্রিবিধ বলেন— দানবীর, ধর্মবীর ও যুদ্ধবীর।

৮০। ব্যাজাচ্চৈবাপরাধাচ্চ বিত্রাসিতকমেব চ।
পুনর্ভয়ানকং চাপি বিদ্যাৎ ত্রিবিধমেব চ॥

ভয়ানক (রসকেও) ত্রিবিধ বলে জানবে—ছলকৃত বা কৃত্রিম, অপরাধহেতুক এবং ভয়জনিত।

৮১। বীভৎসঃ ক্ষোভজঃ শুদ্ধ উদ্বেগী স্যাৎ তৃতীয়কঃ।
বিষ্ঠাকৃমিভিরুদ্বেগী ক্ষোভজো রুধিরাদিজঃ॥

বীভৎস (রস) ত্রিবিধ—ক্ষোভজ, শুদ্ধ ও উদ্বেগী। মল ও কৃমি দ্বারা হয় উদ্বেগী, রক্ত প্রভৃতি থেকে হয় ক্ষোভজ।

৮২। দিব্যশ্চানন্দজশ্চৈব দ্বিধা খ্যাতোঽদ্ভুতো রসঃ।
দিব্যদর্শনজো দিব্যো হর্ষাদানন্দজঃ স্মৃতঃ॥

অদ্ভুতরস দ্বিবিধ বলে খ্যাত—দিব্য ও আনন্দোত্থ। দিব্যব্যাপার দর্শনে হয় দিব্যদর্শনজ ও হর্ষ থেকে হয় আনন্দোত্থ।

৮৩। এবমেতে রসা জ্ঞেয়াস্ত্বষ্টৌ লক্ষণলক্ষিতাঃ।
অত ঊর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি ভাবানামপি লক্ষণম্॥

এইরূপ লক্ষণ প্রদর্শিত এই রসগুলি অষ্টবিধ বলে জ্ঞাত। এরপর ভাবসমূহের লক্ষণও বলব।

[১] এই শব্দের অর্থ স্পষ্ট নয়। কেউ কেউ অর্থ করেছেন—আনন্দহেতু গাত্রকম্প।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রসবিকল্প নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

ভাবব্যঞ্জক

ভাবনামের তাৎপর্য

ভাবানিদানীং বক্ষ্যামঃ। অত্রাহ—ভাবা ইতি কস্মাৎ, কিং ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ? উচ্যতে—বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ। ভাব ইতি করণসাধনম্—যথা ভাবিতঃ বাসিতঃ কৃত ইত্যনর্থান্তরম্। লোকেঽপি সিদ্ধম্ অহো হ্যন্যোন্যগন্ধেন রসেন বা সর্বমেব ভাবিতম্। অপি চ ব্যাপ্ত্যর্থং, শ্লোকাশ্চাত্র ভবন্তি—

এখন ভাবসমূহ বলব। এই বিষয়ে বলা হয়েছে—ভাব নামটি কেন, ভাবায় বলে কি? উত্তর—বাক্য, অঙ্গভঙ্গী ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা কাব্যের (অর্থাৎ দৃশ্য কাব্যের) বিষয় ভাবায় বলে ভাব নাম হয়েছে।

ভাব শব্দটি করণবাচক—ভাবিত, বাসিত, কৃত এই শব্দগুলি সমার্থক। জনগণের মধ্যেও (এমন কথা) প্রচলিত আছে—অহো, সবই পারস্পরিক গন্ধ বা রসের দ্বারা ভাবিত হয়। ব্যাপ্তির নিমিত্তও বটে। এই বিষয়ে শ্লোক আছে—

ভাবের সংজ্ঞা

১। বিভাবৈরাহৃতো যোঽর্থস্ত্বনুভাবেন গম্যতে।
বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়ৈঃ স ভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ॥

যে বিষয় বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের সাহায্যে বিভাবের দ্বারা আহৃত ও অনুভাবের দ্বারা জ্ঞাত হয় তা ভাব নামে অভিহিত।

২। বাগঙ্গমুখরাগৈশ্চ সত্ত্বেনাভিনয়েন চ।
কবেরন্তর্গতং ভাবং ভাবয়ন্ ভাব উচ্যতে॥

বাক্য, অঙ্গভঙ্গী, মুখরাগ ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা কবির (অর্থাৎ নাট্যকারের) মনোগত ভাব সম্বন্ধে (দর্শককে) ভাবায়, (এইজন্য) ভাব এই নামে অভিহিত।

৩। নানাভিনয়সম্বন্ধান্ ভাবয়ন্তি রসানিমান্।
যস্মাত্তস্মাদমী ভাবা বিজ্ঞেয়া নাট্যযোক্তৃভিঃ॥

নানা অভিনয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এই রসগুলিকে যেহেতু এরা ভাবায় সেইজন্য এরা নাট্যপ্রযোক্তৃগণ কর্তৃক ভাব নামে জ্ঞাতব্য।

বিভাব শব্দের তাৎপর্য ও সংজ্ঞা

অথ বিভাব ইতি কস্মাদুচ্যতে। বিভাবো বিজ্ঞানার্থঃ। বিভাবঃ কারণং নিমিত্তং হেতুরিতি পর্যায়াঃ। বিভাব্যন্তেঽনেন বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়া ইতি বিভাবঃ। যথা বিভাবিতং বিজ্ঞাতমিত্যনর্থান্তরম্।

তারপর বিভাব নামটি কেন বলা হয়? বিভাব শব্দটি বিশেষ জ্ঞানের জন্য (প্রযুক্ত)। বিভাব, কারণ, নিমিত্ত হেতু—এইগুলি সমার্থক শব্দ। এর দ্বারা বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় বিভাবিত হয় বলে এর নাম বিভাব। বিভাবিত বিজ্ঞাত এই শব্দ দুটি একার্থক।

৪। অত্র শ্লোকঃ—
বহবোঽর্থা বিভাব্যন্তে বাগঙ্গাভিনয়াশ্রিতাঃ।
অনেন যস্মাত্তেনায়ং বিভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ॥

এ বিষয়ে শ্লোক (আছে)—

৪। যেহেতু বাচিকও আঙ্গিক অভিনয়াশ্রিত অনেক বিষয় এর দ্বারা হয়, সেইজন্য এর নাম বিভাব।

অনুভাব শব্দের তাৎপর্য ও সংজ্ঞা

অথানুভাব ইতি কস্মাদ্ উচ্যতে। অনুভাব্যতেঽনেন বাগঙ্গসত্ত্বৈঃ কৃতোঽভিনয় ইতি। অত্র শ্লোকঃ—

তারপর অনুভাব নাম কেন বলা হয়? এর দ্বারা বাচিক, আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় অনুভাবিত হয়।

এ বিষয়ে শ্লোক (আছে)—

৫। বাগঙ্গাভিনয়েনেহ যতস্ত্বর্থোঽনুভাব্যতে।
বাগঙ্গোপাঙ্গসংযুক্তস্ত্বনুভাবস্ততঃ স্মৃতঃ॥

যেহেতু বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের দ্বারা বিষয় অনুভাবিত হয়, সেইজন্য বাক্য, অঙ্গভঙ্গী ও উপাঙ্গ সংযুক্ত অনুভাব (এই নামে) অভিহিত।

এতেষাং বিভাবানুভাবসংযুক্তানাং লক্ষণনিদর্শনান্যভিব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্র বিভাবানুভাবৌ লোকপ্রসিদ্ধাবেব। লোকপ্রভাবোপগতত্বাচ্চৈষাং-লক্ষণং নোচ্যতে। অতিপ্রসঙ্গনিবৃত্ত্যর্থঞ্চ। ভবতি চাত্র শ্লোকঃ—

বিভাব ও অনুভাবযুক্ত এইগুলির লক্ষণ ও নিদর্শন ব্যাখ্যা করব। তন্মধ্যে বিভাব ও অনুভাব জনগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ বটে। জনগণের ভাব থেকে বোঝা যায় বলে এদের লক্ষণ বলা হচ্ছে না। বাহুল্য নিবৃত্তির জন্যও (লক্ষণ বলা হল না)।

এ বিষয়ে শ্লোক আছে—

৬। লোকস্বভাবসংসিদ্ধা লোকযাত্রানুগামিনঃ।
অনুভাববিভাবাশ্চ জ্ঞেয়াস্ত্বভিনয়ৈর্বুধৈঃ॥

পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ও লোকব্যবহারানুসারী অনুভাব ও বিভাবসমূহ অভিনয়ের সাহায্যে জ্ঞেয়।

তত্রাষ্টৌ ভাবাঃ স্থায়িনঃ, ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ব্যভিচারিণঃ, অষ্টৌ সাত্ত্বিকা ইতি ভেদাঃ এবমেতে কাব্যরসাভিব্যক্তিহেতব একোনপঞ্চাশদ্ ভাবাঃ প্রত্যবগন্তব্যাঃ। এভ্যশ্চ সামান্যগুণযোগেন রসা নিষ্পদ্যন্তে। ভবতি চাত্র শ্লোকঃ—

আটটি স্থায়িভাব, ত্রিশটি ব্যভিচারী, আটটি সাত্ত্বিক—এইরূপ ভেদ। এভাবে কাব্যরসের অভিব্যক্তির কারণস্বরূপ উনপঞ্চাশটি ভাব জ্ঞাতব্য। (সাধারণীকরণ রূপ) সামান্য গুণ হেতু এইগুলি থেকে রস নিষ্পন্ন হয়।

এ বিষয়ে শ্লোক আছে—

৭। যোঽর্থো হৃদয়সংবাদী তস্য ভাবো রসোদ্ভবঃ।
শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শুষ্কং কাষ্ঠমিবাগ্নিনা॥

যে বিষয় হৃদয়গ্রাহী তার ভাব রসের উৎপত্তিস্থল। শুষ্ক কাষ্ঠে যেমন অগ্নি ব্যাপ্ত হয় তেমনই তার দ্বারা শরীর ব্যাপ্ত হয়।

অত্রাহ—যদন্যোন্যার্থসংশ্রিতৈর্বিভাবানুভাবব্যঞ্জিতৈরেকোনপঞ্চাশ-দ্ভাবৈঃ সামান্যগুণযোগেনাভিনিষ্পদ্যন্তে রসাস্তৎ কথং স্থায়িন এব ভাবা

রসত্বমাপ্নুবন্তি? উচ্যতে—যথা হি সমানলক্ষণাস্তুল্যপাণিপাদোদরশরীরাঃ সমানপ্রত্যয়া অপি পুরুষাঃ কুলশীলবিদ্যাকর্মশিল্পবিচক্ষণত্বাদ্ রাজত্বমাপ্নুবন্তি তত্রৈব চান্যেঽল্পবুদ্ধয়স্তেষামেবানুচরা ভবন্তি, তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিণঃ স্থায়িভাবানুপাশ্রিতা ভবন্তি (।) আশ্রয়ত্বাৎ স্বামিভূতাশ্চ স্থায়িনো ভাবাঃ। তদ্বৎ স্থায়িনি বপুষি গুণীভূতা অন্যে ভাবাঃ তান্ গুণবত্তয়াঽঽশ্রয়ন্তে। (তে) পরিজনভূতা ব্যভিচারিণো ভাবাঃ। কো দৃষ্টান্ত ইতি? যথা নরেন্দ্রো বহুজনপরিবারোঽপি সন্ স এব নাম লভতে, নান্যঃ সুমহানপি পুরুষঃ, তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিপরিবৃতঃ স্থায়ী ভাবো রসনাম লভতে। ভবতি চাত্র শ্লোকঃ—

এ বিষয়ে (লোকে) বলে—পরস্পর অর্থ সম্বন্ধযুক্ত বিভাব, অনুভাবের দ্বারা প্রকাশিত উনপঞ্চাশ ভাবের দ্বারা সামান্য গুণ হেতু রসসমূহ নিষ্পন্ন হয়, তাহলে স্থায়িভাব সমূহই কি করে রসত্ব প্রাপ্ত হয়? উত্তর—যেমন একরূপ লক্ষণ, হস্ত পদ উদ্ভূত ও শরীরযুক্ত এবং একরূপ প্রত্যয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে কেউ কেউ চরিত্র, বিদ্যা, কর্ম, শিল্প ও বিচক্ষণতা হেতু রাজত্ব প্রাপ্ত হয়, অপর অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাঁদেরই অনুচর হয়। তেমনই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব স্থায়িভাবসমূহকে আশ্রয় করে। আশ্রয় হেতু স্থায়িভাবগুলি প্রভুসদৃশ। তেমনই স্থায়ি রূপ দেহে অন্য গৌণভাব সকল স্থায়ি ভাবসমূহের গুণবত্তা হেতু তাদেরকে আশ্রয় করে। ব্যভিচারী ভাবগুলি (তাদের) পরিজনসদৃশ। উদাহরণ কি? যেমন রাজা বহুলোক পরিবৃত হলেও তিনিই (রাজা) নাম করেন, অন্য লোক অতি মহান্ হলেও করে না, তেমনই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব পরিবেষ্টিত স্থায়িভাব রস নাম প্রাপ্ত হয়।

এ বিষয়ে শ্লোক আছে—

৮। যথা নরাণাং নৃপতিঃ, শিষ্যাণাং চ যথা গুরুঃ।
এবং হি সর্বভাবানাং ভাবঃ স্থায়ী মহানিহ॥

যেমন মানুষদের রাজা, শিষ্যদের গুরু তেমনই সকল ভাবের মধ্যে স্থায়িভাব শ্রেষ্ঠ।

স্থায়িভাব-রতি

লক্ষণং খলু পূর্বমভিহিতমেতেষাং রসসংজ্ঞকানাম্। ইদানীং তু ভাবসামান্যলক্ষণমভিধাস্যামঃ। তত্রাদৌ স্থায়িভাবান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ।

তত্র রতির্নাম আমোদাত্মকো ভাবঃ ঋতুমাল্যানুলেপনাভরণপ্রিয়জনবর-ভবনানুভবনাপ্রতিকুল্যাদিভির্বিভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তামভিনয়েৎ স্মিত-মধুরবচনভ্রূক্ষেপকটাক্ষাদিভিরনুভাবৈঃ। ভবতি চাত্র শ্লোকঃ—

এই রসগুলির লক্ষণ পূর্বে বলা হয়েছে। এখন ভাবের সামান্য লক্ষণ বলব। তন্মধ্যে প্রথম স্থায়িভাবগুলি ব্যাখ্যা করব। তাদের মধ্যে আনন্দাত্মক রতি ঋতু, মালা, অঙ্গরাগ, অলঙ্কার, প্রিয়জন, উত্তমগৃহ ভোগ, অনুকূলতা প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। স্মিতহাস্য, মধুরবাক্য, ভ্রূকুটি, কটাক্ষ প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা তার অভিনয় করবে।

এ বিষয়ে শ্লোক আছে—

৯। ইষ্টার্থবিষয়প্রাপ্ত্যা রতিঃ সমুপজায়তে।
সৌম্যত্বাদভিনেয়া সা বাঙ্‌মাধুর্যাঙ্গচেষ্টিতৈঃ॥

প্রিয় বিষয়ের প্রাপ্তি দ্বারা রতি উৎপন্ন হয়। প্রীতিকর বলে তা মধুর বাক্য ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা অভিনেয়।

হাস

অথ হাসো নাম পরচেষ্টানুকরণাসংবদ্ধপ্রলাপপৌরোভাগ্যমৌর্খ্যা-দিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তমভিনয়েৎ পূর্বোক্তৈর্হসিতাদিভিঃ। ভবতি চাত্র শ্লোকঃ—

হাস পরের কার্যের অনুকরণ, অসম্বদ্ধপ্রলাপ, ঔদ্ধত্য, মূর্খতা প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। পূর্বোক্ত হসিতাদির দ্বারা তার অভিনয় করণীয়।

এই বিষয়ে শ্লোক আছে—

১০। পরচেষ্টানুকরণাদ্ধাসঃ সমুপজায়তে।
স্মিতহাসাতিহসিতৈরভিনেয়ঃ স পণ্ডিতৈঃ॥

পরের কার্যের অনুকরণ থেকে হাস উৎপন্ন হয়। স্মিত, হাস ও অতিহসিত দ্বারা পণ্ডিতগণ কর্তৃক তার অভিনয় করণীয়।

শোক

শোকো নাম ইষ্টজনবিয়োগবিভবনাশবধবন্ধনদুঃখানুভবনাদিভি-বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্যাস্রপাতবিলপিতপরিদেবিতবৈবর্ণ্যস্বরভেদস্রস্ত-

গাত্রতাভূমিপাতাক্রন্দিতদীর্ঘনিঃশ্বসিতজড়তোন্মাদমোহমরণাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। রুদিতম্ অত্র ত্রিবিধম্। আনন্দজমার্তিজমীর্ষ্যাসমুত্থং চেতি। তত্রার্যাঃ—

প্রিয়জনের বিরহ, বিত্তনাশ, বধ, বন্ধন, দুঃখবোধ প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। অশ্রুবিসর্জন, বিলাপ, পরিদেবন (অভিযোগ, আর্তনাদ), বিবর্ণতা, স্বরভঙ্গ, অঙ্গের শিথিলতা, ভূমিতে পতন, ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস, জড়তা, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা তার অভিনয় করণীয়। এতে রোদন তিনপ্রকার —আনন্দ থেকে জাত, বিপন্নভাবোদ্ভূত ও ঈর্ষাপ্রসূত।

এ বিষয়ে আর্যাছন্দের শ্লোক (আছে)

১১। হর্ষোৎফুল্লকপোলং সানুস্মরণং চ বাগনিভৃতাস্রম্।
রোমাঞ্চাঞ্চিতগাত্রং রোদনমানন্দজং ভবতি॥

আনন্দজনিত রোদনে গণ্ডস্থল হয় হর্ষোৎফুল্ল, স্মরণসূচক বাক্য, প্রকাশ্য অশ্রুপাত, রোমাঞ্চ ও কুঞ্চিত দেহ (থাকে)।

১২। পর্যাপ্তবিমুক্তাস্রং সস্বনমস্বস্থগাত্রগতিচেষ্টম্।
ভূমিনিপাতিতচেষ্টিতবিলপিতমিত্যার্তিজং ভবতি॥

আর্তি বা দুঃখজনিত রোদনে থাকে প্রচুর অশ্রুবিসর্জন, ধ্বনি, অসুস্থ দেহ, গতি ও কর্ম, ভূমিতে পতন, লুণ্ঠন ও বিলাপ।

১৩। প্রস্ফুরিতৌষ্ঠকপোলং সশিরঃকম্পং তথা সনিঃশ্বাসম্।
ভ্রূকুটীকটাক্ষকুটিলং স্ত্রীণামীর্ষ্যাকৃতং ভবতি॥

স্ত্রীলোকের ঈর্ষাজনিত রোদনে থাকে কম্পিত ওষ্ঠ ও গণ্ডস্থল, মস্তককম্প, দীর্ঘশ্বাস, ভ্রূকুটি ও কটাক্ষ।

ভবতি শ্লোকঃ—

একটি শ্লোক আছে—

১৪। স্ত্রীনীচপ্রকৃতিঃ হ্যেষ শোকো ব্যসনসংভবঃ।
ধৈর্যেণোত্তমমধ্যানাং নীচানাং রুদিতেন চ॥

বিপদ্ থেকে উদ্ভূত এই শোক স্ত্রীলোক ও নীচপ্রকৃতির লোকের হয়। এতে উত্তম ও মধ্যম প্রকৃতির লোকের থাকে ধৈর্য এবং নীচপ্রকৃতির লোকের হয় রোদন।

ক্রোধ

ক্রোধো নাম আধর্ষণাক্রুষ্টকলহবিবাদপ্রতিকূলাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তমভিনয়েদ্ উৎফুল্লনাসাপুটোদ্বৃত্তনয়নসন্দষ্টৌষ্ঠপুটগণ্ডস্ফুরণাদিভিরনুভাবৈঃ।

ক্রোধ ধর্ষণ, গালাগালি, কলহ, বিবাদ (তর্কাতর্কি ?), প্রতিকূলাচরণ প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন। এর অভিনয় করণীয় উৎফুল্ল নাসিকা, বিস্ফারিত নেত্র, সন্দষ্ট ওষ্ঠ, গণ্ডকম্প প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা।

১৫। রিপুজো গুরুজশ্চৈব প্রণয়িপ্রভবস্তথা।
ভৃত্যজঃ কৃতকশ্চেতি ক্রোধঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ ॥

ক্রোধ পাঁচপ্রকার—শত্রুজাত, গুরুজাত, প্রণয়িজনজাত, ভৃত্যজাত ও কৃত্রিম।

অত্রার্যা ভবন্তি—

এ বিষয়ে আর্যাছন্দের শ্লোক আছে—

১৬। ভ্রুকুটিকুটিলোৎকটমুখসন্দষ্টৌষ্ঠঃ স্পৃশন্ করেণকরম্।
ধৃষ্টভুজশিখরবক্ষাঃ শত্রোর্বিনিয়ন্ত্রণং কুপ্যেৎ ॥

শত্রুকে দমন করার জন্য যে কোপ প্রকাশ করে তার হবে ভ্রূকুটিকুটিল ভীষণ মুখ, সন্দষ্ট ওষ্ঠ, এক হস্তে অপর হস্ত স্পর্শ এবং ভীতি প্রদর্শক বাহু, শিখর[১] ও বক্ষ।

১৭। কিঞ্চিদবাঙ্মুখদৃষ্টিঃ কিঞ্চিৎস্বেদাপমার্জনপরশ্চ।
অব্যক্তোল্বণচেষ্টোগুরোর্বিনিয়ন্ত্রণং রুষ্যেৎ ॥

গুরুকে অনুকূল করার জন্য যে ক্রোধ প্রকাশ করবে, তার চক্ষু হবে ঈষৎ অধোমুখ, সে কিঞ্চিৎ ঘর্ম দূরীকরণে প্রবৃত্ত হবে এবং সে কোন উগ্র ক্রিয়া করবে না।

১৮। অল্পতরপ্রবিচারো বিকিরন্নশ্রূণ্যপাঙ্গবিক্ষেপৈঃ।
সভ্রূকুটীস্ফুরদোষ্ঠঃ প্রণয়াভিগতাং প্রিয়াং রুষ্যেৎ ॥

প্রণয় হেতু উপস্থিত প্রিয়ার প্রতি যে রুষ্ট হবে, তার গতিবিধি হবে অল্প, তার হবে অশ্রুবিসর্জন, কটাক্ষ, ভ্রূকুটি ও ওষ্ঠকম্প।

১. এই শব্দে বোঝায় বগল, খাড়া চুল। এখানে খাড়া চুল ক্রোধব্যঞ্জক হতে পারে।

১৯। যঃ পরিজনে তু রোষস্তর্জননির্ভৎসনাক্ষিবিস্তারৈঃ।
বিপ্রেক্ষণৈশ্চ বিবিধৈস্তস্যাভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ ॥

পরিজনের প্রতি যে কোপ তার অভিনয় প্রযোজ্য হবে তর্জন, ভর্ৎসনা, নেত্র-বিস্ফারণ ও নানাপ্রকার দৃষ্টিপাতের দ্বারা।

২০। কারণমপেক্ষমাণঃ প্রায়েণায়াসলিঙ্গসংযুক্তঃ।
উভয়রসান্তরচারী কার্যঃ কৃতকো ভবেদ্রোষঃ ॥

কৃত্রিম ক্রোধ কোন কারণে হবে; এতে বহুল পরিমাণে শ্রমচিহ্ন থাকবে এবং এই (রোষ) হবে উভয়রসের মধ্যবর্তী।

উৎসাহ

উৎসাহো নাম উত্তমপ্রকৃতিঃ। স চাবিষাদশক্তিধৈর্য-শৌর্যাদিভি-র্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য স্থৈর্যত্যাগারম্ভবৈশারদ্যাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।

উৎসাহ উত্তমপ্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের হয়। তা উৎপন্ন হয় অবিষণ্ণভাব, শক্তি, ধৈর্য, শৌর্য প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা। তার অভিনয় করণীয় স্থৈর্য, ত্যাগ, (কর্মের) আরম্ভ, নৈপুণ্য প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা।

অত্র শ্লোকঃ—

এই বিষয়ে শ্লোক আছে—

২১। অসম্মোহাদিভির্ব্যক্তো ব্যবসায়নয়াত্মকঃ।
উৎসাহস্ত্বভিনেয়োঽসাবপ্রমাদক্রিয়াদিভিঃ ॥

অসংমোহ (অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রংশের অভাব) প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশিত উৎসাহের আত্মা বা মূল প্রয়াস ও নীতি; ঐ উৎসাহ অপ্রমাদ কর্মাদিদ্বারা অভিনেয়।

ভয়

ভয়ং নাম স্ত্রীনীচপ্রকৃতিকং গুরুরাজাপরাধশূন্যাগারাটবীপর্বতদর্শন-নির্ভৎসনদুর্দিননিশান্ধকারোলূকনক্তঞ্চারারাবশ্রবণাদিভির্বিভাবৈরুৎ-পদ্যতে। তস্য প্রবেপিতকরচরণহৃদয়কম্পনস্তম্ভমুখশোষণজিহ্বাপরি-

লেহনস্বেদবেপথুপরিত্রাণমন্বেষণধাবনোৎক্রুষ্টাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ।

স্ত্রীলোক ও নীচপ্রকৃতির লোভের হয় ভয়। গুরু বা রাজার প্রতি অপরাধ, শূন্যগৃহ বা পর্বত দর্শন, ভর্ৎসনা, বর্ষণযুক্ত রাত্রির অন্ধকার, পেঁচা ও নিশাচর জন্তুদের ডাক শোনা প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা ভয় উৎপন্ন হয়। কম্পিত কর চরণ, হৃৎকম্প, অবশভাব, শুষ্কমুখ, জিহ্বা লেহন, ঘর্ম, কম্প, রক্ষার চেষ্টা, (নিরাপদ স্থানের ?) অন্বেষণ, ধাবন, চিৎকার প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় করণীয়।

অত্র শ্লোকাঃ—

এই বিষয়ে শ্লোক—

২২। গুরুরাজাপরাধেন রৌদ্রাণাঞ্চাপি দর্শনাৎ।
শ্রবণাদপি ঘোরাণাং ভয়ং মোহেন জায়তে॥

গুরু বা রাজার প্রতি অপরাধ, ভীষণ কিছুর দর্শন, ভয়ংকর কোন বিষয়ের শ্রবণ—এই সকল কারণে—মোহবশতঃ ভয় জন্মে।

২৩। গাত্রাদিকম্পবিত্রাসৈঃ বক্ত্রশোষণসম্ভ্রমৈঃ।
বিস্ফারিতেক্ষণৈঃ কার্যমভিনেয়ং ক্রিয়াগুণৈঃ॥

দেহাদির কম্প, ত্রাস, শুষ্কমুখ, ব্যস্ততা, বিস্ফারিত নেত্র এবং (বিবিধ) কর্ম দ্বারা (ভয়ের) অভিনয় করণীয়।

২৪। সত্ত্ববিত্রাসনোদ্ভূতং ভয়মুৎপদ্যতে নৃণাম্।
স্রস্তাঙ্গাক্ষিনিমেষৈশ্চাপ্যভিনেয়ংতু নর্তকৈঃ॥

ভূত থেকে মানুষের ভয় জন্মে। তার অভিনয় নর্তকগণ শিথিল অঙ্গ ও নেত্র নিমেষ দ্বারা করবেন।

অত্রার্যা—

এ বিষয়ে আর্যাছন্দের শ্লোক—

২৫। করচরণহৃদয়কম্পৈঃ স্তম্ভনজিহ্বোপলেহমুখশোষৈঃ।
স্রস্তস্নুবিষন্নগাত্রৈরস্যাভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ॥

হস্ত, পদ ও হৃদয়ের কম্প, অবশ ভাব, জিহ্বা দিয়ে লেহন, শুষ্ক মুখ, শিথিল ও অতি বিষাদগ্রস্ত দেহে এর অভিনয় প্রযোজ্য।